প্রাতঃস্মরণীয় চরিতমালা।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ
এম্ এ প্রণীত

LIVES OF PATRIOTS & PHILANTHROPISTS

BY

JOGENDRA NATH BANDYOPADHYAYA
VIDYABHUSHAN. M. A.

"LIVES OF GREAT MEN ALL REMIND US,
WE CAN MAKE OUR LIVES SUBLIME."

Longfellow.

কলিকাতা সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি
দ্বারা প্রকাশিত।

চন্দননগর

ব্যাসযন্ত্রে

শ্রীতিনকড়ি চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক
মুদ্রিত।

১৮৮৩।

বিজ্ঞাপন।

স্কুলসমূহের সুবিখ্যাত ইনেস্পেক্টর পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কথামত আমি এই জীবনী-মালা লিখিতে আরম্ভ করি। ইহা স্কুল সমূহেব পাঠ্য পুস্তক রূপে নির্দ্দিষ্ট হইবে এই আশা পাইয়া আমি এই জীবনীগুলি কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত করিয়া লিখি। এই সকল মহাপুরুষগণের বিস্তৃত জীবনী স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে বাহির করিতেছি বলিয়া এই সংক্ষেপ-ভাবে আমার ক্ষোভ জন্মে নাই। বিশেষতঃ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ঘটনা-রাশিতে বালকের অপরিপক্ক স্মৃতি-শক্তিকে ভারগ্রস্ত করা অবিধেয় মনে করিয়া এই সকল জীবনীতে কেবল স্থূল স্থূল ঘটনার চিত্র প্রদান করিয়াছি। যে যে মহাত্মার চরিত্রের যে যে অংশ পাঠ করিলে "আত্মোৎসর্গ" শিক্ষা হয়, সেই সেই অংশ উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়াছি। উপযুক্ত পুস্তকাভাবে আরও কয়েকটী মহাপুরুষের চিত্র অঙ্কিত করিতে পারি নাই। দ্বিতীয় বারে সেগুলি অঙ্কিত করিব ইচ্ছা রহিল।

এক্ষণে শিক্ষাসমিতি, শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ, ও সাধারণে আমার এই উদ্যমের উৎসাহ বর্দ্ধন করিলে আমি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিব।

শ্রীযোগেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রন্থকার।

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন।

'আত্মোৎসর্গের' যে অংশটুকু বালকদিগের পাঠনার যোগ্য নয় বলিয়া পুস্তক সমিতির কোন কোন সভ্য আপত্তি তুলিয়াছেন, তাহা পরিত্যাগ করিয়া বালকগণের জন্য শুদ্ধ প্রাতঃস্মরণীয় চরিতমালা নাম দিয়া এই স্বতন্ত্র পুস্তক প্রকাশ করা গেল। কোন কোন ইনস্পেক্টরের উপদেশানুসারে আত্মোৎসর্গের উদ্দীপনা অংশগুলিরও কিছু কিছু পরিত্যাগ করা গেল। দুইখানি বইই স্বতন্ত্র প্রচারিত হইবে। সাধারণের অসুবিধা নিবারণের জন্য উভয় গ্রন্থের স্বতন্ত্র নামকরণ ও স্বতন্ত্র মূল্য নির্দ্ধারণ করা হইল। প্রাতঃস্মরণীয় চরিতমালায় মহাদেব ও খ্রীষ্ট ভিন্ন আত্মোৎসর্গের আর সমস্ত মহাত্মারই নাম সঙ্কীর্ত্তন করা হইয়াছে। তাঁহাদিগের নামের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। বিশ্বামিত্র।	৫। ওয়ালেস।	৯। হাউয়ার্ড।
২। শাক্যসিংহ।	৬। টেল।	১০। রোমিলী।
৩। গুরুগোবিন্দ।	৭। হ্যামডেন।	১১। গ্যারিবল্ডী।
৪। চৈতন্য।	৮। উইলবারফোর্স।	১২। ম্যাট্‌সিনি।
		১৩। ওয়াসিংটন্‌।

চুঁচুড়া।

৩০ আশ্বিন ১৮৮৩। গ্রন্থকার।



মুখবন্ধ।

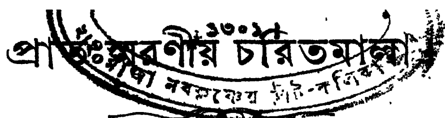
আত্মোৎসর্গের লীলাস্থলী ভারতে আজ "আত্মোৎসর্গ" নূতন কথা বলিয়া বোধ হইবে। যে ভারতে একদিন আবালবৃদ্ধ-বণিতা আত্মোৎসর্গের দীক্ষাগুরু ছিলেন, আজ সেই ভারতে আত্মোৎসর্গ শিক্ষা দিবার জন্য বৈদেশিক মহাপুরুষগণের উজ্জ্বল চরিত্র পতিত ভারতবাসিগণের সম্মুখে ধরিতে হইল—ইহা অপেক্ষা ক্ষোভের বিষয় আর কি হইতে পারে? পুরাকালীন স্বজাতিপ্রেমিক বা বিশ্বপ্রেমিক মহাপুরুষগণের জীবনী-রত্ন অতল কাল-সাগরে নিমগ্ন। সেই রত্নরাজির কিরণমালা কালসাগরের গভীরতা ভেদ করিয়াও তলদর্শী দর্শকের নয়ন কথঞ্চিৎ পরিতৃপ্ত করে সত্য, কিন্তু দর্শন-পিপাসা তাহাতে আরও উদ্দীপিত হয়। দর্শকের ইচ্ছা কালসাগরের সেই গভীরতম প্রদেশে যাইয়া সেই রত্নরাজির সমুদ্ধার করেন। অনেক ডুবুরি সেই ঘনীভূত অনন্ত জলরাশি ভেদ করিয়া রত্ন লাভ করিতে চেষ্টা করিতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের চেষ্টা বালকের আকাশের চাঁদ ধরার উদ্যমের ন্যায় ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। যদি আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ যত্ন করিয়া রাখিতে জানিতেন, তাহা হইলে আজ সেই অনন্ত রত্নরাজি কালসাগরের অতল জলে ডুবিত না। আজ তাহা হইলে আমাদিগকে দুরবগাহ কালসাগরের অতল জলে নামিবার বৃথা চেষ্টায় অমূল্য জীবন নষ্ট করিতে হইত না। পুরাকালে এই ভারতে কত কোটী মহাত্মা স্বদেশানুরাগ, স্বজাতিপ্রেম বা বিশ্বপ্রেমানলে আত্ম-আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। কিন্তু তাঁহাদিগের প্রকৃত

জীবনী পাইবার কোন আশা নাই, তাহার আভাসমাত্র স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। সেই আভাসমাত্র লইয়া আমি সেই সময়ের দুই একটী চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছি। যদি তাহা সাধারণের প্রীতিকর হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে আরও অনেকগুলি চরিত্র অঙ্কিত করিব ইচ্ছা আছে।

হিন্দু-যবন-সংঘর্ষকালে আত্মোৎসর্গের অনেকগুলি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সে চরিত্রগুলি স্বতন্ত্র অঙ্কিত করিব মানস আছে। এই জন্য সে সকল চরিত্র এখানে অঙ্কিত করিলাম না। ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে যে কয়েকটী চরিত্র-রত্ন আহরণ করিয়াছি, তাদৃশ উজ্জ্বল রত্ন আধুনিক সময়ে দুষ্প্রাপ্য। মহাভারত ও রামায়ণ পাঠে যে ফল এই মহাত্মাগণের চরিত্রপাঠেও সেই ফল। এই সকল চরিত্রের অনুকরণে মানুষ দেবতা হয়। জাতীয় চরিত্র গঠনের এমন উপাদান-সামগ্রী আর দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ সুকুমার-মতি বালকগণের কোমল অন্তঃকরণে স্বর্গীয় ভাব চির-অঙ্কিত করিবার এমন উপকরণ আর নাই। চরিত্র-সংগঠন যদি শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক বালককে এই প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষগণের চরিতমঞ্জরী পড়িতে দেওয়া প্রত্যেক অভিভাবক ও প্রত্যেক শিক্ষকের একান্ত কর্ত্তব্য। কিমধিকমিতি—

সংবৎ ১৯৪০.৪১ }
ভাদ্র, চুঁচুঁড়া। }

গ্রন্থকারস্য।



প্রাতঃস্মরণীয় চরিতমালা

দারিদ্র্য-মাহাত্ম্য।

জগতে অবিমিশ্র সুখ দুঃখ দেখিতে পাওয়া যায় না। সুখের সঙ্গে দুঃখ, দুঃখের সঙ্গে সুখ নিরন্তর মিশাইয়া আছে। দরিদ্রের কুটীরে ও রাজার অট্টালিকায় খুঁজিলে এই দুইই মিলিবে। তবে অবস্থাভেদে বেশী কম মাত্র। অনেকের সংস্কার আছে, দারিদ্র্য-দুঃখ অপেক্ষা অধিকতর ক্লেশকর বিষয় আর নাই। কিন্তু তাহা ভ্রম। চিন্তাশীলতা, পরদুঃখানুভাবকতা, সহিষ্ণুতা, দয়া, মমতা প্রভৃতি যে সকল গুণে মানব-মন ও মানব-হৃদয় স্বর্গীয় ভাব ধারণ করে, তাহা রাজার অট্টালিকা অপেক্ষা দরিদ্রের কুটীরেই অধিকতর বিকাশমান। যে নৃত্যগীত ও আমোদ প্রমোদ লইয়াই সতত ব্যস্ত, তাহার ভাবিবার অবকাশ কই? যে অভাব কাহাকে বলে, কখন অনুভব করে নাই, সে পরের দুঃখে কাতর কিরূপে হইবে? মনে উদিত হইবামাত্র যাহার ইচ্ছা পূরণ হইয়াছে, সহিষ্ণুতাগুণ তাহার পরিপুষ্ট হইবে কি রূপে? দয়ার শান্তিজলে যাহার হৃদয় কখন বিধৌত হয় নাই, সে দয়া প্রকাশ করিতে জানিবে কি রূপে? যে নিরন্তর তোষামোদকারিগণে পরিবেষ্টিত, সে অকৃত্রিম স্নেহ মমতা কখন পায় নাই, সুতরাং স্নেহ মমতা দেখাইবে কিরূপে?

স্বায়ত্ত সুখের প্রাধান্য।

যাহাদিগের সুখ দুঃখ বাহ্য বস্তুর উপরে নির্ভর করে তাহারা কখনই প্রকৃত সুখী নহে। রাজসিংহাসনে বসিয়া ও রাজমুকুট পরিয়াও তাহাদিগের হৃদয় সতত কম্পমান। এই জন্যই ভারতীয় নীতি বাহ্য বস্তুতে অনাস্থা শিক্ষা দিয়াছিল*। এই জন্যই গ্রীক্-নীতি-প্রবর্ত্তয়িতা সক্রেটিস্ উপদেশ দিয়াছিলেন 'যে যে পরিমাণে অভাব সঙ্কোচ করিতে পারিবে, সে সেই পরিমাণে ঈশ্বরত্ব লাভ করিবে'।

প্রকৃতির উপরে জয়লাভ করাই প্রকৃত রাজত্ব। সে রাজত্ব রাজার অদৃষ্টে ঘটে না। কারণ, রাজার অভাব অনন্ত। যে মহাত্মা অভাব সঙ্কোচ করিয়া প্রকৃতির দাসত্ব হইতে উন্মুক্ত হইতে পারেন, তিনিই প্রকৃত রাজা। এ রাজত্বের গৌরব ভারতীয় আর্য্যেরাই বিশেষ বুঝিয়াছিলেন। এই জন্যই আর্য্য তাপসেরা সংসার ছাড়িয়া নিবিড় অরণ্যমধ্যে গিয়া যোগসাধনা করিতেন। তাঁহাদিগের আত্মসংযমে মুগ্ধ হইয়া অনেক নরপতি তাঁহাদিগের চরণে লুণ্ঠিত-শির হইতেন।

আমরা বলিয়াছি, মানুষের সকল অবস্থাই সুখ-দুঃখ-মিশ্রিত। নিরবচ্ছিন্ন সুখ মানুষের অদৃষ্টে নাই। সেইরূপ নিরবচ্ছিন্ন দুঃখও মানুষকে কখন ভোগ করিতে হয় না। যাঁহারা অভাবের প্রসর সঙ্কোচ না করিয়া বরং বাড়াইয়া থাকেন, তাঁহারা যে নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ ভোগ করেন, একথা আমরা বলি না। অভাবের প্রসরবৃদ্ধিই বর্ত্তমান ইউরোপীয়

* "অনাস্থা বাহ্যবস্তুষু।" কুমারসম্ভব।

সভ্যতার ভিত্তিভূমি। প্রাকৃতিক অভাব-মোচনের চেষ্টাতেই শিল্প বিজ্ঞানের আবির্ভাব। বিজ্ঞানবলে মানুষ প্রকৃতির উপরে অন্ত প্রকার প্রভুত্তা লাভ করিয়া থাকেন। বিজ্ঞান মানুষকে অনেক পরিমাণে ঐশী-শক্তি-সম্পন্ন করে। ভারতীয় আর্য্যেরা প্রকৃতির আধিপত্য সহিতে না পারিয়া ক্রোধে প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ দমিত বা নির্ম্মূল করিয়াছিলেন; আধুনিক ইউরোপীয়েরা প্রকৃতিকে দমিত না করিয়া তাহাকে আজ্ঞাধীন দাসী করিয়া রাখিয়াছেন। ভারতীয় আর্য্যেরা প্রকৃতিকে তাঁহাদিগের উন্নতি-পথে কোন অভাব-কণ্টক রোপিত করিতে দিতেন না; আধুনিক ইউরোপীয়েরা তাহাতে আপত্তি না করিয়া প্রকৃতি দ্বারাই সেই কণ্টক উত্তোলিত করিয়া লইতেছেন। দুই অবস্থাতেই সুখ আছে বটে; কিন্তু একে সুখ নিজায়ত্ত—অপরে সুখ প্রকৃতি-সাপেক্ষ। যে সুখ নিজসাপেক্ষ, তাহাই অমূল্য; তাহাই অধিকতর প্রার্থনীয়। সে সুখে ধনীরা সাধারণতঃ বঞ্চিত।

দরিদ্র স্বভাব-সন্ন্যাসী।

সৌভাগ্যে মানুষের অন্তর এত শিথিলিত হয়, যে তাহা কঠোর ধর্ম্ম-পালনে অক্ষম হইয়া পড়ে। একটু সংযম অভ্যাস হইলেই, সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তির যশ দেশ বিদেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু দরিদ্রের সাধনা অতি কঠোর। দরিদ্রের পদে পদে বিপদ্, সুতরাং দরিদ্রের অবিচলিত সহিষ্ণুতা প্রয়োজনীয়। দরিদ্রের সকল বিষয়েই অভাব; সুতরাং অনিবার্য্য অভাবে উপেক্ষা একান্ত শিক্ষণীয়।

দরিদ্র নিজের অভাব বুঝে, সুতরাং পরের দুঃখে তাহার হৃদয় কাঁদিয়া উঠে। দরিদ্র জগতে ভালবাসা পায় না, ভালবাসার অভাবের মর্ম্মন্তুদ যাতনা সে বুঝে, এই জন্ত পরকে ভালবাসিতে শিখে। দরিদ্রকে লোকে ঘৃণা করে, ঘৃণার মর্ম্মন্তুদ প্রহারে তাহার অস্থি চর্ম্ম জর্জ্জরিত; তাই তাহার হৃদয় দুঃখী দেখিলেই কাঁদিয়া উঠে, সহানুভূতির বেগে তাহার অশ্রু মুছাইতে যায়, নিজের অশ্রুজলে তাহার হৃদয়ের যাতনা ক্ষালিত করিতে চেষ্টা করে।

দরিদ্রে ও সন্ন্যাসীতে প্রভেদ অল্প। পর্ণকুটীর বা তরুতল উভয়েরই আবাসস্থল। কৌপীন বা জীর্ণ বসন উভয়েরই পরিধান। স্বচ্ছন্দ-বনজাত শাকাদিই উভয়ের ভক্ষ্য। অনাচ্ছাদিত ভূমিতলই উভয়ের শয্যা। ধূলি বা ভস্ম উভয়ের অঙ্গাভরণ। তবে প্রভেদ এই যে, সন্ন্যাসীর এই অবস্থা স্বেচ্ছাকৃত, দরিদ্রের অবস্থা দৈবনির্দ্দিষ্ট। সন্ন্যাসী ভোগ্য বস্তুর অসারতা ও অনিত্যতা দেখিয়া ভোগাসক্তিতে জলাঞ্জলি দিয়া অতি কঠোর দারিদ্র্যব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু দরিদ্রের দারিদ্র্যব্রতে দীক্ষা স্বেচ্ছাধীন নহে। দীক্ষা স্বেচ্ছাকৃত হউক বা না হউক, ব্রতপালনের ফল উভয়েতে একইরূপ। সহিষ্ণুতা, সংযম, আত্মত্যাগ ও পরদুঃখানুভাবকতা প্রভৃতি যে সকল গুণে মানুষ দেবতা হয়—এই ব্রতপরিপালনে সেই সকল গুণ স্বতঃই দরিদ্রের অভ্যস্ত হয়। সুতরাং দরিদ্র সঙ্কল্প বিনাও সন্ন্যাসী, দীক্ষা ব্যতীতও যোগী। যে দরিদ্র সাধনায় সিদ্ধ, অন্তরের মাহাত্ম্যে সে জগতের পূজনীয়।

দারিদ্র্যে ঘৃণা জাতীয় পতনের মূল।

যে জাতি দরিদ্র দেখিলেই ঘৃণা করে, ধনী দেখিলেই তাহার নিকটে নতশির হয়, সে জাতির অধঃপতন নিশ্চয় আরম্ভ হইয়াছে। যখন রোমের বিজয়দর্পে জগৎ কাঁপিয়াছিল, তখন রোমের ডিক্‌টেটরগণ রাজমুকুট, রাজপরিচ্ছদ তুচ্ছ করিয়া সামান্য কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। যত দিন রোম সংযমী ছিল, যত দিন রোম নিজের দারিদ্র্যে কুণ্ঠিত হইত না, প্রত্যুত গরিমা প্রকাশ করিত, তত দিন রোমের বীরত্বে, রোমের মাহাত্ম্যে জগৎ ঝলসিত হইত! কিন্তু যে অবধি রোম পরের সুবর্ণে মণ্ডিত হইলেন, দারিদ্র্যে লজ্জা বোধ করিলেন, সেই অবধি রোমের বীরত্ব, রোমের মাহাত্ম্য বিলুপ্ত হইল। অমনি রোম দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলেন।

আবার বিংশতি পুরুষ-পরম্পরার দাসত্বে যখন ইতালী জর্জ্জরিত হইল, তখন জাতীয় ভ্রম বুঝিতে পারিয়া গারিবল্ডী, ম্যাট্‌সিনি-প্রমুখ ঋষিপ্রবরগণ দারিদ্র্য-ব্রত গ্রহণ করিলেন। নিজ নিজ বাসনায় জলাঞ্জলি দিয়া তাঁহারা স্বদেশ-উদ্ধার-ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিলেন। ছদ্মবেশে, গুপ্তবেশে, অনাহারে, দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া এই সন্ন্যাসীর দল জাতীয় উদ্ধারের উপকরণ-সামগ্রী সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। জননীর অশ্রুজল, প্রিয়তমার কাতরবচন, শিশুগণের ক্রন্দনও ইহাঁদিগের স্থির-সঙ্কল্প চিত্তকে জাতীয় ব্রত হইতে বিচলিত করিতে পারিল না। যাঁহারা দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়া, সুবর্ণে মণ্ডিত হইয়া,

বিলাসিতার ক্রোড়ে লালিত হইয়া, স্বদেশের দুঃখ ভাবিবার অবসর পান নাই; এবং যাঁহারা, যে সকল সন্ন্যাসী স্বদেশের উদ্ধারব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে 'কপর্দ্দকসম্বলী' 'উন্মাদগ্রস্ত' বলিয়া পরিহাস করিতেন, ইতালীর উদ্ধার তাঁহাদিগের দ্বারা সংসাধিত হয় নাই। যাহারা বেতনের লোভে বিদেশীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে আত্মবিক্রীত হইয়াছিল, যাহারা প্রভুকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত স্বদেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই, এবং যাহারা ছদ্মবেশী আশ্রিত বৈপ্লবিক স্বজাতীয় ভ্রাতৃবৃন্দের রুধিরেও প্রভুর চরণ বিধৌত করিতেও লজ্জা বোধ করে নাই, সেই জাতিকলঙ্ক কুলাঙ্গারগণ দ্বারা ইতালীর অনিষ্ট বই আর ইষ্ট হয় নাই। তাহাদিগ দ্বারা বরং ইতালীর সৌভাগ্যের দিন, স্বাধীনতার দিন দূরবিপ্রকৃষ্ট হইয়াছিল মাত্র। কিন্তু যে চীরধর কপর্দ্দকসম্বলী মনীষিগণ স্বজাতির উদ্ধারব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের অর্দ্ধ শতাব্দীর নিরন্তর যত্নে—অজস্র রক্তমোক্ষণে—ইতালীর অভাবনীয় স্বাধীনতা, বৈপ্লবিকগণের স্বপ্নরাজ্য হইতে প্রকৃত ঘটনায় পরিণত হইল।

বীরবর গ্যারিবল্ডী ইতালীর বৈপ্লবিক সেনার অধিনায়ক হইয়া অষ্ট্রিয়গণকে ইতালী ক্ষেত্র হইতে বিদূরিত করিলেন, কিন্তু স্বহস্তে রাজ্যভার না লইয়া রাজর্ষি ভিক্টর ইমানুয়েলের হস্তে রাজ্য সমর্পণ পূর্ব্বক আপনি নিজ আবাসে গিয়া আবার স্বহস্তে হলচালন আরম্ভ করিলেন। ইচ্ছা হইলে, যিনি স্বয়ং সম্রাট হইতেও পারিতেন, তিনি জাতীয় পেন্‌শন্ পর্য্যন্ত ও প্রত্যাখ্যান করিলেন। এই মহর্ষি-

প্রবর এখন ক্যাপ্রেরা দ্বীপের কুটীরাবাসে স্বহস্তকৃষ্ট কৃষি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন। * বোধ হয়, যেন বিধাতা ইতালীর রক্ষার জন্য তাঁহাকে প্রহরী নিযুক্ত করিয়াছেন। তিনি সেই দ্বীপস্থ কুটীরাবাসে থাকিয়াও ইতালীর চিন্তায় নিরন্তর নিমগ্ন! একদিন ইতালীর সৌভাগ্য-সূর্য্যের মধ্যোদয় কালে—ইতালীর ডিক্‌টেটরগণও এইরূপ মাহাত্ম্য ও আত্মত্যাগ দেখাইয়াছিলেন। দারিদ্র্যব্রত উদযাপনেই ইতালী তিন বার জগতে রাজত্ব করিলেন।

ভারতে দারিদ্র্য-ব্রত-গ্রহণের আবশ্যকতা।

যদি কোন দেশে এখন দারিদ্র্যব্রত-গ্রহণের প্রয়োজন হইয়া থাকে, তাহা এই ভারতে। ভারতে সৌভাগ্য-দিনে পারিলৌকিক সন্ন্যাসিগণের প্রোজ্জ্বল চরিত্র-গৌরবে ভারত উদ্ভাসিত হইয়াছিল; তাঁহাদিগের আত্মত্যাগের মোহিনী শক্তি বলে ভারতীয় রাজবৃন্দও আত্মস্বার্থ জাতীয় স্বার্থে বলি দিতে শিখিতেন। বলা বাহুল্য যে, তখনকার ব্রাহ্মণেরা অনেকেই এই সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিতেন। কৃষকদিগের ধান কাটিয়া লইয়া যাইবার সময়ে যে সকল পক্ক ধান্য স্তম্ভ হইতে ভূতলে খসিয়া পড়িত, তাঁহারা খুঁটিয়া খুঁটিয়া সেই সকল ধান্য আহরণ করিতেন। গৃহপালিত হরিণদিগকে খাওয়াইয়া সেই ধান্যের যাহা অবশিষ্ট থাকিত, তাহাই সিদ্ধ করিয়া তাঁহারা উদর পূরণ করিতেন। ইহারই নাম উঞ্ছবৃত্তি। স্বচ্ছন্দ-বনজাত ফলমূল ও শাকাদিও তাঁহা-

* এ প্রস্তাবের এ অংশটুকু অনেক দিন পূর্ব্বে লেখা হয়। তখন গ্যারিবল্ডী জীবিত ছিলেন।

দিগের খাদ্যের উপকরণ-সামগ্রী ছিল। তাঁহাদিগের প্রেম সর্ব্বজীবে পরিব্যাপ্ত ছিল। সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুকাদি হিংস্র জন্তুরাও সেই প্রেমে মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া থাকিত। তাঁহাদিগের নিঃস্বার্থ বিশ্বপ্রেমের মোহিনী শক্তিবলে তাহারা আপন আপন হিংস্র প্রকৃতি ভুলিয়া যাইত। ঋষিগণের আশ্রমে ব্যাঘ্র হরিণে, ও ভেক সর্পে একত্র জলপান করিত। এ গল্প নয়, কবিকল্পনা নয়, প্রকৃত ইতিহাস। চরিত্র-গৌরবে ও আত্মত্যাগের মোহিনী শক্তিবলে জগৎ করতলস্থ করা যাইতে পারে। যে যোগী এ সাধনায় সিদ্ধ, তাঁহার অসাধ্য কিছুই নাই। ঋষিগণ এই সাধনায় সিদ্ধ ছিলেন বলিয়াই, প্রবল পরাক্রান্ত নরপতিগণও তাঁহাদিগের আদেশ শিরোধার্য্য করিতেন। আত্মোৎসর্গই নেতৃত্বের অদ্বিতীয় উপাদান।

ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম হইতে ঋষিপ্রবর বশিষ্ঠদেব মহারাজ রামচন্দ্রকে বলিয়া পাঠাইলেন, "মহারাজ আপনি নূতন সিংহাসনে আসীন হইয়াছেন। আপনাকে একটী উপদেশ দিই। সেই উপদেশের অনুবর্ত্তন করিলেই আপনি আদর্শ রাজা হইতে পারিবেন। আপনি কদাচ প্রজাদিগের মতের বিরুদ্ধ আচরণ করিবেন না।" মহর্ষির এই গভীর উপ-দেশ রাম ভক্তিভাবে শিরোধার্য্য করিলেন, এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, মহর্ষির এই উপদেশ-পালনে যদি আমাকে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা সীতাকেও পরিত্যাগ করিতে হয়, আমি তাহাতেও পরাঙ্মুখ হইব না। অনতিবিলম্বেই দুর্ম্মুখ আসিয়া সংবাদ দিল—'লোকে রাবণগৃহে বসতি জন্য সীতাদেবীর চরিত্রসম্বন্ধে সন্দিহান ; লঙ্কায় অগ্নিপরীক্ষা

তাহারা বিশ্বাস করে না।' এই সংবাদ শুনিয়া রামচন্দ্র প্রথমে বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের ন্যায় হতচেতন হইয়া পড়িলেন। অচিরকাল মধ্যে সেই রাজসন্ন্যাসীর সুদৃঢ় চিত্ত প্রাকৃতিক বল ধারণ করিল। তিনি এই মাত্র ঋষি বাক্যের উত্তরে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, প্রজাগণের মনস্তুষ্টি বিধানানলে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তরা সীতাকেও আহুতি দিবেন। সে প্রতিজ্ঞা ও সে ঋষিবাক্য কখনই লঙ্ঘন করা হইবে না। ইহাতে হৃতপিণ্ড দেহ হইতে উৎপাটিত হয় হউক, রামের প্রাণ বিয়োগ হয় হউক—তাহাতেও রাম বিচলিত হইবার নহেন। কর্ত্তব্য স্থির হইল। অমনি লক্ষ্মণকে ডাকিয়া আদেশ দিলেন, 'পূর্ণগর্ভা সীতাদেবীকে গঙ্গাতীরে পরিত্যাগ করিয়া আইস।' মনীষীর সে সুদৃঢ় তীব্র আদেশ লঙ্ঘন করিতে লক্ষ্মণেরও সাহস হইল না। সেই ভীষণ ও লোমহর্ষণ আদেশ তৎক্ষণাৎ অনুষ্ঠিত হইল। ঋষির উপদেশ প্রতিপালিত হইল। উপদেশক ও উপদিষ্টের মহিমা জগতে উদ্বোষিত হইল। এরূপ উপদেশ ও এরূপ প্রজাস্বার্থে রাজস্বার্থের বলির উদাহরণ আর কোথায়?

বিশ্বামিত্র।

দারিদ্র্যব্রত বা সন্ন্যাসের মহিমা বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি বিশ্বামিত্র রাজসিংহাসন ও রাজকীয় ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন যে, যিনি উপদেষ্টা হইতে চান, যিনি মানবজাতির পরিচালক হইতে চান

তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে নিজস্বার্থ পরস্বার্থে বলি দিতে হইবে, নিজের ঐশ্বর্য্য পরহিতে ব্যায়িত করিয়া সন্ন্যাসী হইতে হইবে। তাই তিনি নিজের রাজ্য ও রাজসিংহাসন জ্ঞাতি-হস্তে সমর্পণ করিয়া আপনি ঋষিব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঘোরতর তপস্যায় তিনি জগৎ কাঁপাইয়া ছিলেন। তপো-বলে তিনি নূতন জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। রাজা বিশ্বা-মিত্রকে কে চিনিত? কিন্তু রাজর্ষি বিশ্বামিত্র জগতে বিদিত, জগতে পূজিত।

শাক্যসিংহ।

দারিদ্র্যব্রত বা সন্ন্যাসের মহিমা বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই মহর্ষি শাক্যসিংহ রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া ভিখা-রীর বেশ ধারণ কবিয়াছিলেন। লক্ষ্মীরূপিণী প্রেমময়ী ভার্য্যা ও শশাঙ্কপ্রতিম পুত্রের দিকে না তাকাইয়া জগতের দুঃখ মোচনার্থ তিনি গৃহীতব্রত হইয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন, সুখভোগ করিতে হইলে, তাহার অনুরূপ দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। দুঃখ বাদ দিয়া নিরবচ্ছিন্ন সুখ-ভোগ করা কাহারই ভাগ্যে ঘটে নাই, এবং প্রকৃতির শৃঙ্খলানুসারে কখন কাহারও ভাগ্যে ঘটিতে পারে না। জন্মের সঙ্গে মৃত্যু, উদয়ের সঙ্গে অস্ত, ভোগের সঙ্গে পীড়া, প্রণয়ের সঙ্গে বিচ্ছেদ, মৎস্যের সঙ্গে কণ্টকের ন্যায় সুখের সঙ্গে দুঃখ দুষ্পরিহার্য্যরূপে মিশাইয়া আছে। এই জন্য সেই ঘোর যোগী সঙ্কল্প করিলেন সুখ ও দুঃখ উভয়েরই হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইবে। তাঁহার কঠোর সাধনায় মানবজাতি দুষ্পরিহার্য্য প্রাকৃতিক দুঃখ সকল হইতে মুক্তি-

লাভ করিল না বটে, কিন্তু কতকগুলি পরিহার্য্য আত্মকৃত দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইল। মৃত্যু জগৎ হইতে নিরাকৃত হইল না বটে, কিন্তু আত্মসংযম বলে বিদূরে বিক্ষিপ্ত হইল। জগৎ হইতে অকালমৃত্যু উঠিয়া গেল। বৌদ্ধজগতে সকলেই ভাই ভাই, সুতরাং বিষাক্ত শ্রেণী-বিভাগ-জনিত দুঃখ জগৎ হইতে উঠিয়া গেল। কেহ কাহাকে ঘৃণা করে না, কেহ কাহারও বিদ্বেষী নয়, সুতরাং বৌদ্ধজগৎ হইতে বিবাদ বিসংবাদ বিগ্রহাদি উঠিয়া যাইতে লাগিল। শাক্যসিংহের বিশাল হৃদয়ক্ষেত্রের পবিত্র ছবি সমস্ত বৌদ্ধজগতে প্রতিবিম্বিত হইল। তাঁহার চরিত্রের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে সহস্র সহস্র আশ্রমী সংসার ছাড়িয়া আত্ম-সুখ পরসুখে বলি দিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারকপদে ব্রতী হইলেন। তাঁহাদিগের পবিত্র চরিত্রের দৃষ্টান্তে ও জ্বলন্ত-ধর্ম্ম-প্রচারে পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। সেই কপর্দ্দকশূন্য সন্ন্যাসীর দল জগতের মৃত দেহে নবজীবন সঞ্চারিত করিলেন। সে দারিদ্র্য ও সন্ন্যাসে জগৎ মুগ্ধ হইল। এখন বৌদ্ধপ্রচারকগণে সে দারিদ্র্যব্রত ও সন্ন্যাসের অভাব হইতেছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগের প্রভাবও কমিতে আরম্ভ হইয়াছে।

গুরুগোবিন্দ।

ভারতের এই দুর্ভেদ্য সমস্যার প্রকৃত মীমাংসা আধুনিক সময়ে আর এক যোগী করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং আত্মত্যাগ-বলে অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। ঐ যে শিখজাতি দেখিতেছ—রণে অজেয়, দৃঢ়তায় অবি-

চলিত, ভ্রাতৃপ্রেমে বিগলিত, কৃতজ্ঞতাধর্ম্মে বিস্পৃষ্টপ্রাণ— ঐ ভারতগৌরব, ভারতপ্রাণ শিখজাতি সেই যোগিবরের আত্মত্যাগের ও স্বদেশানুরাগের জীবন্ত কীর্ত্তিস্তম্ভ। চিলেন-ওয়ালা সমরক্ষেত্রে যে শিখজাতির অমিততেজে ইংরাজ-বীর্য্যবহ্নি নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছিল, সিপাহি-বিদ্রোহে যে শিখজাতির অপ্রমেয় বীরত্ব বলে ইংরাজজাতি কথঞ্চিৎ প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন, আফ্‌গান্‌যুদ্ধে যে শিখজাতির অদ্ভুত রণনৈপুণ্যে ব্রিটনজাতির মানরক্ষা হইয়াছিল, আর সেদিন যে শিখসেনার অতুল বিক্রমে ইংরাজ-কীর্ত্তিস্তম্ভ মিশর-রণক্ষেত্রে নিখাত হইয়াছিল, সেই প্রকাণ্ড অজেয় শিখসেনা, শিখগুরু গুরুগোবিন্দের গভীর সাধনার ফল-যখন যবন-অত্যাচারে ভারতবক্ষ ক্ষতবিক্ষত হইতেছিল, সেই সময়ে গুরুগোবিন্দের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন, এই হিন্দু-যবন-বিদ্বেষ প্রদমিত না হইলে, উভয় জাতির ধ্বংস অনিবার্য্য। সে চিন্তা তাঁহার হৃদয়কে আলোড়িত করিল। সেই ঋষি সমাধিবলে দেখিলেন, এই অবশ্যম্ভাবী অনিষ্ট নিবারণের একমাত্র উপায় উভয় জাতির মধ্যে অভেদ্য ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন সংস্থাপন। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া তিনি শিখধর্ম্মকে এক নূতন আকার দিলেন। নানকের শিখধর্ম্ম একেশ্বরবাদ ও পরকাল লইয়াই থাকিত, ইহলোকের সহিত তাহার বড় সংস্রব ছিল না। কিন্তু গুরুগোবিন্দ তাঁহার শিখধর্ম্মকে ঐহিক ইষ্টসাধনেই অধিক-তর নিয়োজিত করিলেন। তিনি ঘোষণা করিলেন যে, এ ধর্ম্মে হিন্দু যবন, ব্রাহ্মণ শূদ্র ভেদ নাই। এ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবামাত্র সকলেই ভাই ভাই হইবে, সকলেই এক পরিবার

হইবে। গুরুগোবিন্দ এই নব-প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মে সর্ব্বাগ্রে দীক্ষিত হইলেন। দলে দলে হিন্দু যবন তাঁহার মন্ত্রশিষ্য হইতে লাগিল। তিনি দীক্ষিতগণকে আলিঙ্গন করিয়া ভ্রাতৃ প্রেমে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। নবদীক্ষিতের অন্ন সকলকেই গ্রহণ করিতে হইত। তাহাতে পাছে কাহারও কোন প্রকার অশ্রদ্ধা হয়, এই জন্য তিনি দীক্ষা-দিনে প্রত্যেক নবদীক্ষিতকে অন্ন ব্যঞ্জন রাঁধিয়া তাঁহাকে দিতে বলিতেন। শিষ্য ভক্তিভাবে গুরুকে অন্ন ব্যঞ্জন রাঁধিয়া দিত। গুরু তাহা শ্রদ্ধা পূর্ব্বক ভোজন করিতেন। সুতরাং তাহার অন্নজলগ্রহণে আর কাহারও কোন আপত্তি থাকিত না। শিখজাতির উন্নতি, শিখজাতির সুখ ভিন্ন গুরুগোবিন্দের আর কোন চিন্তা ছিল না। তিনি স্বয়ং নিষ্কাম যোগী ছিলেন। নিজের সুখ, নিজের সম্পত্তি, নিজের সৌভাগ্য কখন তাঁহার চিন্তাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিত না। তিনি শিখজাতির হিতানলে আত্ম-হিতের পূর্ণ আহুতি দিয়াছিলেন। এই জন্যই শিখজাতি তাঁহার নামে আজও মন্ত্রমুগ্ধ। এইজন্যই তাঁহার শিষ্যেরা কোন বিষয়ে তাঁহার অভিপ্রায় কি, জানিতে পারিলেই তৎসাধনে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইত। রণ-স্থলে গুরুগোবিন্দের নামোচ্চারণে তাঁহাদিগের ধমনীতে সহস্রগুণ বলোপচয় হইত। গুরুগোবিন্দের অপূর্ব্ব আত্ম-ত্যাগ ও অপূর্ব্ব ভ্রাতৃ-প্রেমে মুগ্ধ হইয়া অসংখ্য হিন্দু যবন চিরবিদ্বেষ ভুলিয়া এক ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হইতে লাগিল। যে হিন্দু যবন পরস্পরকে দেখিলেই পরস্পর খড়্গহস্ত হইত আজ তাহারা স্পর্শমণির স্পর্শে ভ্রাতৃ-প্রেমে গদ গদ হইয়া

পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতে লাগিল; আজ তাহাদিগের প্রেমপূর্ণ ভাই ভাই গানে জগৎ মুগ্ধ, আজ সেই সমবেত সেনার বিজয়দর্পে দিল্লীর সিংহাসন টলটলায়মান। আজ এই সমবেত নারায়ণী সেনার নিকটে যবনসেনা প্রতিপদে পরাজিত। ভারতে যবনসাম্রাজ্য যায় যায়, এমন সময় এক ঘাতকহস্তে সেই পরম যোগীর মৃত্যু হইল। গুরুগোবিন্দের সমস্ত সঙ্কল্প বৃথা হইল। ভারতে এতদিনে হিন্দু যবন মিশিয়া একটী অরিদুর্দ্দম বিশাল জাতির উৎপত্তি হইত। ভারতের অদৃষ্টে এত দুঃখ ছিল বলিয়াই, অসময়ে গুরুগোবিন্দের মৃত্যু হইল। গুরুগোবিন্দ! আর একবার ভারতে আসিয়া তোমার অনন্ত প্রেমস্রোতে ব্রাহ্মণ-শূদ্র ও হিন্দু-যবন ভেদ ভাসাইয়া দেও। প্রত্যেক ভারতবাসীর শিরায় শিরায় তোমার প্রগাঢ় ভ্রাতৃপ্রেম সঞ্চারিত কর। দেব! আর একবার স্বর্গ ছাড়িয়া ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া সোণার ভারতকে নরক হইতে স্বর্গে লইয়া যাও; আর একবার তোমার আত্মত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে মরণোন্মুখ ভারতকে সঞ্জীবিত কর। বীর সন্ন্যাসীর মূর্ত্তিতে আর একবার ধরায় অবতীর্ণ হইয়া বীরত্ব ও সন্ন্যাস ধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রচার কর। সব যায়, রসাতলে যায়, একবার দেখা দাও। তোমার অতিমানুষ শবসাধনার ফল-স্বরূপ সেই নারায়ণীসেনা এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু তাহাতে তুমি যে ভ্রাতৃপ্রেম ও স্বদেশানুরাগের ভাব সংক্রামিত করিয়াছিলে, তোমার সঙ্গে সঙ্গে তাহা চলিয়া গিয়াছে। তাহাদিগকে যে বীরত্ব সংক্রামিত করিয়া গিয়াছে, সে বীরত্ব এখনও অটুট রহিয়াছে, কিন্তু সে সন্ন্যাস

ও সে আত্মত্যাগ তোমার তিরোধানে বিলুপ্ত হইয়াছে!

* * * * * *

আত্মত্যাগ ও সন্ন্যাসের কি অদ্ভুত মহিমা! এক জন সন্ন্যাসীর আত্মত্যাগে লক্ষ লক্ষ লোক মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া প্রত্যেকে এক এক জন সন্ন্যাসী হইয়াছিল। সে পবিত্র আলোকে এক দিন প্রত্যেক শিখ এক একটী ক্ষুদ্র গুরু-গোবিন্দ সিংহ হইয়াছিল। কিন্তু আজ সে আলোকের প্রতিফলন অভাবে সে সকল গ্রহ উপগ্রহ অনন্ত তিমিরে বিলীন হইয়া গিয়াছে!!

চৈতন্য।

আমরা আর এক জন সন্ন্যাসীর নাম উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারি না। সে পবিত্র নাম এখনও বঙ্গের প্রতি নগরে সঙ্কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের ভীষণ বৈষম্য ভাবে যখন জগৎ দগ্ধ হইতেছিল, যখন নীচ জাতি সকল কুক্কুর বা শৃগালের ন্যায় ব্রাহ্মণদিগের পরিত্যজ্য হইয়াছিল, যখন সমাজের কঠিন শাসনে সমাজবন্ধন কেবল যন্ত্রণার কারণ হইয়া উঠিয়াছিল, যখন স্খলিতপদ রমণীরা বাতাহত-নিরাশ্রয়া লতার ন্যায় ভূমিবিলুণ্ঠিত ও পদদলিত হইতেছিল, যখন শুষ্ক তার্কিকতায় স্নেহ, প্রেম ও ভক্তি প্রভৃতি হৃদয়ের কোমলতর বৃত্তি সকল বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল, সেই সময় চৈতন্য দেবের আবির্ভাব। চৈতন্য দেব স্বয়ং অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার পাণ্ডিত্য নীরস ও হৃদয়ের পরিপুষ্ট-বিরহিত ছিল না। স্বদেশের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় কাঁদিয়া

উঠিল। তিনি দেখিলেন, মানবজাতিগত অস্তিত্বানলে পূর্ণ ব্যক্তিগত অস্তিত্ব আহুতি না দিলে, দেশের মঙ্গল নাই। তিনি দেখিলেন, সেই লক্ষ্য-সাধনের একমাত্র উপায় সন্ন্যাস ও আত্মত্যাগ। আপনাকে ভুলিয়া পরের জন্য ভাবিতে শিখাইতে হইলে, স্বয়ং আত্মবিস্মৃত হইতে হয়। আপনার সুখ আপনার সম্পত্তি জাতীয় সুখ ও জাতীয় সম্পত্তিতে বিলীন করিতে হয়। চৈতন্যের যে চিন্তা, সেই কার্য্য। তিনি মানব সাধারণের সুখ-পুঞ্জ পরিবর্দ্ধনার্থ পারিবারিক আত্মসুখে জলাঞ্জলি দিলেন। লক্ষ লক্ষ অনাথ অনাথিনীর অশ্রুজল মুছাইবার জন্য প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তরা ভার্য্যাকে কাঁদাইলেন। বিশ্বপ্রেমে জগৎ মাতাইবার জন্য স্বয়ং মাতৃপ্রেম-সুধায় বঞ্চিত হইলেন! সেই সন্ন্যাসীর প্রেম-সংকীর্ত্তনে জগৎ মুগ্ধ হইল। নিদাঘের রবিকিরণ-প্রতপ্ত মৃত্তিকায় যেন বারিধারা পতিত হইল! তিনি গাইয়া গাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন, 'আমরা সব ভাই ভাই, আমরা সব ভাই বোন্।' সেই আহ্বানে—সেই প্রেমসংকীর্ত্তনে হিন্দু মুসলমান ও ব্রাহ্মণ শূদ্র একই সাম্যক্ষেত্রে আসিয়া একই গুরুর মন্ত্রশিষ্য হইতে লাগিলেন। খোল করতালের ঝঙ্কারে সমস্ত ভারতবর্ষ আলোড়িত হইল। গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, সংকীর্ত্তন হইতে লাগিল, 'আমরা সব এক পিতার সন্তান, আমরা সব ভাই ভাই, আমরা সব ভাই বোন্।' প্রেম ও ভক্তিস্রোতে ভারত প্লাবিত হইল। সেই পরম যোগীর অদ্ভুত আত্মত্যাগের মহিমায় অসংখ্য বৈষ্ণব বৈরাগ্যাশ্রম গ্রহণ করিলেন। প্রচারকের দলে ক্রমে ভারত ভাসিয়া

গেল। কি আশ্চর্য্য! আজ যে কোন বিষয়ের প্রচারের জন্য দশ জন লোক জুটায়, কাহার সাধ্য? কিন্তু সেই সময়ে চৈতন্যের চরিত্র-মহিমায় সহস্র সহস্র লোক সংসার-সুখে জলাঞ্জলি দিয়া আপনা হইতে প্রচারকার্য্যে ব্রতী হইতে লাগিলেন। আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তের কি অদ্ভুত মহিমা! চৈতন্যের প্রেমসঙ্গীত আজও গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে সংকীর্ত্তিত হইতেছে। আজও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে প্রচারকের সংখ্যার অপ্রতুল নাই বটে, কিন্তু তাহারা চৈতন্যের মহৎ লক্ষ্য হারাইয়া এখন কেবল প্রচারকের পরিচ্ছদ পরিয়া বেড়াইতেছে মাত্র। তাহারা এখনও মহৎ ভাব-ব্যঞ্জক প্রেমগান সকল গাইয়া বেড়াইতেছে বটে, কিন্তু তাহা নিজের স্বার্থ সাধনের জন্য, বিশ্ব-প্রেমের প্রচারের জন্য নহে। এখনও তাহারা প্রেমগান গাইতে গাইতে নৃত্য করিয়া থাকে সত্য, কিন্তু তাহা অনিবার্য্য হৃদয়োচ্ছ্বাসে নহে, দানের পরিমাণ বাড়াইবার জন্য হৃদয়োচ্ছ্বাসের অভিনয়ে। চৈতন্যের বৈরাগ্য আত্মসুখে ও আত্মস্বার্থে বলি দিয়াছিল, কিন্তু আধুনিক বৈষ্ণবপ্রচারকগণের বৈরাগ্য আত্মসুখ ও আত্মস্বার্থ সিদ্ধির অদ্বিতীয় সাধন-স্বরূপ হইয়াছে। সেই জন্যই পূর্ব্বে বৈরাগীর এত সম্মান ছিল; কিন্তু বৈরাগীরা সেই মহৎ ব্রত হইতে স্খলিত হইয়াছে বলিয়াই আজ লোকের এত ঘৃণাপাত্র হইয়াছে।

* * *

ওয়ালেস্।

চল একবার ইউরোপখণ্ডে যাই। সেখানে অনেকগুলি সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইব। একবার সেই পবিত্রমূর্ত্তি-গুলি

দেখিয়া আসি। কল্পনাবলে চল, একবার ত্রয়োদশ শতাব্দীর স্কটলণ্ডে যাই। ঐ দেখ দ্বাদশ জন রাজা স্কট্‌লণ্ডের মুকুট লইয়া পরস্পর—আত্মঘাতী হইতেছেন। ইংলণ্ডেশ্বর প্রথম এড্‌ওয়ার্ড মীমাংসকরূপে আহূত হইয়া তথায় কৌশলে আপনার আধিপত্য স্থাপন করিতেছেন। ঐ দেখ, ওয়ালেস্ প্রভৃতি কতিপয় যুবক ইংলণ্ডের আধিপত্যের প্রতিবাদ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। সেই বীরমণ্ডলী মহান্‌ভাবে উদ্দীপিত হইয়া আপনাদিগের ধনসম্পত্তি ও পদমর্য্যাদা বিসর্জ্জন দিয়া বনে বনে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে, লুকাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অনাহারে, অনিদ্রায়—দিন, মাস, বৎসর কাটিয়া যাইতে লাগিল, তথাপি সে তেজ, দমিত হইল না, সে প্রতিজ্ঞা বিচলিত হইল না। প্রতিজ্ঞা—যে হয় স্কট্‌লণ্ডের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করিবেন, নয় সে যজ্ঞে আত্মবলি প্রদান করিবেন। ওয়ালেস্, বর্ড গ্রেহাম, কার্লাইল প্রভৃতি সন্ন্যাসিগণের অদ্ভুত আত্মত্যাগে ও অলৌকিক স্বদেশানুরাগে মুগ্ধ হইয়া ক্রমে অসংখ্য স্কচ্—ওয়ালেসের পতাকামূলে আসিয়া দাঁড়াইল। এ দিকে ইংরাজ-সেনার অত্যাচারে স্কটলণ্ড বক্ষ ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল। লুণ্ঠন ও সতীত্বনাশের সংবাদে চতুর্দ্দিকে হাহাকার রব উঠিল। দুর্ব্বৃত্ত সৈনিকগণের নামে নালিশ করিতে গেলে, সেনাপতি বাদীকে ফাঁসিকাষ্ঠে লট্‌কাইয়া দেন। সুতরাং কেহ নালিশ করে না, মরমে মরিয়া সমস্ত সহ্য করে। চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার, অকারণ হত-পতি-বিয়োগ-বিধুরা নববিধবার ক্রন্দন, অপহৃত-সতীত্ব সতীর আর্ত্তনাদ ও লুণ্ঠিত-সর্ব্বস্ব কৃষকের দীর্ঘশ্বাসে স্কট্‌লণ্ডের আকাশ বিদীর্ণ

হইতে লাগিল। কৃষকে আর চাষ করিতে চায় না, কারণ তাহার বিশ্বাস নাই যে তাহার পরিপক্ক শস্য ইংরাজ সৈনিক বলপূর্ব্বক লইয়া যাইবে না। গৃহিণীরা আর কাট্‌না কাটে না, কারণ তাহারা জানিত যে তাহাদিগের যত্নে কাটা সুতা ইংরাজ লুটেরারা আসিয়া লুট করিয়া লইয়া যাইবে। স্কট্‌লণ্ডের প্রশস্ত গভীর ও সুন্দর হ্রদে রজত মীন ধরিবার জন্য জেলেরা আর জাল ফেলিতে চাহে না, কারণ তাহারা জানিত ইংরাজ দস্যু কোথায় লুকাইয়া আছে, শিকার হস্তগত হইবামাত্র তাহারা আসিয়া কাড়িয়া লইবে।

'ভগবন্! স্কটলণ্ডের অদৃষ্টে এরূপ দুঃখ আর কত-কাল রাখিবে? স্কটলণ্ডের সৌভাগ্যরবি চিরদিনের জন্য কি অস্তমিত হইল? আর কি ইহা কখন স্কটিশগগণে উদিত হইবে না? স্কট্‌লণ্ডের উজ্জ্বল আশাতারা কি অনন্ত কালসাগরে চিরদিনের মত বিলীন হইল? স্কটলণ্ডের স্বাধীনতা-কমলিনী মৃত কি নিদ্রিত? না মরেন নাই— ঐ দেখ তিনি নিমীলিত নেত্রে নিদ্রা যাইতেছেন। আবার দেখ—ঐ নীল কমল দুটী সৌভাগ্যসূর্য্যের পুনরু-দয়ে একটু করিয়া প্রস্ফুটিত হইতেছে। ঐ দেখ কম-লিনী পূর্ণ প্রস্ফুটিত নেত্রে উঠিলেন! একি স্বপ্ন না মায়া? এত যে ইংরাজ সৈন্য ছিল কোথায় গেল? ঐ যে তাহারা স্কটিশ বর্শাধারিগণের সম্মুখে বায়ুর সম্মুখে তৃষের ন্যায় উড়িয়া যাইতেছে!'—স্কটিশবীর সন্ন্যাসিগণ কল্পনা-বলে ভাবী সময়ের এইরূপ উজ্জ্বল ছবি দেখিতে পাইলেন।

প্রাতঃসূর্য্যের সুবর্ণময় কিরণ-মালায় সমুদ্ভাসিত আয়ার নদীর তীরে চিন্তামগ্ন ভাবে পাদচার করিয়া বেড়াইতেছেন উনি কে? বিধাতা যাঁহাকে সুন্দর বুদ্ধিশালী পদ্মপত্রনিভ মুখকান্তি দিয়াছেন উনি কে? যাঁহার চক্ষু হইতে প্রতিভা ও অগ্নি বাহির হইতেছে উনি কে? ক্রোধে যাঁহার ওষ্ঠাধর বিকম্পিত হইতেছে উনি কে? ঐ আজানুলম্বিতবাহু বিশালবক্ষ বৃষস্কন্ধ মহাপুরুষ কে? বিলম্বিনী অরাল কেশরাজি যাঁহার গ্রীবার উপর গৌরবে ক্রীড়া করিতেছে উনি কে? যাঁহার কটিবদ্ধ অসি ঝক্‌মক্ করিয়া বার বার ধরাতল চুম্বন করিতেছে ঐ বীরপুরুষ কে? যিনি সম্পত্তি থাকিতেও সর্ব্বত্যাগী, স্বদেশের উদ্ধারসাধনরূপ এক মহামন্ত্রে দীক্ষিত, ঐ বীর সন্ন্যাসী কে? ইনিই সেই স্কট্‌লণ্ডের উদ্ধার-কর্ত্তা ওয়ালেস্। যাঁহার প্রচণ্ড খড়্গাঘাতে অসংখ্য ইংরাজ বীরপুরুষ শমন-সদনে প্রেরিত হইয়াছিলেন, ইনিই সেই স্কটলণ্ড-রবি ওয়ালেস্। যাঁহার উদ্দীপনাপূর্ণ বাক্যে অসংখ্য অবদানপরম্পরা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, ইনিই সেই স্কট-সঞ্জীবন ওয়ালেস্। যাঁহার প্রতাপে ইংলণ্ডেশ্বর দৃপ্ত এডওয়ার্ডও কম্পিত-কলেবর হইয়াছিলেন, ইনিই সেই স্কটিশ্-সিংহ ওয়ালেস্। যাঁহার বিজয়িনী সেনা ইংলণ্ড-ভূমিকে অগ্নিময় করিয়া তুলিয়াছিল, ইনিই সেই স্কটবীরকেশরী ওয়ালেস্। যাঁহার চরণতলে পড়িয়া একদিন ইংলণ্ডেশ্বর-এডওয়ার্ডের মহিষীও সন্ধি ভিক্ষা করিয়াছিলেন, ইনিই সেই স্কটলণ্ড-গৌরব ওয়ালেস্। বলিয়া দিতে হইবে না যে, ইনি চিন্তামগ্ন মনে মাতৃভূমির বর্ত্তমান দুর্দ্দশা ও অতীত গৌরবের বিষয় ভাবিতেছিলেন।

এই স্বাধীনতা-সময়ে ওয়ালেস্‌ পিতা, মাতা, ভ্রাতা অবশেষে প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তরা ভার্য্যা, একে একে সমস্ত হারাইয়াছিলেন। তথাপি সে সন্ন্যাসীর অন্তরের আগুণ না নিভিয়া বরং অধিকতর উদ্দীপিত হইয়াছিল। ইংরাজ-দস্যুদিগকে বিদূরিত করিয়া স্কটলণ্ডকে স্বাধীন করিবেন—এই সর্ব্বগ্রাসিনী চিন্তা তাঁহার একমাত্র সহচরী ছিল। শয়নে স্বপনে, অশনে উপবেশনে—এ চিন্তা একবারও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিত না, তাঁহার কপর্দ্দক মাত্র সম্বল ছিল না, অথচ তিনি না ডাকিতেও কত সহস্র লোক আসিয়া তাঁহার পতাকামূলে দাঁড়াইত। তিনি দৈবশক্তি-সম্পন্ন ছিলেন, এবং সেই শক্তি নিজ সৈন্যে সংক্রামিত করিতে পারিতেন। এইজন্য তাঁহার সৈন্যেরা বার বার দশগুণ ইংরাজসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া বিজয় লাভ করিয়াছিল। এই জন্যই অসংখ্য দুর্গ সহজেই তাঁহার করতলস্থ হইয়াছিল। ষ্টার্লিং সমরক্ষেত্র তাঁহার অতি-মানুষ বীরত্বের পরিচয়-স্থল। এই যুদ্ধে তিনি দশমাংশ সৈন্য লইয়া দশগুণ ইংরাজসৈন্যের সম্মুখীন হন। কথিত আছে, এই যুদ্ধে চল্লিশ সহস্র ইংরাজ হত হন, এবং বিজয়-লক্ষ্মী সম্পূর্ণরূপে ওয়ালেসের করতলস্থ হন। স্কটিশদুর্গে জাতীয় পতাকা উড্ডীন করিয়া ওয়ালেস্‌ সেই বিজয়িনী সেনা লইয়া মত্ত হস্তীর ন্যায় ইংলণ্ড আলোড়িত করিয়া বেড়ান। কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী অধিক দিন তাঁহার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য এড্‌ওয়ার্ড অগণ্য সৈন্য সহ অচিরকালমধ্যে স্কটলণ্ডের সিংহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এড্‌ওয়ার্ড জানি-

তেন, ওয়ালেসের সেনা রণে অজেয়। এইজন্য তিনি স্কটিশ শিবিরে ভেদ উৎপাদন করিয়া দিলেন। দলপতিগণের মধ্যে সৈনাপত্য লইয়া ঘোরতর বিবাদ বাধিয়া উঠিল। অন্তর্বিচ্ছেদের বিষময় ফল ফলিল। ফল্কার্ক-কুরুক্ষেত্রে স্কটিশ পৃথুরাজ ইংরাজদিগের হস্তে পতিত হইলেন। স্কটলণ্ডের স্বাধীনতাসূর্য্য আবার অস্তমিত হইল। নিষ্ঠুর ইংরাজ সেই দেবদুর্ল্লভ দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত করিল। তাঁহার মস্তক লইয়া ইংরাজেরা লণ্ডন সেতুর উপর বসাইয়া রাখিল। এইবার ওয়ালেস্ মাতৃভূমির চরণে পূর্ণ আত্মবলি দিলেন। যেমন যোগিবর খ্রীষ্ট মানবজাতির পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য নিজ দেহ বলি দিয়াছিলেন, সেইরূপ ওয়ালেস্, স্কটিশ-জাতীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য নিজ দেহ উৎসর্গ করিলেন। অমনি স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইল। অমনি দেব যক্ষ কিন্নর সমস্বরে গাইয়া উঠিলেন, 'ধন্য ওয়ালেস্! ধন্য স্কটলণ্ড—ওয়ালেস-জননী!' জগতে প্রতিধ্বনি উঠিল—'ধন্য ওয়ালেস্! ধন্য স্কটলণ্ড—ওয়ালেস্-জননী!' সে রক্তে ইংলণ্ডের বক্ষ পুড়িয়া ছারখার হইল। এই বীরহত্যা মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত ইংরাজকে ব্যান্কবরন্ সমরক্ষেত্রে করিতে হইল। সংবাদ দিবার জন্য সেই একলক্ষ সেনার অল্পই স্বদেশে ফিরিয়া আসিল। ধন্য ওয়ালেস্! ধন্য তোমার স্বদেশানুরাগ! তুমি মরিয়াও স্বদেশের উদ্ধার সাধন করিলে! তুমি অমর; তাহা না হইলে এতদিন পরে সুদূর অনুগাঙ্গ প্রদেশে আর্য্য-যুবক আজ তোমার নাম সঙ্কীর্ত্তন করে কেন? তাহা না হইলে আজ তোমার

নাম মাত্র উচ্চারণে আর্য্যযুবকের শিরায় শিরায় তাড়িত-বেগে শোণিতস্রোত প্রবাহিত হয় কেন?

উইলিয়ম টেল্।

যে সময়ে স্কটলণ্ডে ওয়ালেস্ জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলেন, সেই সময় সুইজর্লণ্ডে আর একজন রাজনৈতিক সন্ন্যাসী অষ্ট্রিয়ার সহিত স্বাধীনতা-সমরে নিযুক্ত হন। সকলেই জানেন ইহাঁর নাম টেল। ইহাঁর অদ্ভুত কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা করিলে, ইহাঁকে বাস্তব মনুষ্য বলিয়া বোধ হয় না; যেন কবির কল্পনা-বিজৃম্ভিত বলিয়া প্রতীতি জন্মে। কিন্তু তিনি বাস্তবিকই মানব—অথবা মানব-রূপী দেবতা ছিলেন। বস্তুতঃ হৃদয়ের বিশালতা, ইচ্ছার অলঙ্ঘ্যতা, লক্ষ্যের অচঞ্চলতা, এবং স্বজাতি-প্রেম ও স্বদেশানুরাগের গভীরতায় তিনি দেবোপম ছিলেন। তিনি স্বদেশের মঙ্গলসাধনের জন্য মৃত্যুতে—অথবা তদপেক্ষায় ভয়ানক যদি কিছু থাকে তাহাতেও—ঝাঁপ দিতে একবারও ভাবিতেন না। তাঁহার হৃদয়ে ভয় ছিল না। তিনি বিক্রমে কেশরী ছিলেন।

যখন চতুর্দ্দিকে অন্ধকার, যখন চতুর্দ্দিকে অত্যাচার, যখন সমস্ত সুইজর্লণ্ড অষ্ট্রিয়ার শৃঙ্খলভরে বসিয়া পড়িতে-ছিল, সেই সময় এই রণ-বীর সুইসক্ষেত্রে জাতীয় অধি-নায়ক-রূপে আবির্ভূত হন। তাঁহার দেহ হইতে তেজঃপুঞ্জ নির্গত হইত দেখিয়া লোকে মনে করিত যে, বিজয়-লক্ষ্মী

---

* ওয়ালেসের বিস্তৃত জীবনী স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইতেছে।

তেজঃপুঞ্জচ্ছলে যেন তাঁহাকে কঞ্চুক বেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছেন।

এই রণবীর যদিও সামান্য কৃষকের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার আত্মা অতি মহান্ ছিল। তিনি শত্রুহস্তে আত্ম-সমর্পণ করা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ মনে করিতেন। একদিন এক কৃষক লাঙল চষিতে ছিল। এমন সময়ে অষ্ট্রিয়রাজ-প্রতিনিধির ভৃত্য অকারণে আসিয়া সেই হলবাহী বলদদ্বয়কে খুলিয়া লইল, বলিল 'এ কাজের জন্য দুইজন সুইস নিযুক্ত করিলে ভাল হয়, কারণ তাহারা ভারবহন করিবার জন্যই জন্মিয়াছে'। কৃষকের ইহা দুর্ব্বিষহ হইল, সে তৎক্ষণাৎ তাহার হস্ত-স্থিত লগুড় দ্বারা তাহাকে ভূপাতিত করিল। মারিয়াই, সে ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিল। ক্রোধোন্মত্ত অষ্ট্রিয়গণ তাহাকে না পাইয়া তাহার বৃদ্ধ পিতাকে গিয়া ধরিল। বৃদ্ধের যাহা কিছু ছিল সমস্ত রাজকোষভুক্ত করিয়া অবশেষে পিশাচেরা তাহার চক্ষু দুটী উৎপাটিত করিল। যষ্টি হস্তে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করা ভিন্ন অন্ধের আর কোন উপায় রহিল না। এই প্রকার অসহ্য অত্যাচারে সমস্ত সুইজর্লণ্ডবাসী ক্ষেপিয়া উঠিলেন। তাঁহারা দলে দলে আসিয়া এক জায়গায় জমা হইতে লাগিলেন। সকলেই একবাক্যে বীরকেশরী উইলিয়ম্ টেলকে জাতীয় সেনার অধিনায়ক নিযুক্ত করিলেন। জাতীয় দলের অনেকগুলি গুপ্ত অধিবেশন হইল। পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস-রক্ষা ও মন্ত্রগুপ্তির জন্য পরস্পরের সমীপে পরস্পর শপথ গ্রহণ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। সাধারণ অভ্যুত্থানের জন্য একটী দিন স্থির হইল। সকলেই উৎসুক

মনে সেই দিনের প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমন সময় একটী দুর্ঘটনায় সব উল্টাইয়া গেল। গবর্ণর আলটর্ফ নগরের বাজারে একটী গাছের উপর তাঁহার টুপি রাখিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, 'সুইজর্লণ্ডের সমস্ত লোককে এই টুপির নিকট নতজানু ও অনাবৃত-মস্তক হইতে হইবে। গবর্ণরের প্রতি তাহারা যে সম্মান করিতে বাধ্য, তাহাদিগকে ঐ টুপির প্রতিও সেই সম্মান প্রদর্শন করিতে হইবে'। উইলিয়ম টেল এই আদেশ প্রতিপালনে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকৃত হইলেন। অষ্ট্রিয় পুলিস তাঁহাকে ধরিয়া গবর্ণরের নিকট লইয়া গেল। গবর্ণর স্বাভাবিক নিষ্ঠুরতার বশবর্ত্তী হইয়া আদেশ করিলেন যে, টেলকে নিজ পুত্রের মস্তকে একটী আপল ফল রাখিয়া শরবিদ্ধ করিতে হইবে। ধনুর্ব্বিদ্যায় টেলের সবিশেষ পারদর্শিতা ছিল, সুতরাং তিনি নির্ভয়ে শরসন্ধান করিলেন। আপল বিদ্ধ হইল, কিন্তু পুত্রের মস্তকে বিন্দুমাত্রও আঘাত লাগিল না। সকলেই মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া এই অদ্ভুত ঘটনা দেখিল। সুইজর্লণ্ডের লোকে এই ঘটনার স্মরণার্থ যে স্মৃতি-স্তম্ভ নির্ম্মিত করে, অদ্যাপি তাহা বিদ্যমান রহিয়াছে।

আপল বিদ্ধ হইলে টেল আর একটী শর লুকাইলেন। গবর্ণর তাহা দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি জন্য ঐ দ্বিতীয় শর আনিয়াছিলে?" টেল উত্তর করিলেন যে, "যদি প্রথম শর আপল ভেদ না করিয়া পুত্রের মস্তক স্পর্শ করিত, তাহা হইলে ঐ দ্বিতীয় শরে তোমায় শমন-সদনে প্রেরণ করিতাম"। এই বাক্যে গবর্ণর ক্রোধে অধীর হইয়া টেলকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া নিজের নৌকায় লইয়া

যাইতে আদেশ করিলেন, এবং নিজেও তাহাতে আরোহণ করিলেন। ইচ্ছা ছিল, কুচনাচ দুর্গের কারাগারে তাঁহাকে ফেলিয়া আসিবেন; কিন্তু তাহা ঘটিল না। জলপথে হঠাৎ ঝড় উঠিল। গবর্ণর জানিতেন, টেল নৌচালনে বিশেষ দক্ষ, এই জন্য তাঁহাকে শৃঙ্খল-মুক্ত করিতে আদেশ দিলেন। টেল শৃঙ্খলমুক্ত হইয়া অতিবেগে দাঁড় ফেলিয়া তরঙ্গমালা কাটিতে কাটিতে উপকূলাভিমুখে উপস্থিত হইলেন। দূর হইতেই সেই বিরাট পুরুষ এক লম্ফে তীরে পতিত হইলেন। গবর্ণর, তদীয় অষ্ট্রিয় অনুচরগণ সহ অতল জলে নিমগ্ন হইলেন। এদিকে সেই মহাপুরুষের পুনরাবির্ভাবে সকল ক্যাণ্টনই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। অষ্ট্রিয় সেনা পরাস্ত হইল, এবং সুইস্ দুর্গোপরি আবার জাতীয় পতাকা সগর্ব্বে উড্ডীন হইল। উইলিয়ম্ টেলের অদ্ভুত অবদানপরম্পরা জানেন না বোধ হয় এমন ইতিহাস-পাঠক কেহ নাই। সুইজর্লণ্ডের প্রতি ক্যাণ্টনে উইলিয়ম্ টেলের কীর্ত্তিস্তম্ভ নিখাত আছে; এবং সেই পার্ব্বত্য প্রদেশের প্রতি অধিবাসীর হৃদয়মন্দিরে তাঁহার স্মৃতি অদ্যাপি অতি যত্নে ও ভক্তিভাবে পরিরক্ষিত ও পরিপূজিত হইয়া থাকে। ধন্য বীর! ধন্য তোমার স্বদেশানুরাগ!

জন্ হ্যাম্‌ডেন্।

পাঠক, চল একবার শ্বেতদ্বীপে যাই। স্বাধীনতার আবাসভূমি ইংলণ্ডে কোন বীর সন্ন্যাসী জন্মিয়াছিলেন কি না, চল গিয়া সংবাদ লই। এই যে সম্মুখে এক পাষাণময়ী প্রতিমা রহিয়াছে, এ কোন্ দেবতার প্রতিকৃতি? কে যেন

উত্তর দিল "এ দেবমূর্ত্তি নয়, নররূপী দেবতা জন্ হ্যাম্‌ডেনের প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি। ঐ দেখ পাদপীঠ-বক্ষে কি খোদিত রহিয়াছে!" একবার পড়িয়া দেখি। ইহা তাঁহার জীবনের ইতিহাস। যাহা লিখিত আছে তাহার মর্ম্ম ও তৎসমালোচনা নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ—

১৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দে এই মহাপুরুষ লণ্ডন নগরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। যখন প্রথম চার্লসের দুর্ব্বিষহ অত্যাচারে গ্রেট ব্রিটন আলোড়িত হইতেছিল, যখন কেহই সাহস করিয়া তাঁহার কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে সাহসী হন নাই, সেই সময় এই রাজনৈতিক সন্ন্যাসী জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইলেন। চার্লস অবৈধরূপে সকলের নিকট হইতে টাকা ধার করিতে লাগিলেন। সকলেই অবনত মস্তকে তাহা প্রদান করিতে লাগিল। কিন্তু হ্যাম্‌ডেন্ প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি প্রাণ থাকিতে টাকা ধার দিবেন না। ইনি তৎকালে হাউস্ অব কমন্সের একজন প্রতিভাশালী মেম্বর ছিলেন। ইনি চার্লসকে দেখাইয়া দিলেন যে, প্রজার নিকট ঐরূপে টাকা ধার করা ম্যাগ্‌না চার্টার বিরুদ্ধ। ইহাতে চার্লসের রাগের আর সীমা রহিল না। 'এত বড় স্পর্দ্ধা যে, সামান্য প্রজা হইয়া রাজার কার্য্যের প্রতিবাদ করে! রাজার সম্মুখে ম্যাগ্‌নাচার্টা আনিয়া তাঁহার গতি-রোধ করিতে চেষ্টা করে! এরূপ দুরাচারের—তাদৃশ পাপের—প্রায়শ্চিত্তের একমাত্র স্থান কারাগার'। এই বলিয়া তিনি হ্যাম্‌ডেন্‌কে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিলেন। হ্যাম্‌ডেন্ কিছুকাল কারাগারে রহিলেন। কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধে

কোন প্রমাণ না থাকায়, অগত্যা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে হইল।

স্বাধীনতা!—এ শব্দ হ্যাম্‌ডেনের শ্রবণে অতি মধুর। বহুমূল্য হীরক অপেক্ষা ইহা তাঁহার নিকট অধিকতর মূল্যবান্। কিন্তু তিনি নিজের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার জন্য তত ব্যাকুল ছিলেন না। জাতীয় স্বাধীনতা—ধর্ম্ম, নীতি, রাজনীতি, সমাজ বিষয়ে জাতীয় মত-স্বাতন্ত্র্য—ইহারই জন্য তাঁহার হৃদয়ের অনিয়ন্ত্রিত আকাঙ্ক্ষা। তিনি ইহারই রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতে, এবং প্রয়োজন হইলে সে যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেও প্রস্তুত ছিলেন।

দুর্ভাগ্য চার্লস এ অন্তর্নিগূহিত বিশ্বব্যাপী জাতীয় ভাব বুঝিতে পারিলেন না; না বুঝিয়া অন্ধের ন্যায় সেই জাতীয় ভাবস্রোতের প্রতিকূলে দাঁড়াইলেন; ভাবিলেন না যে, এক শতাব্দী পূর্ব্বে অষ্টম হেন্‌রী যাহা করিতে পারিয়াছিলেন, এক শতাব্দী পরে এখন তিনি তাহা করিতে গেলে বিফলপ্রযত্ন হইবেন; ভাবিলেন না যে, রাজ্যসাগরে তরঙ্গ উঠিলে, রাজকীয় তরি তরঙ্গের প্রতিকূলে চালাইলে তাহা নিশ্চয় ডুবিবে; ভাবিলেন না যে, এ সময় কমন্‌সগণের সঙ্গে মিট না করিলে, তাঁহার আর রাজ্যরক্ষার উপায়ান্তর নাই। এই সকল অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া চার্লস উন্মত্তের ন্যায় নিজ পথে চলিলেন। এই সময় তাঁহার সম্মুখীন হইয়া একথা বলে, হ্যাম্‌ডেন ভিন্ন, এমন বীরসন্ন্যাসী ইংলণ্ডে আর ছিলেন না। হ্যাম্‌ডেনের চক্ষু দিয়া যেন রক্ত বাহির হইতে লাগিল। তাঁহার ললাট চিন্তায় আকুঞ্চিত হইল। তাঁহার অপ্রতিহত দৃষ্টি ভবিষ্য

গগনে একখানি কাল মেঘ দেখিতে পাইল। তিনি দেখিলেন চার্লস এই উন্মত্ত-গতি হইতে যদি নিবৃত্ত না হন, প্রজার সহিত তাঁহার সংঘর্ষ অনিবার্য্য; দেখিয়া তিনি স্পষ্টাক্ষরে চার্লসকে তাঁহার কার্য্যের দায়িত্ব বুঝাইয়া দিলেন; বলিলেন, চার্লস যেরূপ কার্য্য করিতেছেন তাহা ম্যাগ্‌নাচার্টার সম্পূর্ণ প্রতিকূলে। যদিও হ্যাম্‌ডেন্‌ জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য রাজশরীরে অস্ত্র প্রহার করিতেও সঙ্কুচিত ছিলেন না, তথাপি সেই ভাবী অমঙ্গল ভাবিয়া তাঁহার হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল। উভয়দিক্‌ যাহাতে রক্ষা হয় সেই জন্য সেই যোগী ঈশ্বরের নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করিলেন "ঈশ্বর! তুমি আমার জন্মভূমিকে রক্তপাত হইতে রক্ষা কর; আমাদের রাজাকে তাঁহার ভ্রম দেখাইয়া দেও; তাঁহার মন্ত্রিগণের হৃদয়কে সেই ভ্রান্ত পথ হইতে ফিরাইয়া আন।" তাঁহার এই প্রার্থনা ঈশ্বর পূর্ণ করিলেন না। কিন্তু এই প্রার্থনায় তাঁহার চরিত্রের পবিত্রতা ও লক্ষ্যের নির্ম্মলতা সুস্পষ্টরূপে পরিব্যক্ত হইল। বস্তুতঃ রাজতান্ত্রিকদলও তাঁহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে সাহস করেন নাই। বিনীত, সদানন্দ, সাহসী, একাগ্রচিত্ত, বাগ্মী, ও উদার-চরিত হ্যাম্‌ডেন্‌ সকল দলেরই পূজিত ছিলেন।

রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে হইবে ভাবিয়া, হ্যাম্‌ডেন নিরতিশয় কাতর হইলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলেন, ইহা অনিবার্য্য। তিনি দেখিলেন, জাতীয় স্বাধীনতা অক্ষত রাখিতে হইলে, রাজবলি অপরিহার্য্য।

এদিকে রাজার টাকার একান্ত অভাব হইয়া পড়িল। ধনাগার শূন্য, অথচ পার্লেমেণ্ট টাকা দিতে অস্বীকৃত। ইহাতে রাজা ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। পূর্ব্বকালে যখন দিনেমারেরা ইংলণ্ডের উপকূলে আসিয়া লুটপাট করিয়া লইয়া যাইত, সেই সময় ইংলণ্ডেশ্বর উপকূলবাসী প্রজাবৃন্দকে কয়েকখানি রণতরি সুসজ্জিত করিয়া দিতে বাধ্য করিতেন। তাহারা রণতরির বিনিময়ে কিছু কিছু করিয়া কর দিত। ইহাকে "সিপ্‌মনি" বা জাহাজ-কর বলিত। যতদিন দিনেমারদিগের উৎপাত থাকিত, ততদিনই এই কর আদায় করা হইত। এ নৈমিত্তিক করে রাজার সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা ছিল। তিনি পার্লেমেণ্টের অনুমতি না লইয়া এই কর স্থাপন করিতে পারিতেন, এবং আপন ইচ্ছামত সে টাকা ব্যয় করিতেন। তাঁহাকে এ টাকার জন্য কাহারও নিকট জবাবদিহি করিতে হইত না। ১৬২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২০ এ অক্টোবর লণ্ডনের অধিবাসিবৃন্দের উপর হঠাৎ রাজনামাঙ্কিত এক পরওয়ানা বাহির হইল যে, ১লা নবেম্বরের মধ্যে তাঁহাদিগকে সর্ব্বোপকরণ-সম্পন্ন সাত খানি রণতরি, লোকজনের ছয়মাসের বেতন সহ রাজার হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে। নগরবাসিরা একবাক্যে ইহার প্রতিবাদ করিলেন। কিন্তু কে সে প্রতিবাদ শুনে? রাজা বধিরের ন্যায় এই জাতীয় আপত্তি ও জাতীয় প্রতিবাদ কর্ণেও স্থান দিলেন না। নির্দ্দিষ্ট সময়ে জাহাজ ও টাকা তাঁহার চাই-ই। এইরূপ পরওয়ানা উপকূলবাসী ও মধ্য প্রদেশবাসী সকল প্রজাগণের উপরই জারি হইল। আবার আদেশ প্রচারিত হইল যে, জাহাজের পরিবর্ত্তে টাকা দিতে

হইবে। প্রতি জাহাজের জন্য ৩৫০০ পাউণ্ড করিয়া দিতে হইবে। চতুর্দ্দিকে উপদেশ পাঠান হইল যে, যাহারা টাকা না দিবে, তাহাদের যেন সম্পত্তি ক্রোক্ হয়।

এই বিশ্বজনীন বিপত্তিকালে হ্যাম্‌ডেন্ করদানে অস্বীকৃত হইলেন। যিনি স্বজাতির ও স্বদেশের মঙ্গলকামী, কারাগার তাঁহার সুখশয্যা, মৃত্যু তাঁহার স্বর্গদ্বার। হ্যাম্‌ডেন্ কারাগার ও মৃত্যু উপেক্ষা করিয়া রাজাজ্ঞার প্রতিবাদ করিলেন। ১০৲ টাকা মাত্র কর তাঁহার উপর ধার্য্য হইয়াছিল, ইহার জন্য তিনি দেহ, প্রাণ, সম্পত্তি সমস্ত বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইলেন। কেন? হ্যাম্‌ডেনের বিপুল সম্পত্তি থাকিতে যে কারণে তিনি পূর্ব্বে রাজাকে টাকা ধার দিতে অস্বীকৃত হন, সেই একই কারণে আজ ১০৲ টাকা মাত্র সিপ্‌মনি কর দিতে অস্বীকৃত হইলেন। "রাজার এই টাকা ধার চাওয়া, ও এই কর-সংগ্রহ করায় জাতীয় স্বাধীনতার ভিত্তিভূমি 'ম্যাগ্‌না চার্টা'র প্রতিকূলাচরণ করা হইয়াছে" —এই বলিয়াই তিনি বীরের ন্যায় তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। তিনি রাজার কার্য্যের অনুমোদন করিলে হয় ত ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রিত্ব পদে অভিষিক্ত হইতে পারিতেন, কিন্তু জাতীয় স্বাধীনতার নিকট সে পদ তিনি তুচ্ছ মনে করিতেন। তিনি নিজ ব্যক্তিগত মঙ্গল, জাতীয় মঙ্গলে পূর্ণ আহুতি দিয়াছিলেন বলিয়াই, আজ সে প্রলোভনে আকৃষ্ট হইলেন না। তিনি জাতীয় স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য রাজপ্রাসাদ অপেক্ষা কারাগার সুখসেব্য মনে করিলেন। গ্রেট্ কিম্বল প্রদেশের ত্রিশজন নিষ্করভোগী তাঁহার উজ্জ্বল দৃষ্টা-

স্তের অনুবর্ত্তন করিল। সুতরাং সন্ন্যাসীর দল সংখ্যায় বাড়িয়া গেল।

একৃসচেকর কোর্টে হ্যাম্‌ডেনের বিরুদ্ধে রাজপক্ষ হইতে নালিস রুজু হইল। বার জন জজে বার দিন বসিয়া বিচার করিলেন। 'যাহার অতুল সম্পত্তি সে বিশ সিলিঙ দিতে এত কাতর, ইহা অপেক্ষা অধিকতর লজ্জাকর আর কি হইতে পারে? হ্যাম্‌ডেনের উপর ২০ পাউণ্ড কর ধার্য্য করা উচিত ছিল'—রাজার উকিল হ্যাম্‌ডেনের প্রতি ইত্যাকার অনেক বাক্যবাণ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে বীরের হৃদয় বিচলিত হইবার নহে। কারণ টাকার পরিমাণ লইয়া তাঁহার আপত্তি নহে—এরূপ কার্য্য ইংলণ্ডের মূল বিধির বিরুদ্ধ বলিয়াই তাঁহার আপত্তি। সে অলঙ্ঘ্য বিধির নিকট রাজারও মস্তক অবনত হওয়া চাই—ইহাই হ্যাম্‌ডেনের সঙ্কল্প। দেহসংশ্লিষ্ট মস্তক যদি অবনত না হয়, দেহ-বিচ্ছিন্ন মস্তক তথায় বিলুণ্ঠিত হইবে—ইহাই হ্যাম্‌ডেনের স্থির সিদ্ধান্ত।

জজেরা অধিকাংশই রাজার পক্ষ অবলম্বন করিলেন। জষ্টিস ক্রাউলে বলিলেন "রাজা রাখিতে হইলেই তাঁহাকে আপন ইচ্ছামত কর-আদায়ের ক্ষমতা দিতে হইবে। এ প্রভুশক্তিবর্জ্জিত রাজা হইতে পারে না, কারণ, তিনি সর্ব্বোপরি প্রভুশক্তি।" অন্যতর জজ জষ্টিস বাক্লে বলিলেন যে "আইনে রাজাকে আবদ্ধ করিতে পারে না। আইন রাজার চিরবিশ্বাসিনী দাসী। প্রজা-শাসন করিবার জন্য ইহা রাজার প্রধান শাসন-যন্ত্র। আইন রাজা—এ কথা আমি কখন শুনি নাই—কিন্তু রাজাজ্ঞাই আইন—এই কথাই বরাবর শুনিয়া আসিতেছি—এবং

ইহাই সত্য।” জষ্টিস ফিন্স বলিলেন, “পার্লেমেণ্টীয় বিধি রাজার উপর খাটে না ; যদিও প্রজার ধন প্রাণ ও দেহের উপর ইহার সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা আছে।” এইরূপে বার জনের মধ্যে সাত জন জজ রাজার অনিয়ন্ত্রিত প্রভুতার স্বাপক্ষ্যে মত প্রদান করিলেন। এইরূপে তাঁহারা বিচার-স্বাধীনতা রাজপ্রসাদের নিকট বলি দিলেন। সামান্য চাকরির অনুরোধে তাঁহারা সত্যের অপলাপ করিলেন। পাঁচ জন জজ হ্যাম্‌ডেনের অনুকূলে মত ব্যক্ত করিলেন। রাজা যে আইনের উপরি—এ কথা তাঁহারা স্বীকার করিলেন না। প্রজার ধন সম্পত্তির উপরি যে তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা, এবং তাঁহার কার্য্যের ও ইচ্ছার নিয়ামক যে কিছুই নাই—এ মত তাঁহারা অশ্রদ্ধেয় বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিলেন। কিন্তু হ্যাম্‌ডেনের প্রতিকূলে সংখ্যার বহুলতা ছিল বলিয়া, তাঁহাকে হারিতে হইল। কিন্তু এ হার তাঁহার পক্ষে প্রকৃত বিজয়। এ পরাজয়ে তিনি স্বজাতির হৃদয়-মন্দিরে অতি উচ্চ আসন পাইলেন। সিপ্‌মনি-ঘটিত ব্যাপারের পূর্ব্বে অতি অল্প লোকেই হ্যাম্‌ডেনের মাহাত্ম্য জানিত। কিন্তু আজ ব্রিটনের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তাঁহার নাম প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তাঁহার যশ প্রতি গৃহে কীর্ত্তিত হইতে লাগিল। প্রতি জিহ্বা তাঁহার আন্দোলনে ব্যাপৃত হইল। যাহারা জানিত না, তাহারা অনুসন্ধান করিতে লাগিল, ‘এ মহাপুরুষ কে? যিনি এরূপ নিজের দায়িত্বে স্বজাতির স্বাধীনতা ও ধন সম্পত্তি রক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এবং এরূপ অমিতসাহসে স্বদেশকে রাজার করাল গ্রাস হইতে মুক্ত

করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন সে দেবতা কে?' এইরূপ প্রশ্ন ও প্রশ্নের উপরি উত্তর হইতে হইতেই সকলেই হ্যাম্‌ডেনকে চিনিল। তখন ব্রিটনের আবাল বৃদ্ধ বনিতা উৎসুক নয়নে ইহাঁর দিকে তাকাইয়া রহিল। ইহাঁকে স্বদেশের উদ্ধারকর্ত্তা জানিয়া সকলেই ইহাঁর উপরি আত্মসমর্পণ করিল।

পরীক্ষার দিন ক্রমে নিকট হইয়া আসিল। হ্যাম্‌ডেন্ প্রভৃতি পাঁচ জন হাউস্ অব্ কমন্সের সভ্যকে চার্লস অভিযুক্ত করিলেন। কমন্সসভা বিচারের জন্য তাঁহাদিগকে রাজার হস্তে সমর্পণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। চার্লস প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, সশস্ত্র পুরুষ দ্বারা তাঁহাদিগকে বল পূর্ব্বক হাউস্ অব্ কমন্স হইতে গ্রেপ্তার করিয়া আনাইবেন! তিনি স্বয়ং শতাধিক সশস্ত্র পুরুষ লইয়া হাউস্ অব কমন্সের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। এ দিকে তিনি আসিবার পূর্ব্বেই অভিযুক্ত ব্যক্তিরা, সরিয়া পড়িয়াছিলেন; সুতরাং পার্লেমেণ্টে গিয়া তিনি নিতান্ত ক্ষুব্ধচিত্ত হইলেন। তিনি উপস্থিত সভ্যগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"আমি দেখিতেছি পিঞ্জরস্থ পক্ষিগণ উড়িয়া গিয়াছে। এক্ষণে আশা করি, পাখিগুলি ফিরিয়া আসিলে, আপনারা তাহাদিগকে আমার নিকটে পাঠাইয়া দিবেন।" পার্লেমেণ্ট সভা নীরবে রাজার এই উন্মত্ত-প্রলাপ শুনিলেন, কোন উত্তর দিলেন না। তাঁহারা অন্তঃসন্ধুক্ষিত ক্রোধানল অতি কষ্টে সংযমিত করিলেন। কিন্তু যখন চার্লস গৃহ-বহির্ভূত হইলেন, তখন তাঁহাদিগের হৃদয় ভেদ করিয়া শব্দ উঠিল, 'অধিকারে হস্তক্ষেপ!—অধিকারে হস্তক্ষেপ!' এই ঘটনার পরে তাঁহারা সভাভঙ্গ করিয়া চলিয়া গেলেন। আর সে

পুরাতন সভাগৃহে তাঁহারা বসিলেন না। এখন হইতে রাজধানীর অভ্যন্তরে একটী বাটীতে সভার অধিবেশন হইতে লাগিল। চার্লস নিরস্ত হইবার নহেন। তিনি রাজধানীর ভিতর দিয়া সেই পঞ্চ সভ্যের গ্রেপ্তারের জন্য কমন্স সভার অভিমুখে ধাবিত হইলেন! পথে প্রজারা সমস্বরে বলিতে লাগিল 'ধিক্ সে রাজায়! যে প্রজার স্বত্বে হস্তক্ষেপ করে।' দশ দিকে প্রতিধ্বনি উঠিল, 'ধিক্ সে রাজায়! যে প্রজার স্বত্বে হস্তক্ষেপ করে।' সকলেই একবাক্যে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল—'ঘাতক-হস্তে কারাগারের ভারার্পণ, দুর্গের সুদৃঢ়ীকরণ এ সকল দেখিয়া আমাদের মনে ভয়ের সঞ্চার হইতেছে!' রাজা প্রজাদিগের এই সকল ধিক্কারে ও ক্রন্দনে কর্ণপাত না করিয়া, অভীষ্টপ্রদেশে গমন করিতে লাগিলেন। এই উপেক্ষায় প্রজাদিগের অন্তর্নিগূহিত বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। নাবিক, দোকানদার, ভদ্রলোক—সমস্ত নগরবাসী রাজবিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইল; সকলেই ঐ পঞ্চ সভ্যকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। সকলেই রাজার সম্মুখেই উচ্চৈঃস্বরে হ্যামডেনের যশোগান করিতে লাগিল। ক্রোধে ও অভিমানে চার্লস ফিরিয়া গেলেন; কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যদি তাঁহার সাধ্যাতীত না হয়, তাহা হইলে হাউস্ অব্ কমন্‌স সভাকে তিনি পদ দলিত করিবেন। চার্লসের এ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল না। ইহার পরিবর্ত্তে তাঁহাকে অবনত মস্তকে পঞ্চ সভ্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলিয়া লইতে হইল; এবং রাজবেশে তাঁহাকে আর লণ্ডনে ফিরিয়া আসিতে হইল না। তিনি আর এক দিন লণ্ডনে প্রবেশ করিয়াছিলেন

বটে, কিন্তু সে রাজবেশে নহে, কারাবাসীর বেশে। কমন্‌স সভার সহিত রাজার বিবাদ শীঘ্র মিটিবার নহে। এক্ষণে উভয় পক্ষ হইতে বৃথা বাক্যব্যয় পরিত্যক্ত হইল। উভয় পক্ষ বুঝিলেন যে, আর এক সঙ্গে রাজত্ব করা সম্ভব নহে। রাজা ও পার্লেমেণ্ট মিলিত হইয়া আর ইংলণ্ডের শাসন করিতে সক্ষম নহেন। এক্ষণে অন্যতরের কাহার রাজত্ব থাকিবে, প্রবলতরের শক্তি তাহার মীমাংসা করিবে।

কমন্‌স সভা সুতরাং সৈন্য সংগ্রহ আরম্ভ করিলেন। হ্যাম্‌ডেন্‌ সর্ব্বাগ্রে সৈনিক-পদে ব্রতী হইলেন। তিনি পদাতিক সেনাদলের কর্ণেল পদে অভিষিক্ত হইতে স্বীকৃত হইলেন, এবং যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে স্বয়ং ২৪,০০০ টাকা প্রদান করিলেন। ধন্য হ্যাম্‌ডেন্‌! ধন্য তোমার আত্মত্যাগ! ধন্য তোমার স্বদেশানুরাগ!

১৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে জুন মাসে হ্যাম্‌ডেন্‌ এক দল ভলণ্টিয়র সৈন্য লইয়া কুমার রুপার্টের অনুসরণে যাত্রা করিলেন। ম্যালগ্রেভ রণক্ষেত্রে তিনি সসৈন্য কুমারের সম্মুখীন হইলেন। উভয়ের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম বাধিল। যুদ্ধের প্রারম্ভেই একটী গুলি আসিয়া হ্যাম্‌ডেন্‌কে আহত করিল। তাঁহার সেনা এই ঘটনায় ভগ্নহৃদয় হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। কুমার তাহাদিগের অনুসরণে কিয়দ্দূর গিয়া বিফলপ্রযত্ন হইলেন এবং সেতু পার হইয়া অক্‌সফোর্ডে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

এ দিকে বীরবর হ্যাম্‌ডেন্‌ অশ্বপৃষ্ঠে ধীরে ধীরে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অপসৃত হইলেন। তাঁহার হস্ত ক্রমে অবশ

হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল, দেহ ক্রমে ক্ষীণ হইতেও ক্ষীণতর হইতে লাগিল।

যে অট্টালিকায় তাঁহার শ্বশুর বাস করিতেন, যে অট্টালিকা হইতে তিনি প্রিয়তমা ভার্য্যা এলিজেবেথ্‌কে বিবাহ করিয়া আনিয়াছিলেন, অদূরে সেই অট্টালিকা দেখা যাইতেছিল। বড় সাধ, তথায় গিয়া জীবনের শেষ দিন অতিবাহিত করেন, কিন্তু সে সাধ পূরিল না—শত্রুসৈন্য সেই পথ অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। তিনি দেম্‌ অভিমুখে অশ্ব ফিরাইলেন, তথায় আসিয়া যখন পঁহুছিলেন—তখন তিনি যাতনায় প্রায় বাহ্যজ্ঞান-রহিত। দেশের উদ্ধারসাধন করিতে পারিলাম না ভাবিয়া, তাঁহার হৃদয় ফাটিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু সেই মুমূর্ষু অবস্থাতেও আশা তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই! তিনি ভাবিলেন—"আমি মরিলাম, তাহাতে দুঃখ কি? সহস্র সহস্র হ্যাম্‌ডেন্‌ জীবিত রহিলেন—মায়ের কার্য্য তাঁহারাই উদ্ধার করিবেন।" এই আশায় প্রোৎসাহিত হইয়া হ্যামুডেন্‌ সেই মৃত্যুশয্যায় পত্র লিখিয়া বৈপ্লবিক অধিনায়কদিগের নিকটে বিদায় চাহিলেন ও কিরূপে জাতীয় সমর চালাইতে হইবে, তদ্বিষয়ে তাঁহাদিগকে উপদেশ দিলেন। পত্র লেখা সমাপ্ত হইল—আর সেই হস্ত নিস্পন্দ হইল! সে দেহে আর চৈতন্য রহিল না। যেন জীবনের কার্য্য সমাপ্ত হওয়ায়, সেই চৈতন্যমূর্ত্তি এ পাপ পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন। চতুর্দ্দিকে গগন বিদারিয়া হাহকার ধ্বনি উঠিল। ইংলণ্ডের আবাল বৃদ্ধ বণিতা হ্যাম্‌ডেনের শোকে অভিভূত হইয়া পড়িল।

ইংলণ্ডের অধিবাসিগণ হ্যাম্‌ডান্‌কে বীরোচিত সমাধি প্রদান করিলেন। জাতীয় সৈন্যদল বেয়নেট্‌ অবনত করিয়া তাঁহার মৃতদেহ সমাধি-নিহিত করিল। প্রত্যেক সৈনিক পুরুষ হ্যাম্‌ডেনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে উদ্দীপিত হইয়া প্রত্যেকে হ্যাম্‌ডেনের আত্মাকে সাক্ষী করিয়া মাতৃভূমির চরণে আত্মসমর্পণ করিল। তাহার পরে, তাহারা ঈশ্বরের মহিমা ও হ্যাম্‌ডেনের যশোগান কীর্ত্তন করিতে করিতে সমাধিস্থল হইতে ফিরিয়া আসিল। ধন্য বীর, ধন্য! তুমি মরিয়াও অমরত্ব লাভ করিলে। তুমি মরিলে বটে, কিন্তু তোমার দৃষ্টান্তে ইংলণ্ডে সহস্র সহস্র হ্যাম্‌ডেন্‌ আবির্ভূত হইল। তুমি ভগ্নহৃদয়ে গমন করিলে বটে, কিন্তু তোমার আরব্ধ কার্য্য তোমার শিষ্যেরা সম্পন্ন করিল। তুমি এ যজ্ঞে আত্মবলি না দিলে, কখন এ যজ্ঞ সমাপ্ত হইত না। যে দুর্ম্মদ চার্লস তোমার কেশস্পর্শ করিতে গিয়াছিল, ঐ দেখ, তাহার কাটামুণ্ড ভূমিতে গড়াগড়ি যাইতেছে। যে ইংলণ্ডের স্বাধীনতার জন্য তুমি প্রাণ দিয়াছিলে, ঐ দেখ সেই ইংলণ্ড আজ স্বাধীন, উন্মুক্ত, এবং উজ্জ্বল ও নববাসে বিভূষিত। আজ সাধারণতন্ত্রী ইংলণ্ডের প্রতাপে মেদিনী কম্পমান। যে মূর্খ, সেই বলে—মহাপুরুষের মৃত্যু হয়; না—মহাপুরুষের মৃত্যু নাই। তিনি অমর, তাঁহার কীর্ত্তি অনন্তকালস্থায়িনী!

বিশ্বপ্রেমিক উইলবার ফোর্স, হাউয়ার্ড ও রমিলী।

যে দেশে স্বজাতি-প্রেম ও স্বদেশানুরাগের কার্য্য পরি-

সমাপ্ত হয়, সেখানে বিশ্বপ্রেম ও বিশ্বনাগরিকতার কার্য্য আরম্ভ হয়। উন্নতিশীল মন গতিপ্রবণ। সে কোন স্থানেই স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। ক্রমেই অগ্রসর হইতে থাকে, এবং অগ্রসর হইতে হইতে ক্রমে কার্য্যপরিধি বাড়াইয়া লয়। আপনা হইতে পরিবার, পরিবার হইতে আত্মীয় স্বজন, আত্মীয় স্বজন হইতে স্বদেশ ও স্বজাতি, স্বদেশ ও স্বজাতি হইতে সমস্ত পৃথিবী ও মানবজাতি, মানবজাতি হইতে প্রাণিজগৎ—ক্রমেই প্রেমের বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। হৃদয় প্রশস্ত হইতে ক্রমেই প্রশস্ততর হইয়া এই ক্রম অবলম্বন করে। প্রাণিজগৎ পর্য্যন্ত কেবল শাক্যসিংহ প্রভৃতি কতিপয় আর্য্য ঋষি উঠিয়াছিলেন।—'মা হিংসা সর্ব্বা ভূতানি।" "সর্ব্বভূতেষু সমদর্শী"—ভারত ভিন্ন এ প্রকাণ্ড নীতি আর কোন দেশ শিক্ষা দিতে পারে নাই। কিন্তু মানবজাতির প্রতি প্রেম অনেক দেশ শিক্ষা দিয়াছে। মানবজাতির জন্য অধুনাতন সকল দেশ অপেক্ষা ইংলণ্ড অধিক করিয়াছেন ও অধিক ভাবিয়াছেন। কারণ, ইংলণ্ডে স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতিপ্রেমের প্রধান প্রধান কার্য্য অনেক দিন পরিসমাপ্ত হইয়াছে। ব্যক্তিগত ও জাতিগত স্বাধীনতার পূর্ণতায় ইংলণ্ড জগতের আদর্শ। ইংলণ্ড—ইউরোপ ও আমেরিকার রাজনৈতিক শিক্ষা-গুরু। ইংলণ্ড ছাড়িয়া যাইবার পূর্ব্বে তথায় মানবপ্রেম ও জগদনুরাগের কি কি কার্য্য হইয়াছে, কোন্ কোন্ সন্ন্যাসী সেই মহৎ যজ্ঞে আত্ম-আহুতি প্রদান করিয়াছেন—এই সকল বিষয়ে কিছু আলোচনা করিব। আমরা তিন জন মাত্র সন্ন্যাসীর জীবনী অঙ্কিত করিব। বিশ্বপ্রেমিকের জীবন

অতি মহৎ। বিশ্বপ্রেমিকের জীবনের ব্রত দেবতার অনুকরণীয়। যাহাকে সকলে অশ্রদ্ধা বা অবহেলা করে, তাহার জন্য ভাবিব; যে উৎপীড়িত বুক দিয়া তাহাকে রক্ষা করিব; যাহাকে সকলে নির্যাতন করিতেছে, তাহাকে আশ্রয় দিব; যে কষ্ট পাইতেছে তাহার কষ্ট নিবারণ করিব; যে শোক পাইয়াছে, তাহাকে সান্ত্বনা দিব, তাহার অশ্রুজল মুছাইব; যে অসহায়, তাহার সহায় হইব; যে পড়িয়া যাইতেছে, তাহাকে ধরিয়া তুলিব; যে দুর্ব্বল, তাহার বলবৃদ্ধি করিব; যে জাতি পদদলিত, তাহার পক্ষ সমর্থন করিব—যে মহাপুরুষ দেশ, জাতি, বর্ণ, ধর্ম্ম প্রভৃতি প্রভেদ ভুলিয়া সকলের প্রতি সমভাবে এই সকল কার্য্য করিতে পারেন, তিনি দেবতার দেবতা। কারণ, স্বজাতিপ্রেমিক আমাদের উপাস্য দেবতা। বিশ্বপ্রেমিক সে দেবতারও দেবতা। যেমন পারিবারিক প্রেম স্বজাতিপ্রেমের একটী ক্ষুদ্র অংশমাত্র, সেইরূপ স্বজাতিপ্রেমও বিশ্বপ্রেমের একটী সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র। মানবহৃদয়ের উঠিবার এই তিনটী ক্রম। এক একটীতে সিদ্ধ না হইলে, অপরটীতে উঠিবার অধিকার জন্মে না। ইংলণ্ড স্বজাতিপ্রেমের উৎকর্ষ দেখাইয়াছেন বলিয়াই, তাঁহার সেই সর্ব্বোচ্চ ক্রমে যাইবার অধিকার জন্মিয়াছে। এই জন্যই ইংলণ্ডকে জগতের শিক্ষা-গুরু বলিয়া মনে করি। এই জন্যই ইংলণ্ডে অনেক বিশ্বপ্রেমিকের আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা এখানে কেবল তিন জনমাত্র বিশ্বপ্রেমিকের চরিত্র চিত্রিত করিব—উইলবার্‌ফোর্স, হাউয়ার্ড, ও রোমিলী।

উইল্‌বার্‌ফোর্স।

বহুকাল হইতে জগতে দাসত্বপ্রথা চলিয়া আসিতেছে। সকল দেশেই কোন না কোন প্রকারে এই প্রথার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা লইয়া মধ্যে মধ্যে অনেক আন্দোলন হইয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা তুলিয়া দিবার চেষ্টা কেবল ইংলণ্ড ও আমেরিকাতেই হইয়াছে। স্পার্টার হেলট, রোমের গ্লাডিএটর, ও আধুনিক নিগ্রো দাসদিগের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে, পাষাণও বিগলিত হয়। মানুষ স্বার্থে অন্ধ হইলে, কি পৈশাচী মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে এই দাস-প্রভুগণ তাহার নিদর্শন।

১৪৪০ খ্রীষ্টাব্দে এনথনী গন্‌সালেজ নামক একজন পর্টুগিজ কাপ্তেন আফ্রিকার উপকূলে বাণিজ্যার্থ যাইয়া সাহারার প্রবেশপথ হইতে কয়েক জন মূরকে ধরিয়া আনিয়া দাসরূপে পরিণত করেন। দুই বৎসর পরে যুবরাজ হেন্‌রী এই সংবাদ শুনিতে পান। তিনি পূর্ব্বোক্ত কাপ্তেন্‌কে তৎক্ষণাৎ আদেশ করেন, ‘উহাদিগকে যথাস্থানে রাখিয়া আইস।’ কাপ্তেন তাহাদিগকে ফিরিয়া লইয়া যাওয়ায় মূরেরা তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সুবর্ণচূর্ণ ও দশ জন নিগ্রো উপহার দেয়। তিনি তাহাদিগকে লইয়া আসিয়া দাসরূপে পরিণত করেন। এইরূপে নিগ্রো দাসত্বের উৎপত্তি হয়।

যখন স্পেনীয়েরা প্রতীচ্য দ্বীপ দখল করে, তখন খনি খনন ও কৃষিকার্য্য করণাদির জন্য তাহাদিগের শ্রমজীবীর প্রয়োজন হইয়া উঠে। তাহারা দেখিল, আফ্রিকা উপকূল হইতে দাস আনিয়া এই কার্য্য সম্পন্ন করা সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও সুলভ। ১৫০৩ খ্রীষ্টাব্দে পর্টুগীজেরা স্পেনীয় উপনিবেশ

সকলে দাস বিক্রয় করিয়া আইসে। তৎপশ্চাৎ স্পেনীয় বণিকেরা অধিকতর লাভজনক দেখিয়া স্বয়ং এই দাস-ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়। স্বুবর্ণচূর্ণ আনিতে তাহারা পূর্ব্ব হইতেই গিনি উপকূলে যাইত, কিন্তু এক্ষণে স্বুবর্ণচূর্ণ-ব্যাবসায় তত দূর লাভজনক নহে দেখিয়া, তাহারা অধিকতর লাভকর দাস-ব্যবসায় আরম্ভ করিল। ক্রমে গবর্ণমেণ্টও আইন দ্বারা ইহার বৈধতা সম্পাদন করিলেন। অনবরত জাহাজে করিয়া বোঝাই হইয়া নিগ্রো দাস সকল আমেরিকায় চালিত হইতে লাগিল। হতভাগ্যগণের অশ্রুজলে অ্যাটলাণ্টিক-বক্ষ ভাসিয়া গেল। ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট্ পঞ্চম চার্লস এক ব্যক্তিকে বৎসরে বৎসরে ৪০০০ করিয়া নিগ্রো দাস হিস্পানিওয়ালা, কিউবা ও জামেকা, এবং পোর্টরিকোতে লইয়া যাইবার জন্য একচেটিয়া পাট্টা দিলেন। তাঁহাকে ইহার জন্য পরে অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কিছু ফল ফলে নাই। বীজ বপন করা যত সহজ, সেই বীজ দূরপ্রোথিতমূল বৃক্ষরূপে পরিণত হইলে, তাহা ছেদন করা তত সহজ নহে। ফরাসিরাজ ত্রয়োদশ লুইও 'ঈশ্বরের মহিমা বিস্তার ও নিগ্রোদিগের মঙ্গলের জন্য' দাসত্ব-ব্যবসায় বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন! রাজ্ঞী এলিজেবেথের সময় ইংরাজেরা সর্ব্ব প্রথমে এই ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। সার্‌জন্ হাকিংস সর্ব্ব প্রথম দাসব্যবসায়ী। তিনি এলিজেবেথের নিকটে প্রতিশ্রুত হন যে, যে ব্যক্তি নিগ্রো দাস হইতে আপত্তি করিবে, তিনি তাহার গাত্রস্পর্শ করিবেন না। কিন্তু তিনি সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন নাই। অচিরকাল-মধ্যে তিনি অসংখ্য নিগ্রোকে বলপূর্ব্বক জাহাজে

প্রেরণ করিতে লাগিলেন। অন্যান্য জাতি অর্থ দ্বারা রাজি করিয়া নিগ্রোকে দাস করিয়া লইয়া যাইত, কিন্তু ইংরাজেরাই সর্ব্ব প্রথমে দস্যুবৃত্তি আরম্ভ করিলেন। বলপূর্ব্বক নিগ্রোদিগকে ধরিয়া লইয়া যাইবার প্রথায় তাঁহারাই পথ-দর্শক হইলেন। এই প্রথা ক্রমেই অতি ভীষণ আকার ধারণ করিল। ষ্টুয়ার্টবংশের রাজ্যকালে প্রতীচ্য দ্বীপপুঞ্জের প্রত্যেক হাটে নিগ্রো দাস পণ্য দ্রব্যের ন্যায় বিক্রীত হইত।

শুনিয়া পাঠকগণ বিস্মিত হইবেন যে, ১৭০০ হইতে ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ব্রিটেন্ শুদ্ধ জামেকাদ্বীপ ৬,১০,০০০ দাস প্রেরণ করেন; ১৬৮০ হইতে ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ব্রিটিশ উপনিবেশ সকলে ২১,৩০,০০০ দাস প্রেরিত হয়। ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে যখন এই জঘন্য ব্যবসায় ইহার চরম সীমায় উপনীত হয়, সেই বৎসরেই ১৯২ খানি ইংরাজ বাণিজ্যতরি ৪৭,১৪৬ জন নিগ্রো দাস লইয়া আমেরিকায় গমন করে! ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের তালিকা গ্রহণ করিয়া দেখিতে পাই, সমস্ত ইউরোপ বৎসরে ৭৪,০০০ হাজার করিয়া নিগ্রোকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেন; তাহার মধ্যে একা ইংরাজ বাহাদুরই ৩৮,০০০ হাজার করিয়া আমদানি করিতেন। যাঁহার হৃদয়ে বিন্দুমাত্র দয়া আছে, যাঁহার কণামাত্র মনুষত্ব আছে, এমন কোন্ ব্যক্তি এই কথা শুনিয়া লজ্জায় মুখ না লুকাইবেন? মানবকুলে এমন কোন্ ব্যক্তি আছেন, যাঁহার এই কথা শুনিয়া আপনাকে মানুষ বলিয়া পরিচয় দিতে মাথা কাটা না পড়িবে? উপরে যে সংখ্যাবলী প্রদান করিলাম, তাহা কাহারও কল্পনা নহে, সাম্যবাদিগণের অতিরঞ্জিত চিত্র নহে; দাস-প্রভুগণের প্রদত্ত তালিকা—মানবজাতির অঙ্কাল-

নীয় কলঙ্কের অসন্দিগ্ধ কীর্ত্তিধ্বজা! ধিক্ মানব! তোমার অসাধ্য কিছুই নাই। ধিক ইউরোপ!! শত ধিক তোমায় ইংলণ্ড!!

ইংলণ্ডের পাপের ভরা পূর্ণ হইল দেখিয়া, কয়েক জন মনীষীর হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল। শার্প, উইলবার্ ফোর্স, ব্রঘাম্ বক্‌ষ্টন্ প্রভৃতি মনীষিগণ স্বদেশের ও স্বজাতির এই গুরুতর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ইহাঁরা প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যে কোন প্রকারে ইংলণ্ড হইতে দাসত্বব্যবসায় উঠাইয়া দিয়া ইংলণ্ডকৃত পাপের কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত করিবেন। উইলবার্ ফোর্স এই মনীষিগণের অধিনায়ক মনোনীত হইলেন। এই কার্য্য সিদ্ধ করিতে এই মহাপুরুষ আপনার সমস্ত জীবন ব্যয় করিয়াছিলেন। এই স্থানে আমরা সেই ঋষি-প্রবরের জীবনের গুটি কত ঘটনা উল্লেখ করিব।

এই মহাত্মা ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে শরৎকালে ইংলণ্ডের অন্তর্গত হল নগরে জন্মগ্রহণ করেন। দশম বৎসরে পদার্পণ না করিতেই তাঁহার পিতার পরলোক-প্রাপ্তি হয়। পিতার মৃত্যুর পর তিনি পিতৃব্যের যত্নে লালিত ও পালিত হন। তিনি কালেজ ছাড়িয়াই একবিংশতি বৎসর বয়সের সময় হল নগরের প্রতিনিধিরূপে পার্লেমেণ্টে প্রবিষ্ট হন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কালে মন্ত্রিপ্রবর পিটের সহিত তাঁহার সখ্য সংস্থাপন হয়। পার্লেমেণ্ট-কার্য্য-ক্ষেত্রে আসিয়া তাহাদের সেই সখ্য দৃঢ়ীভূত হয়। উইলবার্‌ফোর্সের স্বাভাবিকী প্রতিভা নিরন্তর পরিমার্জ্জনে অধিকতর পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। তিনি বাগ্মিক বলিয়া বিশেষ

প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং হাউস্ অব কমন্সে তাঁহার প্রতিষ্ঠা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। তিনি বৈধিক স স্কারকার্য্যে মন্ত্রিপ্রবর পিটের প্রধান হস্তাবলম্বন হইয়াছিলেন।

১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে দাসব্যবসায়-সম্বন্ধে তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হয়। এই সময় হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি সন্ন্যাসী। নিজের সুখ, দুঃখ ও সৌভাগ্যে তিনি পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। কি নিদ্রায়, কি জাগরণে, কি গৃহে, কি বাহিরে—তাঁহার মনে এই একই সর্ব্বগ্রাসিনী চিন্তা—কেমন করিয়া ইংলণ্ডের অক্ষালনীয় কলঙ্কের অপনয়ন করিবেন, কেমন করিয়া দাস-ব্যবসায় উঠাইয়া দিবেন। তিনি দেখিলেন, দাস-ব্যবসায় ইংলণ্ডের অমল ধবল যশে গভীর কলঙ্ক-রেখা। তিনি দেখিলেন, এই প্রথা থাকিতে ইংলণ্ডের স্বাধীনতা-প্রিয়তা জগতের পরিহাসোদ্দীপক। অসংখ্য দাসপতি অগণ্য মুদ্রা দিয়া লক্ষ লক্ষ দাস ক্রয় করিয়াছেন, তাহাদের পরিশ্রমে অতুল সম্পত্তির ঈশ্বর হইয়াছেন—এক্ষণে কেমন করিয়া তাঁহাদিগকে এ লাভকর বাণিজ্য হইতে নিরস্ত করেন—ভাবিয়া ভাবিয়া—নিরন্তর ভাবিয়া, তাঁহার তনু ক্ষীণ হইল। তথাপি তাঁহার একই সঙ্কল্প। কিরূপে ইহা সংসিদ্ধ করিবেন—তাহা জানেন না, অথচ এই লক্ষ্য সংসাধনে তিনি নিজ জীবন উৎসর্গ করিলেন। অবিচলিত, সুদৃঢ় ও একাগ্র চিত্তে তিনি এই কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হইলেন। সেই বহুকাল-ব্যাপী তপস্যায় তিনি যে ধৈর্য্য, সূক্ষ্মদর্শিতা ও সৎসাহস প্রকটিকৃত করিয়াছিলেন, তাহাতে ইংলণ্ড বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে তিনি সর্ব্বপ্রথমে পার্লেমেণ্টে

এই প্রস্তাব অবতারণ করেন। তিনি প্রতিবার প্রস্তাব করিতেছেন, প্রতিবার তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হইতেছে। কিন্তু সেই নিঃস্বার্থ বিশ্বপ্রেমিক কিছুতেই ভীত বা বিচলিত হইবার নহেন। প্রোতুঙ্গ হিমাচলের ন্যায় তিনি অটলভাবে সমস্ত আপত্তি-ঝটিকা সহিতে লাগিলেন। বৎসর বৎসর তাঁহার প্রস্তাব উন্মত্ত-প্রলাপ বলিয়া প্রত্যাখ্যাত হইতে লাগিল। অথচ সে যোগীর ধ্যানভঙ্গ হইল না। সাগর-গামিনী স্রোতস্বিনী গতির ন্যায় অভিলষিত বিষয়ে কৃত-সঙ্কল্প মনের গতিকে কে রোধ করিতে পারে? এক এক করিয়া ক্রমে বিশ বৎসর অতীত হইল। এ ঘোর তপস্যা পার্লেমেণ্ট আর সহিতে পারিলেন না। এই তপসানলে ক্রমে পাষাণ গলিয়া জল হইল। যে নয়ন এত দিন শুষ্ক ছিল, আজ তাহা হইতে অবিরল বারি-ধারা পড়িতে লাগিল। উইলবার্‌ফোর্স কাঁদিয়া কাঁদিয়া—অবিরাম কাঁদিয়া—শেষে পার্লামেণ্টকেও কাঁদাইলেন। এতদিনে পার্লামেণ্টের চৈতন্য হইল, তাঁহারা কি কুকাজ করিয়া আসিয়াছেন। দাস-ব্যব-সায়ের অনুমোদন করিয়া তাঁহারা কি দুরপনেয় কলঙ্কের অংশভাগী হইয়া আসিয়াছেন। আজ তাঁহাদের পাপ তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, বুঝিয়া তাহার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে যত দাস ছিল, পার্লেমেণ্ট দাসপ্রভুদিগের নিকটে সমস্ত কিনিয়া লইয়া, তাহাদিগকে পূর্ণ মুক্তি দিলেন, আর ভবিষ্যতের জন্য বিধান করিলেন, যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে আর কেহ কখন দাস ক্রয় করিতে পারিবে না। যেমন পাপ, তেমনই প্রায়শ্চিত্ত! প্রায়শ্চিত্তে জগৎ বিমুগ্ধ হইল। জাতীয় আত্ম-

ত্যাগের এরূপ দৃষ্টান্ত জগতে আর কখন দেখা যায় নাই। এক উইলবার্‌ফোর্সের আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তে সমস্ত ইংলণ্ড আত্ম-বিসর্জ্জন শিখিল। একজন্মের কঠোর তপস্যায় সমস্ত পার্লেমেণ্ট সভা সন্ন্যাসি-সমিতিতে পরিণত হইল। যে জাতি এক টাকা ছাড়িতে কাতর ছিলেন, সে জাতি আজ কোটী কোটী টাকা অকাতরে বিসর্জ্জন করিলেন; কোটী কোটী টাকা দিয়া দাসপ্রভুগণের নিকট দাসগণের স্বাধীনতা ক্রয় করিলেন। যে জাতি একদিন ঈশ্বরের মূর্ত্তিমতী প্রকৃতি মানব আকৃতি লইয়া বাণিজ্যধ্বজা উড়াইয়াছিলেন, এই মহাপুরুষের চরিত্র-গৌরবে সেই জাতির রণতরী সকল পৃথিবী হইতে দাস-ব্যবসায় উঠাইবার জন্য আজও সপ্ত সমুদ্র আলোড়ন করিয়া বেড়াইতেছে। ধন্য উইলবার্‌ফোর্স! ধন্য তোমার জীবন! কত দিন হইল তুমি পৃথিবী ত্যাগ করিয়া * বৈকুণ্ঠ ধামে গমন করিয়াছ, কিন্তু তোমার জীবন্ত বিশ্বপ্রেম আজও প্রতি ইংরাজকে দেবতা করিয়া রাখিয়াছে!

জন্ হাউয়ার্ড।

আর একজন সন্ন্যাসীর জীবনী ধরি। চল, একবার অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় কারাগারের অভ্যন্তরে যাই—যথায় যমসদৃশ জেলারেরা কশা হস্তে হতভাগা এবং হত-ভাগিনীর দলকে তাড়াইয়া লইয়া বেড়াইতেছে, কোন কাজ করিতে একটু বিলম্ব হইলে তৎক্ষণাৎ কশাঘাতে তাহাদিগের পৃষ্ঠদেশ ক্ষতবিক্ষত করিতেছে, সমস্ত দিন কঠিন পরিশ্রমে

* ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে জুলাই এই মহাপুরুষের মৃত্যু হয়।

করাইয়া অনশনে বা অর্দ্ধাশনে তাহাদিগকে পশুপালের ন্যায় পবনদেবসম্পর্ক-বিরহিত ভীষণ অন্ধকারাগারে পূরিয়া চাবি দিতেছে। তথায় দাঁড়াইয়া হতভাগা ও হতভাগিনীদিগের দুঃখে যিনি নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছেন ঐ মহাপুরুষ কে? যিনি কুষ্ঠরোগাক্রান্ত রোগীদিগের রুগ্নশয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অম্লানবদনে তাহাদিগের শুশ্রূষা করিতেছেন, ঐ দেবতা কে? উনিই প্রাতস্মরণীয়-চরিত জন্ হাউয়ার্ড। সেই অভাগা ও অভাগিনীগণের দুঃখ-কাহিনী ইনিই মুক্ত-কণ্ঠে জগতে প্রচার করেন। যখন সমস্ত পৃথিবী অপরাধী ও অপরাধিনীগণের দুঃখ-যন্ত্রণায় সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল; সেই সময়ে তাহাদের অবস্থা ভাবিয়া হাউয়ার্ডের প্রাণ কাঁদিল। যাহাদিগকে পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়াছে, বিস্মৃতিজলে বিস-র্জ্জন দিয়াছে, সেই অভাগা ও আগিনীগণের প্রতি হাউ-য়ার্ডের হৃদয় প্রেমবিগলিত ভাব ধারণ করিল। কারাবাসীকে দেখিলে লোকের মনে ঘৃণার উদ্রেক হইত, কিন্তু তাহাদের দুঃখে তাহাদের হতাশাপীড়িত অবস্থায়, তাঁহার হৃদয় নিদারুণ ব্যথিত হইত। তিনি প্রতি কারাগারে তাহাদিগের অবস্থা দেখিয়া বেড়াইতেন। শুদ্ধ ইংলণ্ড নয়, সমস্ত ইউরোপ তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র ছিল। তিনি ইউরোপের সমস্ত কারা-গার পরিদর্শন করিয়া বিভিন্ন দেশের কারাবাসীদিগের অবস্থা তুলনায় সমালোচনা করিতেন। কারাগারের প্রস্তর-ময় প্রাচীর ভেদ করিয়া যে দুঃখের কাহিনী বাহিরে যাইত না, হাউয়ার্ড আজ সেই দুঃখের কাহিনী জগতে গাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অনাহারে, কশাঘাতে, কত শত নর নারী কারাগারের অভ্যন্তরে সমাধিনিহিত হইত, পৃথিবী

তাহার সংবাদ রাখিত না; আজ হাউয়ার্ড সে সকল গুপ্ত-হত্যার সংবাদ জগতে প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কারাগারের তমোময় নিভৃত নিশ্বাসে কত লোক মলমূত্রে পচিয়া মরিয়া থাকিত, জগৎ তাহার সন্ধান রাখিত না আজ হাউয়ার্ড সেই সকল শোচনীয় ঘটনা জগতে প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কালে তাঁহার প্রচারের ফল সকল দেশেই ফলিতে লাগিল। ইউরোপের সকল কারা-বাসীই তাঁহার পরিশ্রমের উপকার কিছু কিছু পরিমাণে পাইতে লাগিল। এখন যে ইউরোপের সর্ব্বত্র বায়ু-সঞ্চা-লিত, সুপ্রশস্ত, সুপরিষ্কৃত, সুসজ্জিত, বিলাসদ্রব্যপূর্ণ কারা-গার সকল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এই মহাপুরুষের কীর্ত্তির জ্বলন্ত প্রমাণ।

১৭২৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্ হাউয়ার্ড ইংলণ্ডের অন্তর্গত হ্যাক্‌নে নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা এক জন ব্যবসায়ী লোক ছিলেন, এবং ব্যবসায় দ্বারা যথেষ্ট সম্পত্তি করিয়া-ছিলেন। তিনি পুত্রকেও ব্যবসায় শিখাইবার জন্য এক কারখানায় শিক্ষানবীশ রাখিলেন। সেই সময়েই তাঁহার মৃত্যু হইল। মৃত্যুকালে তাঁহার বিপুল সম্পত্তি তিনি উইল দ্বারা আপনার পুত্র ও কন্যাকে দিয়া গেলেন; কিন্তু বন্দো-বস্ত করিয়া গেলেন যে, পুত্রের ২৫ বৎসর বয়স না হইলে, তিনি প্রাপ্তবয়স্ক বলিয়া বিবেচিত হইবেন না। পিতার, মৃত্যুর পরে হাউয়ার্ড শিক্ষা-নবীশি ছাড়িয়া দিলেন। কারণ, ব্যবসায় তাঁহার ভাল লাগিল না। ছাড়িয়া দিয়া তিনি ষ্টোক নিউইংটন নগরের ক্রাইষ্ট ষ্ট্রীটে একটী বাসা লইলেন তাঁহার শরীর এ সময়ে বড় অসুস্থ ছিল। সারা লাড্‌লেন্

নামক এক প্রবীণা বিধবা রমণী সেই বাসাবাড়ীর অধিস্বামিনী ছিলেন। তিনি প্রাণপণে হাউয়ার্ডের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। হাউয়ার্ড অচিরকাল মধ্যে নিরাময় হইয়া উঠিলেন। তিনি কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তাঁহার পাণিগ্রহণে ইচ্ছুক হইলেন। বিধবা রমণী তাঁহা অপেক্ষা প্রায় ২৪ | ২৫ বৎসরের বড়। এই জন্য তিনি অনেক আপত্তি করিলেন। কিন্তু হাউয়ার্ড সে আপত্তি গ্রাহ্য করিলেন না। প্রবীণা রমণী তাঁহার আগ্রহাতিশয়ে শেষে অগত্যা সম্মত হইলেন। হাউয়ার্ড লোকের নির্যাতন ভয়ে গোপনে তাঁহাকে বিবাহ করিলেন. ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে এই বিবাহ হয়। কিন্তু তিনি অধিক দিন এই পতিপরায়ণা রমণীর শুশ্রূষা ভোগ করিতে পারেন নাই। কারণ, তিন বৎসরের মধ্যেই তিনি বিপত্নীক হন। ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই নবেম্বর চুয়ান্ন বৎসর বয়সে, তাঁহার পত্নীর মৃত্যু হয়। তাঁহারা এই তিন বৎসর অতি সুখে কাটাইয়াছিলেন। পত্নীর মৃত্যুতে হাউয়ার্ড অতিশয় শোকাকুল হইলেন।

পর বৎসরে (১৭৫৬ খ্রীঃ) তিনি এক খানি পর্টুগীজ জাহাজে করিয়া লিসবনে যাইতেছিলেন। এক খান ফরাসি জাহাজ পথিমধ্যে তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করিল। ফরাসি কারাগারের দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা নিজে অনুভব করিয়া তিনি কারাগার-সংস্কারে জীবন উৎসর্গ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন, দুই দিন নিরম্বু উপবাসী অবস্থায় তাঁহারা ফ্রান্সের অন্যতম বন্দর ব্রেষ্ট নগরের দুর্গে নীত হইলেন। সেখানে তিনি ছয় রাত্রি শুষ্ক খড়ের উপরে পড়িয়া রহিলেন। তথাকার মর্টেক্স, কার্টেস, ব্রেণ্ট, ম্যার্লেক্স ও ডুইনাইন প্রভৃতি নগরের

কারাগারে অনেক ইংরাজ বন্দী ছিল। তাহাদিগের সহিত তাঁহার লেখালিখি চলিতে লাগিল। তিনি বিবিধ প্রমাণ পাইলেন যে, ইংরাজ বন্দীদিগের প্রতি ফরাসীরা অতি নৃশংস ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই নৃশংস ব্যবহারে কত শত ইংরাজ বন্দী শমন-সদনে প্রেরিত হইয়াছে। পাঠক! এই বলিলেই মৃত্যুসংখ্যা অনুমান করিতে পারিবেন যে, ডুইনানে একটী গর্ত্তে এক দিনে ছত্রিশ জন ইংরাজ বন্দীকে জীবন্ত প্রোথিত করা হয়। হাউয়ার্ডের কোমল হৃদয় ইহাতে বিগলিত হইল। তিনি ইংলণ্ডে আসিয়া এই সকল কথা জানাইলে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ফরাসী গবর্ণমেণ্টকে ভর্ৎসনা করিয়া চিঠি লিখিলেন। তাহাতে ফরাসী গবর্ণমেণ্ট লজ্জিত হইয়া অবশিষ্ট ইংরাজ বন্দীদিগকে ছাড়িয়া দিলেন।

তাহার পরে তিনি ইতালীর কারাগার সকল পরিদর্শন করিতে ইতালী যাত্রা করিলেন। ইতালী হইতে প্রত্যাগত হইয়া তিনি আবার বিবাহ করিলেন। এই রমণী একটী পুত্র সন্তান প্রসব করিয়া সূতিকাগারেই প্রাণত্যাগ করিলেন। সন্তানটীও কালে উন্মাদ-রোগগ্রস্ত হইল। হাউয়ার্ড ভগ্নমনে ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী বেডফোর্ড নগরের অদূরবর্ত্তী নিজ জমীদারীতে গমন করিলেন। এইখানেই তাঁহার জীবনের মাহাত্ম্য বিশেষরূপে প্রচারিত হয়।

১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে তিনি বেডফোর্ড কাউণ্টির সেরিফপদে অভিষিক্ত হন। বেডফোর্ডের কারাগার সকল ও কারাবাসিগণের অবস্থা তাঁহার চিত্তকে আকৃষ্ট করে। তাঁহার প্রথমে বোধ হইয়াছিল যে, বেডফোর্ডের কারাগার সকলের মত জঘন্য ও নৃশংসতার আবাসভূমি কারাগার বুঝি ব্রিটনে আর

কুত্রাপি নাই। এই বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ হইবার জন্য তিনি ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও আয়র্লণ্ডের কারাগার সকল পরিদর্শন করিয়া বেড়াইলেন। যতই অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, ততই মর্ম্মভেদী ঘটনা সকল বিদিত হইতে লাগিলেন। তিনি স্বচক্ষে দেখিলেন, সুতরাং তাঁহার প্রতীতি জন্মিল যে, ব্রিটনের কারাগার সকল নিলর্জ্জতার গহ্বর ও পাপের অগ্নিকুণ্ড। যাহারা কারাগারে যায়, শুদ্ধ তাহাদিগেরই শরীর ও নীতি যে কলুষিত হয়, এরূপ নহে; কিন্তু তাহারা বাহির হইয়া আসিয়া সমাজমধ্যে সেই শারীরিক ও নৈতিক পীড়া সংক্রামিত করে। হাউয়ার্ড পার্লেমেণ্টকে এই বিষয় বিদিত করিলেন। পার্লেমেণ্ট তাঁহার স্বাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া, তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলেন।

এই সকল কারাগারে তৎকালে একপ্রকার সংক্রামক জ্বরের অতিশয় প্রাদুর্ভাব ছিল। ইহাকে কারা-জ্বর বলিত। ঘাতকের হস্তে যত কারাবাসী না মরিত, এই জ্বরের হস্তে তাহা অপেক্ষাও অনেক অধিক কারাবাসী মরিত। শুদ্ধ কারাবাসী নয়—জজ, মাজিষ্ট্রেট, জুরী, স্বাক্ষী ও জেল-দারোগা—যাঁহারা কার্য্যগতিকে কারাবাসীর নিকটবর্ত্তী হইতেন, তাঁহারাও এই সংক্রামক জ্বরে আক্রান্ত হইয়া অকালে কালকবলে পতিত হইতেন। তিনি আরও দেখিলেন—দাওয়ানী ও ফৌজদারী জেল একত্র মিশিয়া আছে; অপরাধী ও ঋণী একপ্রকার শাসনের অধীনে রহিয়াছে; দেখিলেন, যাহারা আপীলে খালাস পাইয়াছে, তাহারা ফিজ দিতে না পারায়, এখনও কারাগারে রহিয়াছে। এই সমস্ত দেখিয়া তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে,—"এই কারাগার

সকল 'সংশোধনাগার' না হইয়া পাপাগার হইয়া পড়িয়াছে; এই সকল হইতে সমাজের যেরূপ ভীষণ অনিষ্ট হইতেছে, এমন আর কিছু হইতেই নয়; একজন লোক কারাগারে যাইবার সময়ে যে পরিমিত পাপ লইয়া যায় ফিরিয়া আসিবার সময়ে তাহার শতগুণ পাপ লইয়া আইসে; সুতরাং বর্ত্তমান কারাগার সকল হইতে সমাজের যে পরিমাণে ইষ্ট হইতেছে,তাহার শত গুণ অনিষ্ট হইতেছে।"

এই হতভাগ্যগণের দুঃখে হাউয়ার্ডের হৃদয় ফাটিয়া গেল। তাঁহার সমস্ত মানসিক শক্তি, তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি, এবং তাঁহার পদের সমস্ত প্রভাব, তিনি এই হতভাগ্যদিগের দুঃপাপনোদনে ব্যয়িত করিতে একান্ত কৃতসঙ্কল্প হইলেন। আহার নাই, নিদ্রা নাই, বিশ্রাম নাই—যোগী হাউয়ার্ড নিরন্তর এই কার্য্যে নিযুক্ত। তাঁহার উদ্দীপনায় গবর্ণমেণ্টও উত্তেজিত হইলেন। তাঁহার হস্তে গবর্ণমেণ্ট কারা-সংস্কারের ভার অর্পণ করিলেন। তাঁহার অভীষ্ট কিয়ৎপরিমাণে সুসিদ্ধ হইল। তাঁহার তত্ত্বাবধানে অনেকগুলি কারাগার ভাঙ্গিয়া নূতন প্রণালীতে গঠিত হইল। অনেকগুলিতে কারাবাসিগণের আহারের সুব্যবস্থা করা হইল। প্রত্যেক ক্ষুদ্র কুঠরীতে বাইবেল রাখা হইল। কারাবাসিগণের ধর্ম্মবুদ্ধি পরিপুষ্ট করিবার জন্য প্রতি কারাগারে এক এক জন করিয়া ধর্ম্মযাজক নিযুক্ত করা হইল।

দেশে কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়া উৎসাহিত হইয়া হাউয়ার্ড সমস্ত ইউরোপের কারাগার পরিদর্শন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। এই উদ্দেশে হাউয়ার্ড ফ্রান্স, ফ্লাণ্ডার্স, হলাণ্ড, জার্ম্মণী, সুইজলণ্ড, প্রুসিয়া, অষ্ট্রিয়া, ডেনমার্ক,

সুইডেন, রুসিয়া, পোলাণ্ড, স্পেন ও পর্টুগেল—ক্রমে এই সমস্ত দেশ প্রদক্ষিণ করিলেন। পূর্ব্বে ইতালী দেখিয়া আসিয়াছিলেন, সুতরাং এবার আর ইতালীতে যাইলেন না। পাঠক! আজ কাল ইউরোপের চতুর্দ্দিকে যেরূপ লৌহ-বর্ত্ম নির্ম্মিত হইয়াছে, ভাবিবেন না যে, তখনও সেইরূপ ছিল। ইউরোপের এ সকল উন্নতি বর্ত্তমান শতাব্দীতে ঘটিয়াছে মাত্র। সুতরাং সেই ঘোর যোগী হাউয়ার্ডকে পাদযানে বা নৌযানে এই প্রকাণ্ড ইউরোপ ভূমি প্রদক্ষিণ করিতে হইয়াছিল। ইহাতে তিনি ধনে প্রাণে গিয়াছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না! প্রকৃতির শোভা বৈচিত্র্য দর্শন বা রাজপ্রাসাদের প্রসাদভোগ করিতে তিনি যান নাই যে, তাঁহার দেহ ও মন পুলকিত হইবে। কারাগারের পূতিগন্ধ-বিশিষ্ট দুষ্প্রবেশ্য স্থান সকল তাঁহার একমাত্র তীর্থস্থল ছিল। সেই সকল তীর্থস্থলে চোর, ডাকাত, বদমায়েস—তাঁহার একমাত্র সহতীর্থ ছিল। তিনি তাহাদিগকে কখন অর্থ দিয়া, কখন উপদেশ দিয়া, কখন বা শুদ্ধ মিষ্ট কথা বলিয়া তাহাদিগের কষ্ট কথঞ্চিৎ দূর করিতে চেষ্টা করিতেন। এই অনন্ত বিশ্ব সেই বিশ্বপ্রেমিকের গৃহ ছিল। তিনি সকল স্থলেই আত্মনির্ব্বিশেষে সকলকে ভাল বাসিতে পারিতেন। বিশেষতঃ যে সকল কারাবাসিগণের দুঃখ কেহ জানিত না, কেহ শুনিত না, তিনি পুত্রনির্ব্বিশেষে তাহাদিগকে ভালবাসিতেন। তাঁহার সময় ও সম্পত্তি তিনি তাহাদিগের কার্য্যে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার অতুল সম্পত্তি এই কার্য্যে ব্যয় করিয়া তিনি ভিখারী হইয়াছিলেন, তথাপি এক দিনও স্খলিতব্রত হন নাই।

তাঁহার হৃদয় ইহাতেও পরিতৃপ্ত হইল না তিনি দেখিলেন, কারাবাসিগণের ন্যায় গলিত-কুষ্টরোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণের সংবাদ পৃথিবী লয় না। তাহারা চিকিৎসালয়ের দূষিত বায়ুতে যে জীবন্ত সমাধিনিহিত হইতেছে, পৃথিবী সে দিকে ভ্রূক্ষেপও করে না। কিন্তু যাহাদিগের দিকে তাকাইবার কেহ নাই, যাহাদিগের দুঃখকাহিনী শুনিবার কেহ নাই, হাউয়ার্ডের দৃষ্টি ও শ্রুতি তাহাদিগের দিকেই ধাবিত হইত। তিনি ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইতালী—অধিক কি সুদূর স্মার্ণা ও কনেষ্টাণ্টিনোপল—পর্য্যন্ত এই উদ্দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইলেন। কুষ্ঠরোগের অব্যর্থ ঔষধ সঙ্গে লইয়া নিজে রোগীদিগকে খাওয়াইতে লাগিলেন; রোগীর রুগ্নশয্যার পার্শ্বে বসিয়া তাহার শুশ্রূষা ও সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। কুষ্ঠরোগীর রুগ্নাশ্রয়ের দূষিত বায়ুর অবিরাম অনুসেবনে তিনি কনেষ্টাণ্টিনোপলে সংক্রামক জরাক্রান্ত হইলেন। এবার অতি কষ্টে তাঁহার প্রাণরক্ষা হইল। তিনি অনেক দিন পরে ইংলণ্ডে প্রত্যাগত হইয়া, দেখিয়া আহ্লাদিত হইলেন যে, তাঁহার কারাগার-সংস্কার-বিষয়ক প্রস্তাব সকল প্রায়ই কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। তিনি ইংলণ্ডে আসিয়া আপনার পরিদর্শনের ফল পুস্তকারে মুদ্রিত করিলেন। তাহা পাঠ করিয়া পাষাণও বিগলিত হইল।

কুষ্ঠরোগের দূষিত বায়ুর অনুসেবনে একবার প্রাণ হারাইতে হারাইতে রহিয়া গিয়াও হাউয়ার্ডের চৈতন্য হইল না, অথবা কেন হইবে? পরহিতব্রতে উৎসর্গীকৃত-প্রাণ কোন্ মহাপুরুষ কবে মৃত্যুভয়ে কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান হইতে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন? হাউয়ার্ড ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে

আবার ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া প্রাচ্য দেশাভিমুখে গমন করিলেন। সন্ন্যাসী কৃষ্ণসাগরতীরবর্ত্তী রুসীয় নগরী খার্সনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু এবার তাঁহার জীবনের দিন সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিয়াছিল। অর্দ্ধাশনে বা অনিয়মিতাশনে নিরন্তর পর্য্যটনে তাঁহার শরীর ভগ্নপ্রায় হইয়া গিয়াছিল; সুতরাং এখানকার কুষ্ঠাশ্রয় সকল পরিদর্শন করিতে করিতে তিনি সহসা জ্বরাক্রান্ত হইলেন। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সেই দুরন্ত ব্যাধি তাঁহাকে এ পৃথিবী হইতে লইয়া গেল। তথায় একজন ফরাসী ভদ্রলোক তাঁহার অতিশয় যত্ন করিয়াছিলেন। হাউয়ার্ডের ইচ্ছানুসারে সেই ফরাসী ভদ্রলোকের উদ্যানে তাঁহার দেহ সমাধিনিহিত করা হইল। নরদেহ মাটীর জিনিষ; মাটীতে মিশিয়া গেল। কিন্তু কীর্ত্তি অমর, সুতরাং হাউয়ার্ডের কীর্ত্তি অনন্তকাল রহিয়া গেল। কে জানিত যে, আজ এই সুদূর অনুগাঙ্গ প্রদেশের নির্জ্জন কুটীরে বসিয়া এই ভারত-যুবক সেই মহাপুরুষের যশোগান করিবে? কে জানিত—আজ সেই দেব হাউয়ার্ডের প্রেতদেহের উদ্দেশে এই ভারত-যুবকের নয়ন বহিয়া অশ্রুধারা পতিত হইবে? কোথায় তিনি, আর কোথায় আমি? তথাপি কেন আজ আমি তাঁহাকে সম্মুখে দেখিতেছি? কে বলে, হাউয়ার্ড মরিয়াছেন? না—তিনি মরেন নাই। যিনি অসংখ্য প্রাণের রক্ষার জন্য নিজের প্রাণ বলি দেন, তিনি কখনই মরেন না।

সার্ সামুয়েল্ রোমিলী।

আমরা এখানে ইংলণ্ডের আর এক জন মহাপুরুষের নাম উল্লেখ করিব। তাঁহার নাম সার্ সামুয়েল্ রোমিলী।

যে ইংরাজ জাতি আজ জগতের সভ্যতম জাতি বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের দণ্ডবিধি এরূপ নৃশংস ছিল যে, তাঁহাদিগকে যে ভারতবাসীরা রাক্ষস বলিত, তাহা নিতান্ত নিরর্থক বলিয়া প্রতীত হয় না। ভারতবর্ষে তাঁহাদিগের সেই রাক্ষসাচারের জলন্ত দৃষ্টান্ত মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁশি। তাৎকালিক ব্রিটিশ দণ্ডবিধির সার্দ্ধ শত ধারায় প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। দুগ্ধপোষ্য শিশুও এই ভীষণ দণ্ডবিধির হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারিত না। চঞ্চলমতি বালক কাহারও একটী ফুল ছিঁড়িলেও,কারাগারে প্রেরিত হইত। ফাঁশিকাষ্ঠ সর্ব্বদাই সজ্জিত থাকিত। রবিবার ভিন্ন এমন বার ছিল না, যে বারে কোন না কোন লোকের ফাঁশি না হইত। তবে সোমবার অতি প্রশস্ত বলিয়া বিবেচিত হইত। কারণ, যাহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইত, দয়া করিয়া তাহাকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইবার নিমিত্ত এক দিন সময় দেওয়া হইত। শুক্রবারে বিচার হইয়া তাহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইলে, অভাগা শনি রবি দুই দিনের সময় পাইত। কারণ, রবিবার নিষিদ্ধ দিন। এই জন্য সাধারণতঃ শুক্রবার বিচার ও সোমবার ফাঁশি হইত।

ইংরাজ জজ কেবল ফাঁশিতেই সন্তুষ্ট হইতেন, এরূপ নহে। কখন কখন দণ্ডিতকে অশ্বপদে বাঁধিয়া অশ্ব ছাড়িয়া দিতে বলিতেন। অশ্ব ক্রমাগত দৌড়িতে থাকিত,এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে দণ্ডিতের দেহ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইত। কখন কখন তাহার শিরশ্ছেদনের আদেশ হইত। কখন বা তাহার প্রত্যঙ্গ সকল কাটিয়া দিবার,এবং কখন বা তাহাকে জীবিত

দগ্ধ-করণের আদেশ প্রদান করা হইত। তাহা অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর শাস্তি ছিল—জীবিত মনুষ্যের পেট চিরিয়া নাড়ী ভুঁড়ি বাহির করিয়া লওয়া হইত। কখন বা তাহাকে টিক্‌টিকিতে চড়াইয়া পাথর ছুড়িতে ছুড়িতে তাহার প্রাণ বাহির করিয়া ফেলা হইত। কখন বা তাহাকে বেত মারিতে মারিতে "নিউগেট" হইতে "টাইবরণে" লইয়া যাওয়া হইত, এবং "টাইবরণ" হইতে "নিউগেটে" ফিরাইয়া আনা হইত। ফিন্‌কি দিয়া রক্ত ছিটিয়া পড়িয়া সকলের গা ভাসিয়া যাইত, তথাপি বিচারকদিগের মনে দয়ার উদ্রেক হইত না। এই যাতায়াতেই অনেক দণ্ডিতের প্রাণবিয়োগ হইত। রাক্ষস রাজার রাক্ষস বিচারক, এবং রাক্ষস বিচারকের রাক্ষসী শাস্তি!

ইংরাজ যে আজ কাল কথঞ্চিৎ সভ্য হইয়াছেন, সে সার সামুয়েল রোমিলীর প্রাণোৎসর্গে। পূর্ব্ব অসভ্যতার চিহ্নস্বরূপ ফাঁশি ও বেত্রাঘাত ইংরাজ দণ্ডবিধিকে আজও দূষিত করিয়া রাখিয়াছে। ইংরাজ দণ্ডবিধির এই ঘোর নৃশংসতা-কলঙ্ক অপনোদন করিবার জন্যই যেন সার্ সামুয়েল রোমিলীর জন্ম হয়। তিনি তাঁহার অতি পরিমার্জ্জিত মন ও অত্যুদার হৃদয়কে এই মহৎব্রত সাধনে আজীবন নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার অন্তরে নিষ্ঠুরতার প্রতি বলবতী ঘৃণা পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার নিজের কথায় আমরা তাঁহার মনের ভাব ব্যক্ত করিব। "নরহত্যা বা অন্য কোন নৃশংস কার্য্যের বিবরণ পাঠ করিলে আমার হৃদয়ে ভয়ানক ভাবের আবির্ভাব হইত। নিউগেট কারাগারে যে সকল উৎসৃষ্টপ্রাণ* ব্যক্তিগণকে জীবন্ত দগ্ধ করা

* Martyrs.

হইত, তাঁহাদিগের বিবরণ পাঠ করিয়া ব্যক্তিগণকে জীবন্ত দগ্ধ করা হইত, তাঁহাদিগের বিবরণ পাঠ করিয়া আমি কত রাত্রি ভয়ে নিদ্রা যাইতে পারি নাই, নিদ্রা যাইলেও, স্বপ্ন তাহার ব্যাঘাত সম্পাদন করিত। স্বপ্নে সেই সকল অর্দ্ধদগ্ধ বিকট মূর্ত্তি আমার সম্মুখে উপস্থিত হইত, অমনি নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যাইত! কল্পনা আমার সম্মুখে সতত ফাঁশি, নর-হত্যা ও শোণিতপাতের দৃশ্য অবতারিত করিত। আমি সেই সকল দেখিয়া ভয়ে অভিভূক্ত হইয়া শয্যায় দেহ লুকাইবার চেষ্টা করিতাম। রজনীর গাঢ় অন্ধকারে আমি জাগিয়া থাকিতে ভয় করিতাম, কিন্তু ভীষণ উপদ্রবে নিদ্রা যাইতে পারিতাম না। এই জন্য আমি সান্ধ্য উপাসনার সময়ে প্রতিদিন ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতাম, যেন তিনি সে রাত্রি বিনা ভীষণ স্বপ্নদর্শনে আমাকে নিদ্রা যাইতে দেন।" নৃশংসতাবিদ্বেষের কি অপূর্ব্ব চিত্র!

এই সুযোগে আমরা রোমিলীর জীবনচরিত-সম্বন্ধে কিছু বলিব। রোমিলীর পিতা এক জন ফরাসি প্রোটেষ্টাণ্ট ছিলেন। তিনি ক্যাথলিক গবর্ণমেণ্টের নির্যাতনে দেশ ছাড়িয়া লণ্ডনে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। লণ্ডনবাসিনী একটি ফরাসি রমণীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। এই বিবাহে অনেকগুলি সন্তান জন্মিয়াছিল, কিন্তু তিনটী বই দীর্ঘজীবী হয় নাই। সামুয়েল তাহার মধ্যে সর্ব্ব কনিষ্ঠ। এক জন সুশিক্ষিত ফরাসি রমণী বাল্যে ইহাঁর শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ইনিও ক্যাথলিক নির্যাতনে স্বদেশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার স্নেহ-প্রবৃত্তির তীক্ষ্ণতা ও সবিষাদ ভাবুকতার মূল এই ধর্ম্মপরায়ণা বিদুষী ফরাসী রমণী।

রোমিলী কিছু বড় হইলে, তাঁহাকে একটী স্কুলে দেওয়া হয়। এই স্কুলের শিক্ষক, পড়াইতে যত পারুন্ আর নাই পারুন্ বেত্রপ্রহারে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি নব নব শাস্তির উদ্ভাবন করিয়া বিদ্যার অভাব পরিপূরণ করিতেন। শিক্ষকের এই নিষ্ঠুরতায় রোমিলী নৃশংসতাবিদ্বেষী হইয়া উঠিলেন। যাহা হউক, এই শিক্ষকের নিকট কিঞ্চিৎ ইংরাজী শিখিয়া তিনি স্কুল ছাড়িলেন। তাঁহার পিতার জহরতের ব্যবসায় ছিল। তিনি স্কুল ছাড়িয়া সেই ব্যবসায়ের হিসাব পত্রাদি-বিষয়ে পিতার সাহায্য করিতে লাগিলেন। হিসাবপত্র রাখিয়া তিনি অনেক অবসর পাইতেন, সেই অবসরকালে তিনি আপন চেষ্টায় গ্রীক্ ও লাটিন্ শিখিলেন। এইরূপে দুই তিন বৎসর যায়, এমন সময়ে কোন আত্মীয় মৃত্যুকালে উইল দ্বারা তাঁহাদিগকে দেড় লক্ষ টাকা দিয়া যান। এই অভাবনীয় ধনাগমে উৎসাহিত হইয়া রোমিলীর পিতা তাঁহাকে ব্যবহারাজীবের ব্যবসায়ে দীক্ষিত করিবার সঙ্কল্প করেন। তদনুসারে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে রোমিলী 'গ্রেজ ইনে' প্রবিষ্ট হন এবং যথাসময়ে ব্যারিষ্টার হইয়া ব্যবহারাজীবের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন।

'বারে' প্রাধান্য লাভ করিতে রোমিলীর অনেক দিন লাগিল। দণ্ডবিধির সংস্কার-সাধনে তিনি যে কৃতসঙ্কল্প ছিলেন, এ কথা তিনি এক দিনও গোপন রাখেন নাই। দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতে আইনের দোহাই দিয়া প্রতিদিন যে সকল নীতিবিগর্হিত কার্য্য অনুষ্ঠিত হইত, তিনি মুক্তকণ্ঠে সে সকলের প্রতিবাদ করিতে কখনই ভীত হইতেন না। যদিও ইহাতে আপাততঃ তাঁহার পশারের কিছু ক্ষতি

হইল—যদিও আপাততঃ বড় বড় জমীদার ও ধনী চটিয়া যাইতে লাগিলেন, তথাপি তাঁহার প্রতিভা কালে এত স্ফূর্ত্তি পাইল যে, সকল দুর্লঙ্ঘ্য বিঘ্ন সত্বেও তাঁহার পশার অতিশয় বাড়িয়া গেল। ক্রমে তাঁহার নাম দিগন্তব্যাপী হইয়া উঠিল। এই উন্নতিমুখে ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী হার্টফোর্ট শায়ারের মিস্ গার্ব্বেট নাম্নী এক যুবতীকে বিবাহ করিলেন।

১৮০৬ খৃষ্টাব্দে রোমিলী সলিসিটর জেনারেলের পদে অভিষিক্ত হইলেন। সেই সময়েই তিনি 'কুইন্সবরার' প্রতিনিধি-রূপে হাউস অব কমন্সে প্রবিষ্ট হন, এবং সার্ সামুয়েল হন। এই সময় হইতেই তাঁহার জাতীয় জীবন আরম্ভ হয়। সাধারণ জীবনের ক্রমানুবর্ত্তী শান্তি ও তরঙ্গের মধ্যেও তিনি আপনার জীবনের লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত হন নাই। পার্লেমেণ্টের প্রতি সেশনেই তিনি ফৌজদারী আইনের সংশোধনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। তাঁহার বাগ্মিতা—সত্য, ন্যায় ও মনুষ্যত্বের সমর্থনেই সতত ব্যয়িত হইত। আত্মীয় স্বজনের আদরে সুখী, পতিপ্রাণা ভার্য্যার প্রেমে সুখী, সন্তান সন্ততিদিগের প্রতি বাৎসল্যে সুখী, এবং সাধু ও মহৎ লোকের শ্রদ্ধা ভক্তিতে সুখী হইয়াও সার সামুয়েল্ দুঃখীদিগকে ভুলেন নাই। নিজের সৌভাগ্য সূর্য্যের আলোকে সমাসীন হইয়াও, দুর্ভাগ্যের অন্ধতমসে যাহারা বসিয়া আছে, তাহাদিগকে ভুলেন নাই। তিনি জানিতেন যে, তিনি যে সময়ে সুখে কাল কাটাইতেছেন, তখন কত শত লোক দুঃখ যন্ত্রণায় মরিয়া যাইতেছে। এই জন্য তাঁহার মনে সর্ব্বদাই হর্ষে বিষাদ উপস্থিত হইত। এই

জন্য তিনি তাহাদিগের দুঃখমোচনে নিজের ধন প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। যদিও তিনি নিজের জীবদ্দশায় আপনার অজস্র চেষ্টার বিশেষ ফল দেখিয়া যাইতে পারেন নাই, তথাপি ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টা নিষ্ফলা হয় নাই। তাঁহার সেই জ্বালাময়ী বক্তৃতায় পাষাণও বিগলিত হইতে লাগিল। সেই বক্তৃতার মোহিনী-শক্তিবলে ইংরাজ জাতির অয়োময় হৃদয় বিগলিত হইল। ইংলণ্ডের পার্লেমেণ্টে এই বিষয় লইয়া ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইল।

এই সময়ে (১৮১৮ খৃষ্টাব্দে) সহসা তাঁহার প্রণয়িনীর সাংঘাতিক পীড়া উপস্থিত হইল। উভয়ের জীবন যে একভাবে কেমন গ্রথিত ছিল, রোমিলীর দৈনন্দিন আত্মবিবরণী হইতে এক ছত্র তুলিয়া পাঠককে উপহার দিয়া তাহা বুঝাইতেছি। "৯ই অক্টোবর—আজ স্ত্রী একটু ভাল ছিলেন বলিয়া কত দিন পরে ঘুমাইয়া বাঁচিয়াছি।" কিন্তু বিধাতা তাঁহার অদৃষ্টে অধিক দিন ঘুম লিখেন নাই। তাঁহার স্ত্রীর পীড়া তাহার পরেই আবার বাড়িয়া উঠিল। ২০এ অক্টোবরে তাঁহার স্ত্রী মানবলীলা সংবরণ করিলেন। শোকে রোমিলী ক্ষিপ্ত হইয়া গেলেন। যে আঘাত তাঁহার মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম ধমনীমণ্ডলকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল। যে জীবন নিরন্তর মানবজাতির দুঃখাপনোদনে ব্যয়িত হইত, আজ সার্ সামুয়েল মনের অসহ্য বেদনায় নিজ হস্তে সেই জীবনের উপসংহার করিলেন। ধন্য রোমিলি! ধন্য বীর! ধন্য তোমার মানবপ্রেম! ধন্য তোমার পত্নীপ্রেম! পুরুষ হইয়া সহমরণে যায়, কে কোথায় শুনিয়াছে? আজ পুরুষজাতির

সেই ঘোর কলঙ্ক তুমি অপনোদন করিলে। তুমি আজীবন যে ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলে, তাহার উদযাপনা করিয়া যাইতে পারিলে না, এই ক্ষোভ রহিয়া গেল। কিন্তু, তোমার তপস্যার ফলে আজ ইংরাজ-জাতি ঘোরতম পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত। তোমার পুণ্যবলে আজ ইংরাজজাতি সভ্য-পদবাচ্য। তোমার মৃত্যুর পরে তোমার তপস্যার ফল ফলিল। ইংরাজ-দণ্ড-বিধির সার্দ্ধশত সংখ্যক ধারায় প্রাণ-দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। তোমার মৃত্যুর পরে সে ধারাগুলি দণ্ডবিধি হইতে একে একে অপসারিত হইল। দুই একটী আজও আছে বটে, কিন্তু তোমার অতীত তপোমাহাত্ম্যে তাহাও এক দিন অপসারিত হইবে। তুমি যে লক্ষ্য সংসা-ধনের জন্য ধন প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলে, আসিয়া দেব! একবার দেখ, তাহা প্রায় সম্পন্ন হইয়াছে। আসিয়া আর এক বার পার্লেমেণ্টের আসনে আসীন হইয়া তোমার হৃদয়ভেদকারিণী বক্তৃতায় পাষাণ গলাইয়া ইংরাজ দণ্ড-বিধির এখনও যে দুই একটী কলঙ্ক আছে, শীঘ্র তাহার ক্ষালন কর। দেব! এই শেষ মিনতি ও পদে।

গারিবল্ডীর প্রতিমা-প্রতিষ্ঠা।

পাঠক! ইংলণ্ড হইতে আমেরিকায় যাইব, মনে সঙ্কল্প ছিল। কিন্তু একি বার ফিরিতে হইল। এক বার প্রাণোৎ-সর্গের জীবন্ত ও জ্বলন্ত ক্ষেত্র ইতালীতে যাইতে হইল। এই তীর্থযাত্রার প্রারম্ভে যে মহাপুরুষকে ইতালীর প্রহরী বলিয়া উল্লেখ করিয়া আসিয়াছিলাম, যিনি সেই বৃদ্ধাবস্থায় ক্যাপ্রেরা দ্বীপে ইতালীর মঙ্গলার্থে শবসাধনা করিতেছিলেন—

সেই মহাপুরুষ—সেই ইতালীর প্রাণের প্রাণ গ্যারিবল্ডী গত (১৮৮২ খৃঃ ৩রা জুন) মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। জগৎকে কাঁদাইয়া, ইতালীকে আঁধার করিয়া, সেই ইতালী-গতপ্রাণ মহাপ্রাণ বীর, ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। সমস্ত ইতালী স্তব্ধ ও হতজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে। যে ইতালীকে তিনি এক দিন নবজীবনে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন, আজ তাঁহার বিরহে সেই ইতালী প্রাণহারা হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। যে দেহের অমিত বলে এক দিন প্রকাণ্ড অষ্ট্রীয় জাতি ধূলির ন্যায় ইতালীক্ষেত্র হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল, সেই অমিত-বল বীরদেহ, ৩রা জুন ক্যাপ্রেরা দ্বীপের মৃত্তিকায় সমাধিনিহিত হইয়াছে। এস, এক বার ইতালীর অধিবাসিবৃন্দের সহিত প্রাণ ভরিয়া কাঁদি। সমস্ত ভারতবাসী এস, একবার ক্রন্দনরোলে গগন বিদারিয়া সেই স্বজাতিপ্রেমিকের জন্য কাঁদি। ভারতের অশ্রুজল ইতালীর অশ্রুজলে মিশিয়া অপূর্ব্ব শান্তিবারির সৃষ্টি করুক। সমস্ত ভারতবাসী সেই শান্তি-জলে উক্ষিত হইয়া নব জীবন প্রাপ্ত হউক!

ঐ যে অষ্ট কৃষ্ণ তুরঙ্গে পরিচালিত কৃষ্ণবস্ত্রে সমাচ্ছাদিত রথখানি শোক-দুর্ভর গতিতে ধীরে ধীরে 'পোর্টাডেল্ পোপোলো' হইতে ক্যাপিটলাভিমুখে যাত্রা করিতেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য সৈনিকপুরুষ কৃষ্ণপতাকা উড্ডীন করিয়া অবনত মস্তকে, ও অগণ্য ইতালীয় লোক কৃষ্ণ পরিচ্ছদ পরিয়া সাশ্রুলোচনে স্খলিতপদে চলিতেছে, ও কোন্ দেবতার রথ? দোকানদার দোকান ফেলিয়া, শিল্পী যন্ত্র ছাড়িয়া, লেখক কলম ফেলিয়া, রাজনৈতিক রাজ্যচিন্তা

পরিত্যাগ করিয়া এবং রমণীরা বিলাস ত্যজিয়া যে রথযাত্রায় যোগ দিবার জন্য দ্রুতগতিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতেছে, ও কোন্ দেবতার রথ? ঐ যে অসংখ্য লোকে রথ হইতে শ্বেত প্রস্তরময় অর্দ্ধ-মূর্ত্তি ক্যাপিটলের চন্দ্রাতপের নিম্নে সংস্থাপিত করিল, উনি কোন্ দেবতা? আর ঐ যে তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া পূর্ণ শ্বেত-প্রস্তরময়ী দেবী দক্ষিণ হস্তে বিজয়-মুকুট লইয়া প্রথম দেবতার মস্তকে পরাইয়া দিতেছেন এবং বামহস্তে দণ্ড ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, ইনিই বা কোন্ দেবতা? ঐ যে অর্দ্ধমূর্ত্তি দেখিতেছ, উহা ইতালীর উদ্ধার-কর্ত্তা গ্যারিবল্ডী; আর ঐ যে দেবীমূর্ত্তি দেখিতেছ, উহা স্বয়ং ইতালীদেবী। গত ১৮৮২ সালের ১১ই জুন গ্যারি-বল্ডীর স্মরণার্থ সমস্ত ইতালীবাসী মিলিয়া এই প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। যেমন প্রাণোৎসর্গ, তেমনি প্রতিষ্ঠা! এই প্রাণোৎসর্গের প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়াই ভারতবাসীরা এক দিন চৌষট্টী কোটী দেবতার উপাসক হইয়াছিলেন। ঐ যে জগন্নাথদেবকে দেখিতেছ, যাঁহার রথের রজ্জুস্পর্শ করিতে পারিলেও, ভারতবাসী যেন আপনাকে স্বর্গের অধিকারী বলিয়া বিবেচনা করেন; যাঁহার রথচক্রে নিষ্পে-ষিত হইলেও ভারতবাসী যেন স্বশরীরে স্বর্গে যান, সে জগন্নাথদেব দেবতা নহেন—একজন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ প্রচারক। আর ঐ যে বৌদ্ধ মন্দিরে প্রশান্ত মুক্তিকামী শ্বেত-প্রস্তরময় মূর্ত্তি দেখিতেছ, উনি দেবতা নন—কপিলবাস্তু নগরের অধীশ্বর জগদারাধ্য মহাপ্রাণ শাক্যসিংহ। যে নিরীশ্বর বৌদ্ধজগৎ স্বর্গ ভুলিয়াছেন, ঈশ্বরও ভুলিতে পারিয়াছেন, সে বৌদ্ধজগৎও বুদ্ধের পূজা ভুলিতে পারেন নাই। যে

খ্রীষ্টমণ্ডলী দেবতা পূজা অতিশয় ঘৃণা করেন, তাঁহারাও বেথেল্‌হেমের সেই পরমযোগী দীনবন্ধু খ্রীষ্টের পূজা ভুলিতে পারেন নাই। যে মুখে যত বলুক, যাহার হৃদয়ে ভক্তি, প্রেম ও কৃতজ্ঞতা আছে সে পৌত্তলিক না হইয়া থাকিতে পারে না। তাহার আদর্শ-পুরুষ ও আদর্শ-রমণীর নিকটে তাহাকে অবনত-মস্তক হইতেই হইবে। যতকাল নিঃস্বার্থ প্রেম ও নিরভিসন্ধি ধর্ম্মের প্রতি মানুষের ভক্তি অচলা থাকিবে,—ততদিন এ পূজা, এ পৌত্তলিকতা নিবারণ করে কাহার সাধ্য? এই মহাপ্রাণ-পূজা কেবল কম্‌ট প্রকাশ্য-রূপে স্বীকার করিয়াছিলেন। ভারতীয় প্রাচীন আর্য্যেরাও এক দিন এই মহাপ্রাণ-পূজা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা মানুষকে ঈশ্বরের অবতার কল্পনা না করিয়া, তাহা করিতে পারেন নাই। তাঁহারা মানুষে অতিমানুষ গুণ দেখিলেই, তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু আমাদের মতে ঈশ্বর মানুষরূপে জন্ম গ্রহণ করেন না, মানুষ যোগ-বলে ঈশ্বরত্ব লাভ করে। এই যোগ নিঃস্বার্থ প্রেম ও নিরভিসন্ধি ধর্ম্মের সাধনা। বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, চৈতন্য প্রভৃতি সেই সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়াই, লোকে তাঁহাদিগকে দেবতা বলে এবং তাঁহাদিগের পূজা করে। গারিবল্ডীও সেই সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া, আজ ইতালী-বাসীরা তাঁহার ঈশ্বরত্ব স্বীকার করিয়াছেন,—তাই আজ তাঁহার পবিত্র প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি পবিত্র রাজধানী রোমে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন।

ইতালী গ্যারিবল্ডীর কিরূপ উপাসক, তাহার আর একটী নিদর্শন না দিয়া থাকিতে পারিলাম না! গত ১৮৮২ সালের

৩রা জুন গ্যারিবল্ডীর মৃত্যু হয়। এই সমাচার রজনীতে যখন ইতালীর রাজধানীতে পৌছিল, তখন নাট্যশালায় নৃত্য, গীত ও অভিনয়াদি হইতেছিল। এই সংবাদ শ্রবণে বজ্রাহতের ন্যায় সকলে যে যেমন অবস্থায় ছিল, নির্ব্বাক্ হইয়া সেই অবস্থায় রহিল। রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষ মাননীয় ডেলি অভিনয়াদি বন্ধ করিবার প্রস্তাব করিতে গেলেন, কিন্তু বাক্য ও কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। মিউনিসিপাল সভার অধিবেশন হইতেছিল, এই সংবাদ আসিবা-মাত্র সভ্যেরা সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তৎক্ষণাৎ রাজপ্রাসাদের পতাকাগুলি নিম্ন ও শিথিল করা হইল। গ্যারিবল্ডীর সংকার-কার্য্যের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ তৎক্ষণাৎ সাধারণ রাজস্ব হইতে পর্য্যাপ্ত অর্থ প্রেরণ করা হইল।

গ্যারিবল্ডীর জীবদ্দশায় তাঁহার জীবনী লিখিব না, সঙ্কল্প ছিল—এই জন্য প্রস্তাবের প্রারম্ভে তাহা লেখা হয় নাই। কিন্তু এখন গ্যারিবল্ডী অতীত ঘটনা, সুতরাং এখন আর সে আপত্তি হইতে পারে না। গ্যারিবল্ডীর বিস্তৃত জীবনী লিখিবার বলবতী ইচ্ছা সত্ত্বেও, এখানে তাঁহার জীবনের গুটীকত স্থূল ঘটনার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। সেই স্থূল ঘটনা গুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

গ্যারিবল্ডী।

গ্যারিবল্ডী ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দের ২২ এ জুলাই ইতালীর অন্তর্গত নাইস্ নামক নগরে জন্মগ্রহণ করেন। যে সকল মহাত্মা ইতালীকে দুরন্ত অষ্ট্রীয় জাতির শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন, গ্যারিবল্ডী তাঁহাদিগের শীর্ষস্থানীয়। তাঁহার

জনক জননী অতি দরিদ্র ছিলেন, এই জন্য পুত্রের সুশিক্ষার সুব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। সুতরাং তিনি অতি অল্প বয়সেই সার্ডিনীয় নৌসেনার অন্তর্নিবিষ্ট হন, এবং সেই অল্প বয়সেই সাহস ও ধৈর্য্যের জন্য খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার মন সেই নবীন বয়স হইতেই উন্নতিশীল ছিল, সেই জন্য তিনি দেশের তাদৃশ দুর্গতি দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না। এই সময়ে ইতালীতে অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে একটী জাতীয় অভ্যুত্থান হয়। জেনোয়া নগরে বৈপ্লবিকদিগের যে ষড়যন্ত্র হয়, তিনি তাহাতে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া, নির্ব্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত হয়েন। সেই সময়ে তিনি পলাইয়া ফ্রান্সে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

এই সময়ে তাঁহার জীবন, উপন্যাসের নায়কের জীবনের ন্যায় অদ্ভুত ঘটনাপূর্ণ হইয়াছিল; তাঁহাকে প্রয়োজন মত নানা মূর্ত্তি ধারণ করিতে হইয়াছিল। অবশেষে অজ্ঞাতবাসে ছদ্মবেশে পর্য্যটন করিয়া তিনি মার্শেলিসে একটী নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই মার্শেলিসেই ম্যাট্‌সিনির সহিত তাঁহার প্রথম আলাপ হয়। তখন তিনি ম্যাট্‌সিনির নিকটে মন্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক নব্য ইতালীয় সমাজের অন্তর্ভূক্ত হন। সেই সময় হইতে তাঁহার জীবন ইতালীর উদ্ধারসাধনে উৎসর্গীকৃত হয়। এই স্থানে তিনি দুই বৎসর কাল থাকিয়া গণিত বিজ্ঞানে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিলেন। তিনি কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্য নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া এক খানি মিশরদেশীয় জাহাজে কর্ম্ম লইয়া মার্শেলিস্ হইতে টিউনিস্ যাত্রা করিলেন, এবং টিউনিসে যাইয়া তথাকার নৌসেনার অন্তর্নিবিষ্ট হইলেন;

কিন্তু তাঁহার কার্য্যপ্রবণ মন যে কার্য্যক্ষেত্র খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল, সেখানে তাহার কোন্ আশা নাই দেখিয়া, তিনি কয়েক মাসের মধ্যেই টিউনিস্ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমেরিকার অন্তর্গত রাইওজেনিরোতে প্রস্থান করিলেন।

রাইওজেনিরো ডেল্ সল্ এই সময়ে সাধারণতন্ত্ররূপে পরিণত হইয়াছিল। গ্যারিবল্ডী এই নবাধিষ্ঠিত সাধারণতন্ত্রের অধীনে কার্য্য গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। সেই সময়ে বুয়েনস্ এয়ারেস্ নামক জাতির সহিত এই সাধারণতন্ত্রের যুদ্ধ বাধিয়াছিল। উক্ত সাধারণতন্ত্র গ্যারিবল্ডীকে অভিযানোদ্যত নৌসেনার অধিনায়ক করিয়া পাঠাইলেন।

সকলেই সতৃষ্ণ নয়নে এই ইউরোপীয় আগন্তুকের কৃতকার্য্যতার দিকে লক্ষ্য করিয়া রহিলেন। তাঁহার পারগতা, তাঁহার বিচক্ষণতা, অধিক কি—তাঁহার সাহসিকতার বিষয়ে সন্দিহান লোকেরও অপ্রতুল ছিল না। এই রণবীর কি ধাতুর লোক, তাহার পরিচয় পাইতে লোকের অধিক দিন বিলম্ব সহিতে হয় নাই। তাঁহার অতিমানুষ অবদানপরম্পরা কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইল। অনেকেই জল্পনা করিতে লাগিল—এ মানুষ নয়, নররূপী দৈত্য। রণস্থলে তিনি নির্ভীক চিত্তে মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে লাগিলেন, অথচ তাঁহার শরীর একটীও ব্রণ-চিহ্ন ধারণ করিল না দেখিয়া, অনেকেই তাঁহাকে মন্ত্ররক্ষিত বলিয়া মনে করিতে লাগিল। তিনি কতিপয়-মাত্র সহচর-সমভিব্যাহারে গভীরতম রণক্ষেত্রে তীরবেগে ছুটিয়া অক্ষতশরীরে মুহূর্ত্ত মধ্যে আপন সৈন্যমধ্যে পুনরায় আবির্ভূত হইতেন। জ্বলন্ত গোলাগুলি সকল ঝাঁকে ঝাঁকে তাঁহার গাত্রের নিকট দিয়া ছুটি-

তেছে, অথচ তাঁহাকে স্পর্শ করিতেছে না। দেখিলে আপাততত বোধ হয়, গোলাগুলি যেন লৌহপ্রাকারে প্রতিহত হইয়া বেগে ফিরিয়া আসিতেছে। তিনি শৌর্য্যে ও বীর্য্যে যেমন লোকের বিস্ময়জনক হইয়াছিলেন, দয়াতেও ঠিক সেইরূপ বিস্ময় উদ্দীপন করিয়াছিলেন। তিনি বিজয়ের পূর্ব্বে বা পরে কোন সময়েই অকারণে শত্রুরক্তপাত করিয়া বীরধর্ম্ম কলঙ্কিত করিতেন না। তাঁহার বিচিত্র রণবেশ, হার্কুলীয় আকৃতি ও তেজোময় মুখশ্রী—তাঁহার অলৌকিক গুণগ্রামের সহিত মিশ্রিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ শোভায় তিনি জগন্মনোমোহন হইয়াছিলেন। তাঁহার সেনা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহার আদেশের অনুবর্ত্তী হইত। রাইও জেনিরোর সাধারণতন্ত্র গ্যারিবল্ডীর নিকটে চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ হইলেন; এবং কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ এই আদেশ প্রচার করিলেন যে, 'এখন হইতে সকল যুদ্ধেই গ্যারিবল্ডীর সেনা গৌরব-সূচক দক্ষিণ পার্শ্ব অধিকার করিবে। তদীয় সেনা যুদ্ধস্থলে থাকিতে জাতীয় সেনাও এ গৌরব পাইবে না'। অজ্ঞাত-কুলশীল আগন্তুক বৈদেশিকের পক্ষে এ সম্মান বড় উপেক্ষণীয় নহে।

এ দিকে গ্যারিবল্ডীর অদ্ভুত বিজয়পরম্পরার সংবাদ স্বদেশে প্রসৃত হইল। সমস্ত ইতালী এই সমাচারে আনন্দে ও উৎসাহে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। ফ্লরেন্স তাঁহার সম্মানার্থ তাঁহাকে এক খানি তরবারী উপঢৌকন দিবেন বলিয়া, প্রকাশ্যরূপে ঘোষণা করিলেন। কিন্তু এ সম্মানসূচক উপহার গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই ইতালীর উদ্ধারসাধনের জন্য তদীয় প্রবলতর ভুজবলের প্রয়োজন হইয়া উঠিল। ১৮৪৮

খ্রীষ্টাব্দের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান গ্যারিবল্ডীকে বহু দিনের নির্ব্বাসনের পরে স্বদেশ আনয়ন করিল। তিনি অবিলম্বেই দক্ষিণ টাইরলাভিমুখে অষ্ট্রীয় সেনার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তাঁহার রাইফল্ বন্দুক সকল অবিরাম অগ্নি উদ্গীরণ করিয়া শত্রুসেনাকে ত্রস্ত ব্যস্ত করিয়া তুলিল।

গ্যারিবল্ডী পীডমণ্টরাজ চারল্স আলবার্টের নিকটে কার্য্য করিতে চাহিলেন। কিন্তু সেই ভীরু নরপতি তাহাতে সহজে সম্মত হইলেন না। তিনি কেবল অনুগ্রহ করিয়া গ্যারিবল্ডীকে অস্থায়ী অবৈতনিক সেনাদলের (ভলাণ্টীয়ার) সৈন্য সংগ্রহ করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। এই আদেশ প্রচার হইবামাত্র দলে দলে স্বজাতি-প্রেমিক রণোন্মত্ত অসংখ্য ইতালীয় যুবক তাঁহার পাতাকামূলে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এই জাতীয় সেনা লইয়া তিনি অষ্ট্রীয়গণের উপরি ক্রমাগত কয়েকটী যুদ্ধে জয় লাভ করিলেন। তিনি যে অবশেষে পরাজিত হইলেন, সে তাঁহার দোষ নয়-জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতা ও জাতীয় সাহায্যের অভাবই তাহার মুল।

তাঁহার ও তদীয় সেনার শৌর্য্য-বীর্য্যে ও দয়াদাক্ষিণ্যে রণবীর অষ্ট্রীয় সেনানায়কেরাও মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহারা বিজয় লাভ করিয়াও, বিজিত গ্যারিবল্ডীর সেনার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। তিনি অকৃতকার্য্য হইয়া সৈন্য-সকলকে বিদায় দিয়া বিষণ্ণ মনে ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সে যাত্রা করিলেন; এবং তথায় বাণিজ্যোপজীবী হইয়া শুভ দিনের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলেন।

এমন সময়ে পেরুদেশে যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। পেরুর

সৈনাপত্য তাঁহার হস্তে সমর্পিত হইল। তাহাতে তাঁহার যশঃসৌরভ সমস্ত পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হইল।

পেরুদেশের যুদ্ধের অবসানে গ্যারিবল্ডী স্বদেশে আবার প্রত্যাগত হইলেন; এবং পুত্রগণ সহ ক্যাপ্রেরা দ্বীপে পাঁচ বৎসর কাল অজ্ঞাতবাসে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার কার্য্যকরী মানসিক বৃত্তি স্থির থাকিবার নহে। তিনি এই দ্বীপে বিস্তৃত কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলেন, অনেক পতিত জমির আবাদ আরম্ভ করিলেন, এবং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গোলাবাড়ী সকল প্রস্তুত করিলেন। অচিরকাল মধ্যে তাঁহার গৃহে ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ হইল। তিনি কৃষিজাত পণ্যসকল নানা স্থানে বিক্রয়ার্থ প্রেরণ কবিবার জন্য একখানি সমুদ্রযান প্রস্তুত করাইলেন। সময়ে সময়ে তাহাতে চড়িয়া তিনি স্বয়ং বাণিজ্যার্থ ইতালীর অন্তর্গত নাইস্ নগরে গমন করিতেন। তাঁহার আদর্শ জীবন, তাঁহার প্রফুল্ল শ্রমপ্রবণতা, তাঁহার হৃদয়ের ও মনের রমণীয় গুণাবলী—অচিরকাল-মধ্যে তাঁহাকে, পরিচিত ব্যক্তি মাত্রেরই ভক্তি ও প্রীতির পাত্র করিয়া তুলিল। ভারতীয় যুবক! চাকরী হইল না বলিয়া, হতাশ হইও না। জননী ভারতভূমি রত্নগর্ভা। গ্যারিবল্ডীর ন্যায়, জননীর আরাধনা করিতে শিখ। তিনি বক্ষঃ চিরিয়া শরীরের রুধির দিয়া তোমাদিগকে খাওয়াইবেন। ভারতীয় সন্তান হইয়া তোমাদিগকে পরের দাসত্ব করিতে হইবে না।

দাসত্বের মর্ম্মন্তুদ আঘাতে জর্জ্জরিত ইতালী আবার মাথা তুলিল। 'ইতালী দীর্ঘজীবী হউক!' 'ইতালীর জয়!' ইত্যাদি শব্দে আবার গগন উদ্‌ঘোষিত হইল। এই শেষ

স্বাধীনতা-সমরে জাতীয় নয়ন আবার গ্যারিবল্ডীর দিকে পতিত হইল। সেই জাতীয় আহ্বানে গ্যারিবল্ডীর আসন টলিল। তাঁহার হৃদয়স্থিত প্রধূমিত বীর্যবহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। স্বজাতির উদ্ধার-সাধন-রূপ ব্রতের উদ্যাপনার দিন উপস্থিত দেখিয়া তিনি আর আপন আশ্রমে স্থির থাকিতে পারিলেন না। স্বদেশের স্বাধীনতা-মন্দিরে বলি দিতে তাঁহার কিছুই অদেয় ছিল না। ইতালীর স্বাধীনতা উদ্ধারের জন্য তিনি নিজের প্রাণ—অধিক কি, প্রাণাধিক স্ত্রীপুত্র পর্য্যন্তও বলি দিতে প্রস্তুত ছিলেন। তিনি বৈপ্লবিক দস্যু ছিলেন না, বিপ্লবকালীন অরাজকতার সুবিধা লইয়া পরস্ব লুণ্ঠন করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি লক্ষ্মীকামী সৈনিক পুরুষ ছিলেন না—আপনার অদ্ভুত বীরত্ব দেখাইয়া লোককে মুগ্ধ করিয়া রাজসিংহাসন অধিকার করা তাঁহার লক্ষ্য ছিল না। তিনি রঙ্গালয়ের নায়কের ন্যায় মৌখিক অভিনয় করিয়া স্বজাতিপ্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি প্রকৃতির সন্তান ছিলেন, তাঁহার হৃদয়ে কপটতা ছিল না। তিনি ইতালীকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতেন, তাই ইতালীর জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলেন। ইতালীর উদ্ধারের জন্য প্রকৃতি তাঁহাকে জাতীয় অধিনেতা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাই আজ জাতীয় স্বাধীনতাসমরে সমস্ত ইতালী এক বাক্যে তাঁহাকে সৈনাপত্যে বরণ করিলেন। তিনি প্রাচীন রোমীয় ডিক্টেটরের ন্যায় হলকর্ষণ পরিত্যাগ করিয়া জাতীয় অধিনেতৃত্বে অভিষিক্ত হইলেন। এ জাতীয় বিশ্বাসের অপব্যবহার তিনি কখনই করেন নাই। নেপোলিয়নের ন্যায় তিনি এই মহতী জাতীয় সেনা লইয়া ইতা-

লীয় সম্রাট্ হইতে পারিতেন। কিন্তু সেই স্বজাতি-প্রেমিকের হৃদয় নিজের পার্থিব উন্নতির জন্য ব্যাকুল ছিল না। শত্রুদিগকে ইতালী-ক্ষেত্র হইতে বিদূরিত করিয়া তিনি ভিক্টর ইমানুয়েলের হস্তে ইতালীর অপ্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্য ন্যস্ত করিয়া আবার দীনবেশে নিজ দ্বীপাবাসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভিক্টর ইমানুয়েলের তাঁহাকে অদেয় কিছুই ছিল না। উচ্চ পদ, পেন্সন ও জাইগির—একে একে তিনি সমস্তই গ্যারিবল্ডীকে দিতে চাহিলেন। কিন্তু তিনি সমস্তই প্রত্যাখ্যান করিলেন। তিনি স্বদেশের স্বাধীনতা উদ্ধারের জন্য অসি নিষ্কোষিত করিয়াছিলেন, আজ সে ব্রতের উদ্‌যাপনা হইল; অমনি অসি কোষসাৎ করিয়া সেই দ্বীপস্থ পর্ণকুটীরে গমন করিলেন; আবার হলচালনা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি যেখানে যাইতেন, সেই খানেই লোক তাঁহার জয়ধ্বনি করিত দেখিয়া, তিনি ক্রমে লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জন স্থানে বাস আরম্ভ করিয়াছিলেন। জগতের ভাগ্যে এরূপ লোক সচরাচর ঘটে না। ভারতে এরূপ এক জন লোক জন্মিলে, ভারতের এ দুর্দ্দশা কয় দিন থাকে?

তিনি জাতীয় সেনার অধিনায়ক হইয়া লম্বার্ডীতে গিয়া লম্বার্ডগণকে উল্লেখ করিয়া যে ঘোষণাপত্র প্রচার করেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয়ের ভাব অক্ষরে অক্ষরে লিখিত আছে। সে ঘোষণাপত্র এই—"লম্বার্ডগণ! আপনারা নব জীবন লাভের জন্য আহূত হইয়াছেন। আশা করি, পল্সিডীয়া ও লেগনানো সমরে আপনাদিগের পিতৃপুরুষগণের ন্যায় আপনারাও এই যুদ্ধে অগ্রসর হইবেন। এবারও সেই শত্রু, ভীষণ

ঘাতক, নির্ম্মম ও লুণ্ঠনশীল সেই অষ্ট্রীয়গণ! ইতালীর অন্যান্য প্রদেশস্থ ত্বদীয় ভ্রাতৃগণ একবাক্যে শপথ গ্রহণ করিয়াছেন যে, তাঁহারা যুদ্ধে হয় জয় লাভ করিবেন, নয় প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন। আসুন্! আপনারাও সেই শপথে আবদ্ধ হউন। আমাদিগকে বিংশতি পুরুষব্যাপী দাসত্ব, অত্যাচার ও অপমানের প্রতিশোধ লইতে হইতেছে। জাতীয় সাম্রাজ্যকে বৈদেশিক দাসত্বের কলঙ্ক হইতে বিধৌত করিয়া নিষ্কলঙ্ক ও পবিত্র অবস্থায় ভবিষ্য পুরুষের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে। সমস্ত ইতালীয় জাতি একবাক্যে যে ভিক্টর ইমানুয়েলের হস্তে জাতীয় নেতৃত্ব প্রদান করিয়াছেন, তিনিই আমাকে আপনাদিগের নিকট পাঠাইলেন। তাঁহার ইচ্ছা আপনারা এই জাতীয় স্বাধীনতা-সমরের নিমিত্ত দলবদ্ধ ও বদ্ধপরিকর হউন। সে পবিত্র কার্য্যের ভার আমার হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে, আমি কায়মনোবাক্যে তাহার সিদ্ধি কামনা করিতেছি। আমি যে জাতীয় সৈনাপত্যে বৃত হইয়াছি, তজ্জন্য আমি আপনাকে বিশেষ গৌরবান্বিত মনে করি। ভ্রাতৃগণ! আর কেন? অস্ত্র গ্রহণ করুন। ইতালীর স্বাধীনতা-সূর্য্য দাসত্বমেঘে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। আপনাদের বাহুবল অস্ত্রে তাহা অবিলম্বে অপসারিত করুন। যে যে ব্যক্তি অস্ত্র-গ্রহণক্ষম হইয়াও অস্ত্রগ্রহণ করিতে বিরত থাকিবে, সেই সেই ব্যক্তি জাতীয় বিশ্বাসহন্তা বলিয়া দণ্ডিত হইবে। যে দিন ইতালীর বিচ্ছিন্ন পুত্র কন্যাগণ একত্র মিলিত হইবে, যে দিন অধীনতার দুর্ভর শৃঙ্খল তাহাদিগের চরণ হইতে স্খলিত হইবে, সেই দিন ইতালী আবার পূর্ব্বগৌরবে প্রতিষ্ঠাপিত হইবে! ইউরোপীয় জাতিনিচয়ের মধ্যে ইতালী এক দিন

যে উচ্চতম আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই দিন ইতাল সেই উচ্চতম আসন পুনরধিকার করিবে।”

এই রূপ উদ্দীপনা-বাক্যে কাহার হৃদয় না অগ্নিময়ী হইয়া উঠে! গ্যারিবল্ডীর এইরূপ উদ্দীপনা-বাক্যে ইতালীর সমস্ত প্রদেশই অষ্ট্রিয়গণের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইল। তাঁহার লোহিত কঞ্চুক চতুর্দ্দিকে বিদ্রোহানল সন্ধুক্ষিত করিতে লাগিল। দলে দলে ইতালীর যুবকসম্প্রদায় গৃহের মায়ায়—প্রাণের আশায়—জলাঞ্জলি দিয়া তাঁহার অদৃষ্টানুসারী হইল। সমস্ত ইতালী যেন রণে মাতিয়া উঠিল! ঝড়ের সম্মুখে তূলারাশির ন্যায়, এই প্রচণ্ড জাতীয় বলের সম্মুখে অষ্ট্রীয় সেনা উড়িয়া গেল। ইতালীগগনে বহুদিনের পরে সৌভাগ্য-তপন পুনরায় উদিত হইল। ধন্য গ্যারিবল্ডী! ধন্য তোমার কীর্ত্তি! তুমি স্বদেশের জন্য—স্বাধীনতার জন্য—যাহা করিলে, ইতিহাসের প্রতি পত্রে জ্বলদক্ষরে তাহা লিখিত থাকিবে। তোমায় আদর্শ-পুরুষ করিবার জন্য বিধাতা বীরোচিত দেহ, প্রশস্ত ললাট, প্রফুল্ল মুখকান্তি, সুবর্ণ বর্ণ, লোহিত ধূসর সুচিক্কণ আকুঞ্চিত কেশরাজি, উজ্জ্বল ঈষৎ-ধূসর নয়নদ্বয়, সুপরিস্ফুট বীণাবিনিন্দিত মধুর স্বর, অনিযন্ত্রিত বিনয়নম্র গতি—প্রভৃতি যে সকল বাহ্য সৌন্দর্য্যে তোমায় বিভূষিত করিয়াছেন, সে গুলি কালে সকলই লয় প্রাপ্ত হইবে; কিন্তু তোমার অক্ষয় কীর্ত্তি অনন্ত কাল বিরাজমান থাকিবে।

ম্যাট্‌সিনি। *

পাঠক! ঐ যে নিভৃত প্রদেশে একটী সামান্য ও মলিন দেবমন্দির দেখিতেছ, উহার অভ্যন্তরে ইতালী মহাপ্রাণ নিহিত আছেন। যাঁহার মন্ত্রবলে ইতালী-শ্মশানক্ষেত্রে শত শত গ্যারিবল্‌ডী সৃষ্ট হইয়াছিলেন; যাঁহার সঞ্জীবন ঔষধে ইতালী মৃতোত্থিত হইয়াছেন; যাঁহার উদ্দীপনায় লক্ষ লক্ষ ইতালীয়ের রুদ্ধ রক্তস্রোত তাহাদিগের ধমনীতে বৈদ্যুতিক বেগে প্রবাহিত হইয়াছিল; যাঁহার প্রদীপ্ত জীবনের অদ্ভুত আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তে সহস্র সহস্র ইতালীয় যুবক, জনক জননী ও দারা সুত পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন; যাঁহার মন্ত্রের মোহিনী শক্তিবলে অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত সামান্য পদাতিক সৈন্যও স্বজাতিপ্রেমে আত্ম-বিসর্জ্জন করিতে শিখিয়াছিল; যাঁহার দীক্ষাবলে দীক্ষিত যুবক বীরের ন্যায় দাঁড়াইয়া বক্ষ পাতিয়া গুলিধারণ করিয়াছিলেন, তথাপি দীক্ষামন্ত্র ও দীক্ষিত ভ্রাতৃগণের নাম প্রকাশ করেন নাই; যাঁহার চরিত্রগৌরবে মুগ্ধ হইয়া ইতালীয় যুবকগণ দলে দলে জন্মভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক তদীয় মার্শেলিস্থিত আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন; শুদ্ধ ইতালীয় যুবক কেন, যাঁহার বিশ্বপ্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত হইবার জন্য পোলণ্ডীয়, রুষীয়, জর্ম্মাণীয়, সুইজল‍ণ্ডীয় ও ফরাসীয় বৈপ্লবিকগণও দলে দলে আসিয়া তদীয় আশ্রমে উপ-

* ইহাঁর জীবনীর প্রথম খণ্ড মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডও স্বতন্ত্র বিস্তৃত ভাবে আর্য্যদর্শনে বাহির হইতেছে।

স্থিত হইয়াছিলেন ও তাঁহার নিকটে মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন ;—সেই জগদ্‌গুরু ইতালী-সঞ্জীবক মহাপ্রাণ ম্যাট্‌সিনি এইখানে মহানিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছেন—অকৃতজ্ঞ ইতালী একবার সে দিকে তাকাইয়া দেখিতেছে না। যিনি গ্যারিবল্ডীর দীক্ষাগুরু ; যিনি গ্যারিবল্ডীর সহ সমরিগণেরও মন্ত্রগুরু ; যিনি ইতালীর জন্য—ইতালীর উদ্ধার-কামনায়—আজীবন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন ; যিনি ইতালীর শোকে আশৈশব কৃষ্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছিলেন ; যিনি বিদ্যালয়ের কাষ্ঠমঞ্চকে বসিয়া করতলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া বিষণ্ণ মনে ইতালীর বর্ত্তমান অবস্থা ভাবিয়া অশ্রুজল ফেলিয়াছিলেন ও ইতালীর উদ্ধারের উপায় চিন্তা করিয়াছিলেন ; ও যিনি ব্যবহারাজীবের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও, ইতালীর উদ্ধার কামনায় নিজের আর্থিক উন্নতির দিকেও দৃষ্টিপাত করেন নাই ; যিনি পিতার অতুল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী হইয়াও ইতালীর উদ্ধার-কামনায় দারিদ্র-ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন ; যিনি সেই সুমহৎব্রতের উদযাপনার জন্য কারাগারের কম্বল শয্যাকে সুকোমল পুষ্পশয্যা এবং নির্ব্বাসনকে মুক্তির অবস্থা বলিয়া মনে করিতেন ; যিনি নির্ব্বাসন অবস্থায় ফরাসী গবর্ণমেণ্টের নির্যাতনে দিবসে বিলমধ্যে লুক্কায়িত থাকিয়া রজনীতে উঠিয়া নিজ মনের ভাব লিপিবদ্ধ করিয়া অপূর্ব্ব উদ্দীপনাপূর্ণ প্রবন্ধ সকল "নব্য ইতালী" নামক পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়া অসংখ্য শিষ্যবর্গ দ্বারা পরদিনে সমস্ত ইতালীতে প্রচারিত করিতেন—যে পত্রিকাপ্রচার, দুর্দ্দান্ত অষ্ট্রীয়ার সমস্ত নিবারণ-চেষ্টা

বিফল করিয়াছিল—ফ্রান্সের নির্যাতনও নিষ্ফল করিয়াছিল; যাঁহার প্রদীপ্ত উদ্দীপনাপূর্ণ বচন সকল ইতালীকে মতবিপ্লব উপস্থিত না করিলে—ইতালীকে পূর্ব্ব হইতে অগ্নিময় করিয়া না রাখিলে,—বোধ হয়, সহস্র গ্যারিবল্ডীর অস্ত্রেও ইতালীর উদ্ধার সাধন হইত না; যিনি শয়নে স্বপনে, অশনে বসনে, নির্ব্বাসনে নির্যাতনে, ধ্যানে জ্ঞানে ইতালী বই জানিতেন না। যিনি বিশ্বপ্রেমিক ও বিশ্বনাগরিক হইয়াও, ভবিষ্য বিশ্বজনীন সাধারণতন্ত্রের নেতৃত্ব ও বেশিত্বে ইতালীতে অভিষিক্ত করার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই; সংক্ষেপতঃ যিনি ইতালীর জন্য পদে পদে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন;—প্রাণোৎসর্গের সেই অপূর্ব্ব দৃষ্টান্তস্থল, ইতালীসমাজীবিত, মহাপ্রাণ ম্যাট্‌সিনি এখানে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছেন, অন্ধ ইতালী তাহা দেখে না। রাজতান্ত্রিক ইতালী—সেই পূর্ণ লোকতান্ত্রিক ম্যাট্‌সিনির মহাত্মা আজও বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই,—তাই সেই বিশ্বপ্রাণ মহাপুরুষের পূজা করে না। অবোধ ইতালী! এক দিন তোমাকে ইহার জন্য গুরুতর অনুশোচনা করিতে হইবে, এক দিন তোমাকে এই ঘোরতর পাপের ঘোরতর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। ম্যাট্‌সিনি তোমাকে যে উচ্চ আদর্শে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন, তুমি আজ সেখানে যাইতে চাহিলে না; কিন্তু কাল হউক, পরশ্ব হউক, এক দিন তোমায় সে স্থানের অভিলাষিনী হইতেই হইবে, তখন তোমার বক্ষ আবার রুধির-কর্দ্দমিত হইবে।—এবার প্রথম বৈদেশিকগণের রক্তে তোমার বক্ষ কর্দ্দমিত হইয়াছিল, সুতরাং তত মনোবেদনা পাও নাই। কিন্তু আগামী

বারে উভয়পক্ষেই তেমার পুত্রগণ থাকিবে; সেই রাজতন্ত্র ও সাধারণতন্ত্রের বিবাদে তোমার বক্ষঃ ক্ষত বিক্ষত হইবে। যদি সাধরণতন্ত্রের জয় হয়, তখন তুমি ম্যাট্সিনির পূজা আরম্ভ করিবে। গ্যারিবল্ডীও প্রথমে সাধারণতন্ত্রবাদী ছিলেন, কিন্তু ভিক্টর ইমানুইলের গুণে মুগ্ধ হইয়া বা উপায়ান্তর না দেখিয়া প'রে রাজতান্ত্রিক হইয়াছিলেন। কিন্তু ম্যাটসিনির চিত্তশলাকা চুম্বকশলাকার ন্যায় সকল অবস্থাতেই সেই এক দিক্ লক্ষ্য করিয়াছিল। এই দিক্দর্শনের উপদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া বিপক্ষগামী হওয়ার ফল ইতালীকে ভোগ করিতেই হইবে।

ভগবন! অকৃতজ্ঞ ইতালী তোমার পূজা না করুক, পবিত্র-জাহ্নবী-সলিল বিধৌত ভারতে তোমার পূজা আরদ্ধ হইয়াছে। * * * * *
যে শাক্যসিংহের মহিমা ভারত বুঝিতে পারে নাই বলিয়া, তাঁহার অনাদর করিয়াছিলেন, সেই শাক্যসিংহই আজ জগতের এক তৃতীয়াংশের ঈশ্বর। সেইরূপ, তুমি ইতালীতে অনাদৃত হইয়াও, ভারতে পূজিত। দেব! তাই আজ ভারতযুবক তোমার সমাধিমন্দিরের দ্বারে উপস্থিত। চীন পরিব্রাজক যেমন বুদ্ধ গয়ায় আসিয়া তীর্থ পর্য্যটনের চরম ফল লাভ করে, আজ ভারতযুবক তোমার সমাধি দর্শন করিয়া সেই ফল লাভ করিল! * * *

জর্জ্জ ওয়াসিংটন্।

পাঠক! এখন ইউরোপ ছাড়িয়া একবার আমেরিকায় চল। ঐ দেখ! দুইজন মহাপুরুষ—ওয়াসিংটন ও পার্কার

—মার্কিন ভূমির মুখ উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছেন। প্রথমে যে মহাত্মার নাম উল্লেখ করিলাম, ইনিই আমেরিকার দাসত্ববিমোচন করেন। ইহাঁর জীবনী পাঠ করিলে, হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত হয়। আমরা ইহাঁরই জীবনী আলোচনা করিয়া আপাততঃ নিবৃত্ত হইব।

যে সকল ইংরাজ-পরিবার ব্রিটিশ সিংহের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া স্বদেশের মমতায় জলাঞ্জলি দিয়া আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরের পাশ্চাত্য উপকূলে আশ্রয় গ্রহণ করেন, ওয়াসিংটনের পূর্ব্বপুরুষ তাঁহাদিগের অন্যতম। ওয়াসিংটন-বংশ ১৬৫৭ খৃঃ ভার্জিনীয়ায় আসিয়া বসতি করেন। ওয়াসিংটনের পিতা মেরিল্যাণ্ডে যথেষ্ট বিষয়াদি করিরাছিলেন, এবং মৃত্যুকালে সেই সমস্ত বিষয় তাঁহার ছয় পুত্রকে বিভাগ করিয়া দেন।

ওয়াসিংটন্ তাঁহার তৃতীয় পুত্র। ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে এই মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন। পিতার মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স একাদশ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। তিনি মেরিল্যাণ্ডের কোন সামান্য বিদ্যালয়ে বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তথাপি তিনি ত্রিকোণমিতি ও জরিপ বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। বিদ্যালয় ছাড়িয়া তিনি একান্তমনে কেবল গণিত-বিজ্ঞানের আলোচনায় নিযুক্ত হইলেন। তিনি লরেন্স নামক ভ্রাতার ভার্ণন্ গিরিস্থিত আবাসে শীতকাল যাপন করিতেছিলেন, এমন সময়ে লর্ড ফেয়ারফ্যাক্সের চিত্ত আকৃষ্ট করিলেন। লর্ড ফেয়ারফ্যাক্স গণিতবিজ্ঞানে ও জরিপ কার্য্যে তাঁহার সবিশেষ অভিজ্ঞতা দেখিয়া পটোমাক নদীতীরস্থিত সুবিশাল

ভূমিখণ্ডের জরিপ কার্য্যে তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেন। তিনি এই কার্য্য এরূপ সুচারুরূপে সম্পন্ন করিলেন যে অচিরকাল মধ্যে গবর্ণমেণ্টের সর্ভেয়ারের পদে নিযুক্ত হইলেন। এই কার্য্যে থাকিয়া তাঁহাকে ক্রমাগত তিন বৎসর আলিঘানি পর্ব্বতের নিবিড় অরণ্য মধ্যে বিচরণ করিয়া বেড়াইতে হইয়াছিল। সেই সময়ে আমেরিকার প্রায় সকলেই রাজতান্ত্রিক ছিলেন। ওয়াসিংটনেরও রাজভক্তি এই সময় অচলা ছিল।

যথন ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সের প্রান্তসীমা আদিম অধিবাসিগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা উপস্থিত হয়, এবং ফ্রান্সের সহিত ইংলণ্ডের যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হয়, তখন ভার্জিনীয়া ভাবী বিপদের আশঙ্কায় সামরিক প্রদেশ সমূহে বিভক্ত হয়। এই সময়ে ওয়াসিংটন্ মেজরের পদে অভিষিক্ত হইয়া একটী প্রাদেশিক সেনার অধিনায়কত্ব প্রাপ্ত হন। ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভার্জিনীয় উপসেনার * দ্বিতীয় অধিনায়কত্ব প্রাপ্ত হন। এই বৎসরেই গ্রীষ্মের প্রারম্ভে ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ বাধিয়া উঠে। এই সময়ে ফরাসি সেনাপতি কর্ণেল জুমোন্ভিলের অধীনস্থ ফরাসি সেনার সহিত তাঁহার প্রথম সম্মুখ-যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ফরাসি সেনা পরাজিত হয় ও ফরাসি সেনাপতি হত হয়েন। এই বিজয়ের জন্য তিনি ভার্জিনীয় ব্যবস্থাপক সভা হইতে ধন্যবাদ প্রাপ্ত হন ও ভার্জিনীয় উপসেনার প্রধান নেতৃত্ব পদে অভিষিক্ত হন। তিনি সেনাপতি পদে বৃত হইয়া এরূপ কৌশল ও দক্ষতার সহিত পশ্চাৎপদ হইয়া মহতী ফরাসি

* Militia নাগরিক সৈন্য—যাহা কেবল যুদ্ধকালে আহুত হয়।

সেনার করাল গ্রাস হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন যে, ব্যবস্থাপকসমাজ তাঁহাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারেন নাই।

১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে ওয়াসিংটন্ সেনাপতি ব্রাডকের সহযোগী হইয়া যুদ্ধে গমন করেন। এই যুদ্ধে তাহাদিগের পরাজয় ও মৃত্যু হয়। এই দুর্ঘটনার পরে তিনি ভার্ণন্স্থ গৈরিক আবাসে প্রত্যাগত হন। তাঁহার ভ্রাতা লরেন্সের মৃত্যুতে ভার্ণন্গিরিস্থ তাঁহার যাবতীয় বিষয় উত্তরাধিকারসূত্রে ওয়াসিংটনের হস্তগত হয়। এই সম্পত্তি হস্তে পাইয়া তিনি বিস্তৃত আকারে আতিথ্য ক্রিয়া আরম্ভ করিলেন। আমেরিকার আদি ইংরাজ ঔপনিবেশিকেরা অতিথি-সৎকার-কার্য্যে বিশেষ আস্থাবান্ ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি ছিল ওয়াসিংটন পূর্ব্বপুরুষগণের সেই কীর্ত্তি বজায় করিলেন। এই সময়ে ১৭৫৯ খৃঃ তিনি কষ্টিস্ নামক কোন ব্যক্তির বিধবা রমণীকে বিবাহ করেন।

এই সময়ে তিনি বিপুল সম্পত্তির অধীশ্বর ও সবিশেষ মান্য গণ্য হইয়া উঠিলেন। এইরূপে সুখে ও স্বচ্ছন্দে তাঁহার বহুদিন অতীত হইল। যে সকল অমানুষ গুণে তিনি পরে জগতে উজ্জ্বল ও অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করেন, এখনও সে সকলের তাদৃশ কোন আভাস পাওয়া যায় নাই। যে জাতীয় স্বাধীনতা-সমর উপলক্ষে তাঁহার সেই সকল গুণ বিকাশ প্রাপ্ত হয়, যে সকল কারণে সেই সমরের উৎপত্তি, আমরা এক্ষণে তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলিব।

আদিম অধিবাসী ও ফরাশিদিগের সহিত সমরে ইউনাইটেড্ ষ্টেটসের সমূহ ক্ষতি হয়। বিখ্যাতনামা সেনাপতি

উল্‌ফ এই সমরে হত হন। পীড়ায় ও শত্রুর অস্ত্রাঘাতে প্রায় ত্রিশ সহস্র জাতীয় সৈন্যের প্রাণ বিনষ্ট হয়। জাতীয় ঋণ চল্লিশ কোটী টাকায় পরিণত হয়। এই সমরের আংশিক ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ইংলণ্ডকেও চতুর্দ্দশ কোটী টাকা ঋণগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল, এবং বিজয়লব্ধ রাজ্য সকল সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্য উপনিবেশে স্থায়ী সেনা রাখিতে হইয়াছিল।

যখন সমরের কোলাহল তিরোহিত হইল, যখন শেষ কামানের শব্দ শূন্যে মিশাইয়া গেল, যখন সমরে হত বীরবৃন্দ আপন আপন সমাধি শয্যায় শয়ান হইয়া চির-নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইলেন, যখন আহত সৈন্য সকল আপন আপন গৃহে আসিয়া পরিবারবর্গকে আনন্দাশ্রুতে ভাসাইল, যখন মহাতেজা পার্ব্বতীয় সেনা আদিম অধিবাসিগণের নিভৃত স্থান সকলের আলোড়নে বিরত হইয়া আপন আপন সৈন্যাবাসে আশ্রয় গ্রহণ করিল, সংক্ষেপতঃ যখন সমস্ত আমেরিকায় শান্তি বিরাজিত হইল, তখন ইংলণ্ড ও আমেরিকা ভাবিবার সময় পাইয়া বিগত যুদ্ধে ক্ষতি-লাভ গণনা আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, যদিও বিজয়লক্ষ্মী তাঁহাদিগের করতলস্থ হইয়াছে, যদিও তাঁহাদিগের বিজয়-গৌরবে জগৎ ঝলসিত হইতেছে, তথাপি তাঁহারা বিশেষ লাভবান্ হইতে পারেন নাই, বরং প্রভূত পরিমাণে জাতীয় রুধির ও জাতীয় অর্থ ব্যয়িত হওয়ায় তাঁহারা দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন। এ দিকে ইংলণ্ড এই সুযোগে জাতীয় ঋণ পরিশোধচ্ছলে আমেরিকার নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিলেন।

এ দিকে বিগত সমরে আমেরিকাও সর্ব্বস্বান্ত হইয়া

পড়িয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহারা এরূপ প্রার্থনায় বড় সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তাঁহারা দেখিলেন যে, জাতীয় রুধিরে ও জাতীয় অর্থে তাঁহারাই এই বিজয় লাভ করিলেন। কিন্তু ইংলণ্ড আংশিকমাত্র এই ব্যয়ভার বহন করিয়া এই বিজয়ের পূর্ণ ফলভোগী হইয়েছেন। তথাপি তাঁহার দুরাকাঙ্ক্ষ মন পরিতৃপ্ত হইতেছে না। তিনি আমেরিকার উপরে কর ধার্য্য করিয়া সেই আংশিক ক্ষতি পূরণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আমেরিকা এত দিন আপনাকে দুর্ব্বল বলিয়া জানিতেন, সুতরাং ইংলণ্ডের সমস্ত অত্যাচার মুখ বুজিয়া সহিয়াছিলেন। কিন্তু আজ আমেরিকা আপনার বল জানিতে পারিয়াছেন। সুতরাং ইংলণ্ডের অত্যাচার এখন তাঁহার দুর্ব্বিষহ বলিয়া বোধ হইল। বিগত সমরে ঔপনিবেশিকেরা বিশেষ বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন। তাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন যে, বন্দুক ধারণে ও কামান চালনে ইংলণ্ডীয় সেনা অপেক্ষা তাঁহারা কিছুতেই ন্যূন নহেন। বিশেষতঃ তাঁহারা রণে এরূপ অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, সমর-নিবৃত্ত থাকা যেন তাঁহাদিগের পক্ষে কিছু ক্লেশকর হইয়া উঠিয়াছিল। আজ রণক্ষেত্র আমেরিকাবাসিগণের নিকট ক্রীড়াপ্রাঙ্গণস্বরূপ অনুমিত হইতেছে। এই আভ্যন্তরীণ বল বুঝিতে পারিয়াই আজ আমেরিকা ইংলণ্ডের সর্ব্বতোমুখী প্রভুতায় আপত্তি করিলেন।

ঔপনিবেশিকেরা দেখিলেন—ইংলণ্ড আমেরিকাকে সামরিক বিদ্যালয়ে পরিণত করিয়াছেন। সীমান্ত প্রদেশের রাজ্য সকলের সহিত অকারণে যুদ্ধ বাধাইয়া আমেরিকার ব্যয়ে ও আমেরিকার বক্ষে কতকগুলি ইংরাজসৈন্য ও কতি-

পর ইংরাজ সৈনাপতিকে রণদীক্ষিত করিয়া লইতেছেন। আজ আমেরিকা আপনার বল বুঝিতে পারিয়াছেন, তাই ইহা তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিল।

ইংলণ্ডের মনে মনে অভিমান ছিল, আমেরিক ঔপনিবেশিকেরা তাঁহার সন্ততি, তাঁহার যত্নে প্রতিষ্ঠাপিত, তাঁহার আদরে পরিবর্দ্ধিত,এবং তাঁহার বাহুবলে পরিরক্ষিত। ইউনাইটেড্ ষ্টেটসের কোষাধ্যক্ষ এই চিরলালিত অভিমানের প্রত্যুত্তরে লিখিয়াছেন—"ইংলণ্ড তুমি বলিয়া থাক যে, আমরা তোমার যত্নে আমেরিকায় স্থাপিত! না, এ কথা সত্য নহে—বরং তোমারই দৌরাত্ম্যে আমরা আমেরিকায় অধিবাসিত। তুমি বল, আমরা তোমার স্নেহে লালিত! না, বরং তোমারই অবহেলায় পরিপুষ্ট। তুমি শ্লাঘা করিয়া থাক—আমরা তোমারই বাহুবলে পরিরক্ষিত! না ইংলণ্ড! বরং তোমারই গৌরব রক্ষা করিতে আমাদিগকে জাতীয় রুধির ও জাতীয় অর্থ ব্যয় করিতে হয়!"

এইরূপ ভাব এই সময় আমেরিকাবাসী সাধারণের অন্তরে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। আমেরিকার আদিম ঔপনিবেশিকগণ সকলেই সাধারণতান্ত্রিক ছিলেন। রাজা দেবানুগৃহীত, তিনি মানব নিয়মের অধীন নহেন—ইত্যাদি রাজতান্ত্রিক মত সকল তাঁহাদিগের হৃদয়ে স্থান পায় নাই। তাঁহারা সংখ্যায় দুর্ব্বল বলিয়াই অগত্যা ইংলণ্ডের আধিপত্য স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের সন্ততিগণ এখন আত্মবল বুঝিয়া সে অধীনতাশৃঙ্খল ভেদ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

এদিকে ইংলণ্ডের লোকে ভাবিতে লাগিলেন, 'আমে-

রিকা ইংলণ্ডের উপনিবেশমাত্র; সকল বিষয়েই মাতৃরাজ্যের মুখাপেক্ষী; তবে তাঁহার আদেশ মাথা পাতিয়া পালন না করিবে কেন? এই ভাবিয়া তাঁহারা আইনের উপর আইন জারি করিয়া আমেরিকাকে অষ্টপৃষ্ঠে বাঁধিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একটা আইন জারি হইল যে, কেহ ইংলণ্ডীয় জাহাজ ব্যতীত অন্য জাহাজে করিয়া উপনিবেশ হইতে ইংলণ্ডে মাল আমদানি করিতে অথবা ইংলণ্ড হইতে উপনিবেশসমূহে মাল রপ্তানি করিতে পারিবে না। ইহাতে ইংলণ্ডীয় বাণিজ্যপোতের অধ্যক্ষগণ অতিশয় ধনবান্ হইয়া উঠিতে লাগিলেন। কতকগুলি দুর্নীতিকর নিষেধক আইন জারি হইল যে, যে সকল গাছের তক্তায় জাহাজ নির্ম্মিত হয়, আপন আপন সীমার বহির্ভূত এমন গাছ কেহ কাটিতে পাইবে না; কেহ লোহার কারখানা করিতে পারিবে না; কেহ ইস্পাত প্রস্তুত করিতে পারিবে না; যে দেশ বীবরে পরিপূর্ণ, সে দেশের কেহ বীবরের টুপি তৈয়ার করিতে পারিবে না; কোন কারবারী এক সময়ে দুই জনের অধিক শিক্ষানবিশ রাখিতে পাইবে না ইত্যাদি। এদিকে বিলাতী মদ ও চিনি প্রভৃতির আমদানী বাড়াইবার জন্য দেশীয় চিনি, গুড় ও মদ প্রভৃতির উপরে বেজায় শুল্ক নির্দ্দিষ্ট করা হইল। এই সকল আইন অকেজো হইয়া পড়িয়া না থাকে, এই জন্য সন্দিগ্ধ ব্যক্তি মাত্রের ঘরে খানা তল্লাসী আরম্ভ হইল। এই সকল দুর্ব্বিবহ অত্যাচারে লোকে জর্জ্জরীভূত,—এমন সময় ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ষ্ট্যাম্প আইন প্রস্তাবিত হইল। পূর্ব্বে দলিল পত্র ও আদালতের দরখাস্তাদি সাদা কাগজে লিখিলেই হইত; কিন্তু এই

আইন অনুসারে সকলকেই সাদা কাগজের পরিবর্ত্তে ষ্ট্যাম্প-যুক্ত কাগজ ব্যবহার করিতে হইবে। সংবাদ পত্র, সাময়িক পত্রিকা, পঞ্জিকা প্রভৃতিরও উপরে শুল্ক নির্দ্ধারিত হইল। এই আইনের পাণ্ডুলিপি ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টে অবতারিত হইয়া আমেরিকাবাসিগণের ক্রোধানলে ঘৃতাহুতি প্রদান করিল। আমেরিকা এক্ষণে একবাক্যে ও মুক্তকণ্ঠে ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টের এ অধিকার অস্বীকার করিলেন, কিন্তু ইংলণ্ডেশ্বর জর্জ্জ কিছুতেই বিচলিত হইবার লোক ছিলেন না। তাঁহার প্রভাবে ষ্ট্যাম্প আইন হাউস্ অব কমন্স ও হাউস্ অব লর্ডস উভয়ত্রই অবিসংবাদিত ভাবে পাশ হইল। ভবিষ্য অভ্যুত্থানের সম্ভাবনায় ইহার সঙ্গে সঙ্গে একটা বিদ্রোহ-আইনও পাশ হইয়া গেল। যদি আমেরিকার কোন অংশে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তাহা নিবারণ করিবার জন্য ইংলণ্ড তথায় যত সৈন্য প্রেরণ করিবেন, এই আইনের বিধানানুসারে তথাকার অধিবাসিগণকে তাহাদিগের জন্য উপযুক্ত বাসস্থান, সুকোমল শয্যা, সুমধুর পানীয়, শুষ্ক কাষ্ঠ, সুগন্ধি সাবান ও সুনির্ম্মল বাতি প্রদান করিতে হইবে।

এই কঠোর আইন জারি হওরায় বেন্‌জামিন্ ফ্রাঙ্ক-লিন্ প্রভৃতি মনীষীর হৃদয় বিকম্পিত হইল! তিনি কোন প্রিয় বন্ধুর নিকটে লিখিয়া পাঠাইলেন, "আমেরিকার স্বাধীনতাসূর্য্য অনন্তকালের জন্য অস্তমিত হইল! এক্ষণে আমাদিগের শ্রমশীলতা ও মিতব্যয়িতার বাতি জ্বালিয়া কথঞ্চিৎ জীবন ধারণ করা ভিন্ন আর কোন আশা নাই!" সাহসিকতর প্রিয়বন্ধু প্রত্যুত্তর লিখিয়া পাঠান—ভাই!

এক্ষণে আমাদিগকে অন্য প্রকার বাতি জ্বালিতে হইবে।” প্রত্যুত এই ঘটনার পরেই আমেরিকার সর্ব্বত্র বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠিল!

এই সময়ে ক্যাড্ ওয়ালার কোল্ডেন্ নামক এক জন অশীতিবর্ষবয়স্ক ইংরেজ নিউইয়র্কের গবর্ণর ছিলেন। অতি পবিত্রচরিত্র ও উদারপ্রকৃতি বলিয়া ইহাঁকে সকলেই শ্রদ্ধা করিত। ইহাঁর সমিতির সভ্যগণও অতি উচ্চমনাঃ ছিলেন। এরূপ মন্ত্রিগণ-পরিবেষ্টিত হইয়াও এবং এরূপ মহদাশয় হইয়াও এই প্রবীণ শাসনকর্ত্তাকে রাজশাসনের অনুরোধে লোক-সাধারণের অভ্যুত্থানের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইতে হইয়াছিল। ইতিহাসে এই জন্য তাঁহার নাম স্বাধীনতার শত্রু বলিয়া কলঙ্কিত হইয়াছে। তিনি স্বাধীনতার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইলেন বটে, কিন্তু সে গতিরোধ করা তাঁহার সাধ্যাতীত হইয়া পড়িল। স্বাধীনতার সম্প্রদায় চতুর্দ্দিকে দলবদ্ধ হইতে লাগিলেন। সংবাদপত্র সকল নির্ম্মোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক অকুতোভয়ে আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে লাগিল। ইংলণ্ডের সহিত বিচ্ছেদ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে, এই কথা তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন। ১লা নবেম্বর ষ্ট্যাম্প আইন প্রচারের দিন স্থির ছিল। সেই দিন যত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ততই আমেরিকার অধিবাসিগণ অধীর হইয়া উঠিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে সভা বসিতে লাগিল, পথ ঘাট লোকে পরিপূর্ণ হইল। আবাল বৃদ্ধ বনিতা দেশের জন্য, স্বাধীনতার জন্য—প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল। ধন্য স্বজাতিপ্রেম! ধন্য স্বদেশানুরাগ।

৩১এ অক্টোবর একটী মহতী জাতীয় সভার অধিবেশন হইল। এই সভায় ষ্ট্যাম্প আইনের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টের নিকটে এক খান আবেদন পত্র পাঠান স্থির হইল। দেশের সমস্ত বড় লোক ইহাতে স্বাক্ষর করিলেন। জেমস ইভার্‌স নামক এক ব্যক্তি ষ্ট্যাম্প বিলি করিবার ভার প্রাপ্ত হইয়া ইংলণ্ড হইতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে অগত্যা কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেশে ফিরিয়া যাইতে হইল।

নিউইয়র্কের দুর্গের নাম ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জ। ২৩এ অক্টোবর ইংলণ্ড হইতে নূতন ষ্ট্যাম্প সকল আসিয়া এই দুর্গে সংরক্ষিত হইলে, এই দুর্গের উপর আক্রমণ সম্ভাবনা করিয়া ইংরাজেরা ইহার রীতিমত জীর্ণসংস্কার করিলেন, এবং ইহাকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সুসংরক্ষিত করিয়া লইলেন। দুর্গের কামানগুলির মুখ নগরাভিমুখে সংস্থাপিত হইল, এবং ইংলণ্ডীয় রণতরি সকল রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া নগরের বন্দরে আসিয়া লাগিল। নিউইয়র্ক অবরুদ্ধ নগরীর আকার ধারণ করিল। কিন্তু আমেরিকাবাসীরা ইহাতে ভীত না হইয়া দলে দলে নগরে আসিয়া জুটিতে লাগিলেন। যিনি—যে অস্ত্র পাইলেন, লইয়া নগরাভিমুখে ধাবিত হইলেন। ব্রিটিশ কামানরাজি যেন মন্ত্রৌষধরুদ্ধবীর্য্য সর্পের ন্যায় অকর্ম্মণ্য হইয়া রহিল। কেন না শত্রু হইলেও ইংরাজসেনাপতির এত লোকের উপরে গোলা চালন করিতে হৃদয় ব্যথিত হইল। ক্রমে জনতা এত বাড়িয়া উঠিল যে ইংরাজেরা বিদ্রোহীদিগের হস্তে সমস্ত ষ্ট্যাম্প অর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। অবশেষে ইংলিশ পার্লেমেণ্টকে ষ্ট্যাম্প আইন অগত্যা রহিত করিতে হইল।

কিন্তু অবিলম্বে আর একটী আইন জারি হইল; তাহা তুল্যরূপ দূষিত ও তুল্যরূপ আপত্তিকর। এই আইন কাচ, কাগজ ও প্রধানতঃ 'চা'র উপরে কর ধার্য্য করিয়া দিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে অনুমতি দেওয়া হইল—ইংলণ্ডের যে চা তাঁহারা আমেরিকায় পাঠাইতেন,আমেরিকাবাসীদিগকে সেই 'চার' উপরে প্রতি পাউণ্ডে তিন পেন্স করিয়া শুল্ক দিতে হইবে। কিন্তু আমেরিকাবাসীরাও প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, ঐ চা কখনই আমেরিকায় নামাইতে দিবেন না।

প্রভিডেন্স প্রদেশের অধিবাসীরাই সর্ব্বপ্রথমে এই চার আমদানির বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইল। একদিন নগরের মধ্যে ঘোষণা হইল—'যিনি যে চা কিনিয়াছেন, লইয়া বাজারে আসিবেন; আর রাত্রি দশটার সময়ে সেখানে এক অদ্ভুত অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইবে। অধিবাসীরা সঙ্কেত বুঝিতে পারিয়া সকলে যথাসময়ে যথাস্থানে আসিয়া চা সমর্পণ করিল। রাত্রি দশটার সময় চা-স্তূপে অগ্নিপ্রদান করা হইল। বিশ্বাবসুর প্রচণ্ড শিখায় দশদিক্ আলোকিত হইল। লোকে সঙ্কল্প করিল, কিছুতেই বাজারে চা আনিতে দিবে না। যদি কোন ইংরাজ বণিক্ সশস্ত্র পুরুষ-পরিরক্ষিত অবস্থায় চা আনিয়া বাজারের গুদামে রাখিত, অমনি রাত্রিতে গুদামে আগুন লাগিত। ফিলাডেলফিয়া নগরে চার জাহাজগুলি নদীমুখেও প্রবেশ করিতে সাহস করিল না। যেমন অবস্থায় আসিয়াছিল, সেই অবস্থায় ইংলণ্ডে ফিরিয়া গেল। নিউইয়র্কে সেনার সাহায্যে চা নামান হইল বটে, কিন্তু কেহ চা কিনিল না। কারণ, ঘোষণা হইয়াছিল, যে চা কিনিবে, তাহার মস্তক যাইবে। চারলস

টাউনেও ঐরূপে চা নামান হইল, কিন্তু ক্রেতা না জুটায়, চা গুদামে পড়িয়া পচিতে লাগিল, এবং অবশেষে অগ্নিদগ্ধ হইল। বোষ্টনেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গোলযোগ উপস্থিত হয়। এখানে গবর্ণর ও তাঁহার বন্ধুবর্গের উদ্দেশে চা পাঠান হয়। সুতরাং ইহা নামাইবার জন্য বিশেষ উদ্যোগ হইবে ভাবিয়া, লোকে বিশেষ প্রতিবিধানের চেষ্টা করে। এক সুবিমল প্রশান্ত রজনীতে 'চার' জাহাজগুলি বোষ্টনের বন্দরে আসিয়া লাগিল। যেমন লাগিল, অমনি তিনশত বোষ্টনবাসী বালক ছদ্মবেশে সেই সকল জাহাজের উপরে গিয়া পড়িয়া চার বাক্সগুলি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সব ঝুপ্‌ঝাপ করিয়া জলে ফেলিয়া দিল। রক্ষকেরা প্রথমে বাধা দিয়াছিল, কিন্তু সে অগ্নিস্ফুলিঙ্গগুলির নিকট পরাস্ত হইয়া শেষে চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। এইরূপে তিনশত বত্রিশটী বাক্স ভগ্ন ও জলে প্রক্ষিপ্ত হইল।

এই বার ইংলণ্ড গর্জ্জিয়া উঠিল। এই সংবাদ ইংলণ্ডে পৌছিবামাত্র স্থির হইল—যে কোন রকমে হউক উপনিবেশগুলিতে ইংরাজ-প্রভুতা ও আইনের মর্য্যাদা পুনঃস্থাপিত করিতেই হইবে। বোষ্টনের ধ্বংশ স্থিরীকৃত হইল। বোষ্টনের উপরে হুকুম জারি করা হইল যে, যত চা নষ্ট করা হইয়াছে, সমস্তের মুল্য দিতে হইবে। বোষ্টনের সহিত সর্ব্ববিধ বাণিজ্য নিষিদ্ধ হইল। কষ্টম্‌ হাউস প্রভৃতি সালেমে লইয়া যাওয়া হইল। কিন্তু সে বাণিজ্যে সালেমের লোকে বোষ্টনের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে চাহিল না। সমস্ত আমেরিকা বোষ্টনের সহিত সহানুভূতি দেখাইতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে লোক সকল এ নগর হইতে ও নগরে যাইতে

লাগিল। সর্ব্বত্র বিশ্বব্যাপী অসন্তোষ ও বিরাগের ভাব পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। বহুদিন-সংরুদ্ধ ক্রোধ, স্বজাতি-প্রেম, স্বাধীনতা-স্পৃহা যুগপৎ উদ্দীপিত হইয়া সমস্ত জাতিকে যেন একশরীরী করিয়া ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত করিল।

বোষ্টনে আর একটী ঘটনায় সন্ধুক্ষিত বিদ্রোহানল আরও প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। একদিন ইংরাজ সৈনিক-গণের সহিত নগরবাসীদিগের হাতাহাতি বাধিল, তাহাতে জাতীয় রক্ত পতিত হইল। শীতল ধবল বরফের উপরে সেই লোহিত রক্ত পতিত হইয়া যেন ইংলণ্ড ধবলযশে কলঙ্কারোপ করিল। এই ঘটনায় সমস্ত আমেরিকা অগ্নিময় হইয়া উঠিল। ইংলণ্ডের ন্যায়পরতা, জাতীয় গৌরব, মনুষ্যত্ব সমস্ত যেন আট্‌লাণ্টিক গর্ভে নিমজ্জিত হইল। সমস্ত আমাবিকা সমস্বরে এই ঘটনার প্রতিবাদ করিলেন। সে স্বর আটলাণ্টিক বক্ষ বিদারিয়া ইংলণ্ডে গমন করিল। কিন্তু ইংলণ্ডের হৃদয় গলিত হইল না। ইংলণ্ড আমেরিকার-স্বাধীনতার ধ্বংস সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। উভয় পার্লে-মেণ্টই ইংলণ্ডেশ্বর তৃতীয় জর্জ্জকে বুঝাইলেন যে,আমেরিকা অনেক দিন হইতে স্বাধীনতার জন্য স্থির-সঙ্কল্প হইয়াছিল; কেবল সামর্থ্য ও সুবিধার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। এক্ষণে সেই রাক্ষসী স্বাধীনতা-স্পৃহাকে সূতিকাগারেই বিনাশ করা প্রত্যেক ইংরাজেরই অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম; সুতরাং যে কোন মূল্যে ও যে কোন বিপদে হউক ইহা প্রত্যেক ইংরাজেরই সাধনীয়।

এদিকে আমেরিকাবাসীরাও আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত

হইতে লাগিলেন। প্রাচী গগনে ভীষণ মেঘ উঠিয়াছে, দেখিয়াই তাঁহারা স্থির করিলেন যে পশ্চিমাভিমুখে প্রবল ঝটিকা বহিবে। নানা স্থানে জাতীয় সভার অধিবেশন হইতে লাগিল। সকলেই মুক্ত হস্তে চাঁদা দিতে লাগিলেন। দলে দলে সৈন্য সংগৃহীত হইতে লাগিল। কর্ম্মচারিগণ মনোনীত হইতে লাগিলেন। আমাদের প্রবন্ধের অধিনায়ক জর্জ্জ ওয়াসিংটন সেনাপতির পদে অভিষিক্ত হইলেন। আমেরিকা এতদিন অনেক কোমল উপায় অবলম্বন করিয়া ব্যর্থ হইয়া এক্ষণে শাণিত অসি দ্বারা অদৃষ্ট পরীক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন।

ফিলাডেল্‌ফিয়া নগরে একটী জাতীয় মহতী সভার অধিবেশন হইল। আমেরিকাবাসীরা এখনও প্রকাশ্যরূপে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহারা জাতীয় দায়িত্বে ঋণ সংগ্রহ ও অতি ত্বরা সহকারে যুদ্ধের আয়োজন করিতে আরম্ভ করিলেন।

তখন ব্রিটিশ সেনাপতি গেজ্ সাহেব বোষ্টন নগরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। পাছে তিনি সসৈন্য আমেরিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন, এই ভয়ে আমেরিকাবাসীরা তাঁহাকে বোষ্টন নগরে অবরুদ্ধ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। জর্জ্জ ওয়াসিংটনের হস্তেই এই গুরু ভার পড়িল। আমেরিকানেরা বোষ্টন অবরুদ্ধ করিবে, এই সংবাদ যখন বোষ্টনে উপস্থিত হইল, তখন ইংরাজেরা কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন। তাঁহারা এ কথা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তাঁহারা ভাবিলেন, যখন তাঁহাদিগের পুঞ্জীকৃত খাদ্যসামগ্রী রহিয়াছে, ও নগর দুর্গসংরক্ষিত রহি-

য়াছে, তখন বিদ্রোহিদিগের নিকট হইতে তাঁহাদিগের কোন ভয়ের আশঙ্কা নাই। অপর ব্রিটিশ সেনাপতি হাউএরই এই বিশ্বাস ছিল। সুতরাং নির্ব্বাণোন্মুখী দীপ-শিখার ন্যায় তাঁহাদিগের প্রমদ-প্রিয়তা এই মুমূর্ষু কালে অতিশয় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। এই সময় একটী রঙ্গালয় নির্ম্মিত হইল; বলের* ধূম পড়িয়া গেল! প্রহসন, বর্লেস্‌ক, মাসকুইরেড্ প্রভৃতির জন্য ধড়াধড় চাঁদা উঠিতে লাগিল। উক্ত রঙ্গালয়ে এক রজনীতে 'বেষ্টন-অবরুদ্ধ' নামক এক-খানি প্রহসন প্রণীত ও অভিনীত হইতেছিল। তাহাতে একটী দৃশ্যে সেনাপতি ওয়াসিংটনকে বিকলাঙ্গ অব-স্থায় একটী প্রকাণ্ড পরচুলা মাথায় দিয়া একখানি মরচে ধরা তরবার হস্তে একজন মাত্র পুরাতন বন্দুকধারী ভৃত্য সমভিব্যাহারে রঙ্গমধ্যে অবতারিত করা হইয়াছিল। এই অংশটুকুর অভিনয় হইতেছে এমন সময় একজন সার্জ্জন সহসা রঙ্গস্থলে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে জানাইল যে, আমেরি-কানেরা আসিতেছে। দর্শকমণ্ডলী প্রথমে ইহা অভিনয়ের অংশ মনে করিয়া অসম্ভব হাসিয়া উঠিল। কিন্তু অচিরকাল মধ্যেই তাঁহাদিগের সে ভ্রম দূরীকৃত হইল। সেনাপতি হাউ মুহূর্ত্ত মধ্যে আসিয়া সুদৃঢ় ও গম্ভীর স্বরে আদেশ করিলেন "কর্ম্মচারিগণ! অবিলম্বে সশস্ত্র আপন আপন স্থানে গমন কর।" সেই হর্ষ, সেই প্রমোদ, সহসা বিষাদে পরিণত হইল (Jest became earnest.)। যথার্থই বোষ্টন অবরুদ্ধ হইয়াছিল, যথার্থই ওয়াসিংটন সসৈন্য ব্রিটনদিগকে আসিয়া ঘিরিয়াছিলেন। বোষ্টনের অবরোধ কয়েক মাস

* Balls. প্রমোদ নৃত্য।

ধরিয়া রহিল। বঙ্কার্স পাহাড়ে ইংরাজদিগের সহিত আমেরিকানদিগের একটী যুদ্ধ হয়। তাহাতে বিজয়-লক্ষ্মী আমেরিকানদিগের [illegible]য়িনী হন। ইংরাজেরা ওয়াসিংটনের নিকট প্রস্তাব করিলেন যে, যদি তাঁহাদিগকে অক্ষত শরীরে নগর ছাড়িয়া যাইতে দেন, তাহা হইলে তাঁহারা নগরের কোন ক্ষতি না করিয়া নগর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে প্রস্তুত আছেন। ওয়াসিংটন এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তদনুসারে ইংরাজেরা ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক হ্যালিফ্যাক্স যাত্রা করিলেন।

এই স্বাধীনতাসমরে ওয়াসিংটন যে অদ্ভুত অবদান-পরম্পরা [illegible]ম্পাদন করিয়াছিলেন, বীরত্বের ও আত্মত্যাগের যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সকল রাখিয়া গিয়াছেন, সে সকল আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা ক[illegible] এ প্রবন্ধে সম্ভব নহে। আমরা কেবল প্রধান প্রধান দুই চারিটী ঘটনা উল্লেখ করিয়া এই জীবনী সমাপ্ত করিব।

ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সে নিউইয়র্ক একটী প্রধান নগর। ইংরাজেরা তাহার উপর আক্রমণ করিবেন শুনিয়া তাহার রক্ষার্থ ওয়াসিংটন [illegible]থায় গমন করিলেন। তাঁহার সহিত ১৭০০০ মাত্র সৈন্য ছিল। ২২এ আগষ্ট ইংরাজ সৈন্য নিউইয়র্কের অনতিদূরবর্ত্তী লঙ্ আইল্যাণ্ড নামক দ্বীপের উপকূলে নামিয়াই আমেরিক শিবিরাভিমুখে অভিযান করিল। ইংরাজসৈন্য আসিতেছে দেখিয়া আমেরিকানেরা দুর্ব্বুদ্ধিক্রমে শিবির পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহাদিগের দিকে অগ্রসর হইল। এই সময় সেনাপতি কি[illegible] অন্য দিক হইতে আর এক দল ইংরাজসৈন্য ল[illegible]য়া আমেরিকান্দিগকে আক্রমণ

করিলেন। সুতরাং তাঁহাদিগের পলায়নের আশা পর্য্যন্ত রহিল না। দুই সেনার মধ্যে পড়িয়া সেই আমেরিক সৈন্য ভস্মীভূত হইয়া গেল। সহস্র সৈন্য রণবন্দী হইল। অল্প-সংখ্যক মাত্র রক্ষা পাইয়া পরাজয়বার্ত্তা গৃহে লইয়া গেল।

আমেরিক সৈন্য যুদ্ধে পরাস্ত হইল বটে, কিন্তু নিউইয়র্ক এখনও ওয়াসিংটনের হস্তে রহিল। ইংরাজেরা এই নগর অধিকার করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন। ওয়াসিংটন উপকূলে সৈন্য রাখিলেন—উদ্দেশ্য ইংরাজ সৈন্যকে জাহাজ হইতে নামিতে দিবেন না। তিনি স্বয়ংও দুই রেজিমেণ্ট সৈন্য লইয়া দূর হইতে ঘটনা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। ইংরাজসৈন্য আবির্ভূত হইবামাত্র আমেরিকানেরা ভয়ে পলায়ন করিল—একটী মাত্র বন্দুকে আওয়াজ হইল না। বন্দুকের গুলি বন্দুকেই রহিয়া গেল। ওয়াসিংটন অল্পমাত্র আনুযাত্রিক সহ রণস্থলে পড়িয়া রহিলেন। তিনি নিজ সৈন্যগণের কাপুরুষতায় এত দূর বিরক্ত, দুঃখিত ও হতাশ হইয়াছিলেন যে, কাতরস্বরে বলিয়াছিলেন যে, 'এই সকল লোক দ্বারা কেমন করিয়া আমেরিকা রক্ষা হইবে?' যে সময় তিনি অশ্বপৃষ্ঠে আসীন হইয়া এই কথা ভাবিতে-ছিলেন, সে সময় তিনি শত্রুসৈন্য হইতে অশীতি-পদ-পরি-মিত দূরে অবস্থিত ছিলেন। ওয়াসিংটনের রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া যাইতে যেন কষ্ট হইতেছিল। কিন্তু তাঁহার অনু-যাত্রিকেরা বিপদের আশঙ্কা করিয়া তাঁহার অশ্বের মুখ ফিরাইয়া দিল, এবং অশ্বের বল্গা ধরিয়া টানিয়া তাঁহাকে সবেগে রণস্থল হইতে লইয়া গেল। পরদিন ইংরাজদিগের সহিত একটী সামান্য যুদ্ধ হয়, তাহাতে আমেরিকানেরা

জয়লাভ করেন। ইহাতে তাঁহাদিগের বিলুপ্ত গৌরব কথঞ্চিৎ পুনরুদ্ধৃত হয়। পরাজিত হইয়াও ইংরাজসৈন্য সংখ্যার আধিক্যবশতঃ আমেরিক সৈন্য ভেদ করিয়া নগর মধ্যে প্রবেশ করিল। নিউইয়র্কের রাজতান্ত্রিক দল মহোল্লাসে ইংরাজসৈন্যগণকে গ্রহণ করিলেন। কয় রাত্রি নগরে অগ্নি লাগিয়া নগরের তৃতীয়াংশ ভস্মরাশিতে পরিণত হইল।

ওয়াসিংটন্ নিউইয়ার্ক পরিত্যাগ করিয়া হার্লেম নগরে শিবির সন্নিবেশিত করিলেন। তাঁহার সৈন্যমধ্যে গভীর হতাশতার ভাব দেদীপ্যমান হইল। ইংরাজসৈন্য তাঁহাদিগের অনুসরণ করিল। তাঁহারা পদে পদে পরাজিত হইয়া অবশেষে নর্থ কাসল্ পাহাড়ের শিখরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বিজয়লক্ষ্মী এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে ইংরাজদিগের করতলস্থ হইল। ইংরাজেরা ঘোষণা করিলেন যে, যে সকল বিদ্রোহী ৬০ দিনের মধ্যে অস্ত্র পরিত্যাগ করিবে, তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করা যাইবে।

এই হতাশতার সময় ওয়াসিংটন আমেরিকার একমাত্র আশা ছিলেন। আমেরিকান্ মহাসভা তাঁহাকে ডিক্টেটরপদে অভিষিক্ত করিবার সঙ্কল্প করিলেন, তিনি তাহা স্বীকার করিলেন। কিন্তু সে অবস্থায় কিছু করিয়া উঠিতে পারিবেন এরূপ সাহস তিনি ভিন্ন আর কেহ করিতে পারিত কি না সন্দেহ।

ওয়াসিংটনের সৈন্যের দুরবস্থার ইয়ত্তা ছিল না। তাহাদিগের পায় জুতা ছিল না, গায় ভাল বস্ত্র ছিল না; সুতরাং নগ্ন পদে, নগ্ন দেহে তাহাদিগকে হিমানীসমাচ্ছাদিত গিরিপথে ও গিরিশৃঙ্গে পলাইয়া বেড়াইতে হইয়াছে। অনাহারে

ও অনিদ্রায় তাহাদিগকে কতদিন যাপন করিতে হইয়াছে। স্বয়ং সেনাপতি অভুক্ত ও নিনিদ্র থাকিতেন বলিয়া তাহারা সে ক্লেশ সহিতে পারিত। ভাল শিক্ষা ছিল না, ভাল অস্ত্র শস্ত্র ছিল না বলিয়া ওয়াসিংটন নিজ সেনাকে সমতল ক্ষেত্রে শত্রুগণের সম্মুখীন করিতেন না। দিবসে পর্ব্বত-গুহায় লুকায়িত থাকিয়া রজনীতে অতর্কিতভাবে ইংরাজ-শিবিরে পড়িয়া তাঁহাদিগকে মারিয়া তাহাদের খাদ্যসামগ্রী অস্ত্রশস্ত্র ও পরিচ্ছদাদি লইয়া পলায়ন করিতেন। মহাসভা তাঁহাকে অস্ত্রশস্ত্র অর্থ বা খাদ্য সামগ্রী দিয়া সহায়তা করিতে পারিতেন না। সুতরাং এ সমস্ত তাঁহাকে নিজেই সংগ্রহ করিয়া লইতে হইত। কোন্ দেশের কোন সেনাপতিকে এরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল কি না সন্দেহ। কিন্তু তাঁহার অতিমানুষশক্তি-বলে তিনি ক্রমে ক্রমে এ সমস্ত বাধা বিপত্তি কাটাইয়া উঠিলেন। তাঁহার সৈন্যেরা ক্রমেই রণদীক্ষিত হইয়া উঠিল, হতশত্রুর অস্ত্র শস্ত্র ও পরি-চ্ছদে ক্রমেই তাহারা সুসজ্জিত হইয়া উঠিল। বীরত্বে ও স্বজাতিপ্রেমের ভাবে তাহারা ক্রমেই রণোন্মত্ত হইয়া উঠিল। এতদিনের কষ্ট যন্ত্রণায় ওয়াসিংটনের সৈন্যগণ স্বদেশের মঙ্গলার্থ আত্মবলি দিতে প্রস্তুত হইল।

শব-সাধনায় সিদ্ধ হইয়া ওয়াসিংটনের সৈন্যগণ এখন শত্রুসৈন্যের সম্মুখীন হইল। জলে স্থলে একেবারে তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া গেল।

চল পাঠক, একবার কল্পনা-বলে ব্যোমযানে উঠিয়া সেই সময়ের ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সের অবস্থা দেখি। ঐ দেখ সমস্ত আমেরিকা জলে স্থলে যেন একটী প্রকাণ্ড যুদ্ধক্ষেত্র বলিয়া

বোধ হইতেছে। ঐ দেখ! ইংরাজ রণতরি বক্ষঃ স্ফীত করিয়া পতাকা উড্ডীন করিয়া আমেরিকান্‌দিগের বিরুদ্ধে ধাবিত হইয়াছে, আর আমেরিকানেরা ভীষণ তোপধ্বনি করিয়া তাহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। ঐ দেখ! আর একখানি ইংরাজ জাহাজ শ্বেতপালরাজি বিস্তার করিয়া নিউইয়র্কের বন্দর হইতে ভার্জিনীয়াভিমুখে ধাবিত হইয়াছে। ঐ দেখ! ইহার সৈনিকেরা উপকূল-বিভাগ বিধ্বস্ত করিয়া লুণ্ঠনার্থ দেশমধ্যে প্রবেশ করিল। ঐ শুন! পীড়িত ও মুমূর্ষু ইংরাজ সেনাগণের আর্ত্তনাদে গগন বিদীর্ণ হইতেছে। ঐ দেখ! জ্বর-রোগে আক্রান্ত হইয়া ইংরাজ-সৈন্য দলে দলে মরিতেছে, তথাপি লুণ্ঠন হইতে নিবৃত্ত হইতেছে না।

আবার দেখ! আমেরিকানেরা কোথা হইতে হঠাৎ আসিয়া ব্রিটিশ শিবিরে পড়িয়া তাহাদের কামান, বন্দুক, তরবারি ও দ্রব্য-সামগ্রী কাড়িয়া লইয়া যাইতেছে। ঐ দেখ! আর এক দল আমেরিকান্ ডিঙ্গি-বোটে ও ছোট ছোট ষ্টীমারে করিয়া আসিয়া ইংরাজাধিকৃত উপকূল বিভাগে পড়িয়া ইংরাজেরও দ্রব্য-সামগ্রী লুট করিয়া লইয়া যাইতেছে। যে সেণ্টজর্জ্জ দুর্গের লোহিত ক্রসের নিকট একদিন প্রত্যেক আমেরিকান্ নতশির হইতেন, আজ সেই সেণ্ট জর্জ্জের দিকে কেহ ভ্রূক্ষেপও করিতেছে না। ঐ যে সহস্র-বজ্র-নাদী কর্ণভেদী শব্দ শুনিলে, উহা একটী দুর্গ উড়িয়া যাইবার শব্দ। আমেরিকানেরা সুড়ঙ্গ কাটিয়া ইংরাজ-দুর্গের নিম্নে গিয়া বারুদে গর্ত্ত পূরিত করিয়া তাহাকে অগ্নি প্রদান করায় ঐ দুর্গ উড়িয়া গেল। ঐ

দেখ! আমেরিকানেরা আর একটী ইংরাজাধিকৃত নগরের উপর গোলাবর্ষণ করিতেছে। আবার আর এক দিকে দেখ! ঐ একটী শস্যক্ষেত্র দেখিতে দেখিতে রক্তক্ষেত্রে পরিণত হইল। ঐ দেখ! দুই সেনা কি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে পরস্পরের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে, এবং ভীষণ লক্ষে পরস্পরের উপর পড়িয়া পরস্পরকে ছিন্ন ভিন্ন করিবার জন্য কি একাগ্রতার সহিত অবসর প্রতীক্ষা করিতেছে। উভয়ের রণবিষয়িণী প্রতিভার পরীক্ষা দিবার এই একটী প্রকাণ্ড রঙ্গস্থল। ঐ শুন! একেবারে শত শত কামান গর্জ্জিয়া উঠিয়াছে! সহস্র সহস্র বন্দুক পরক্ষণেই তীব্র শব্দে তাহার উত্তর দিতেছে। চতুর্দ্দিকে ঘন মেঘ উঠিতেছে। ধূমপুঞ্জে দৃষ্টি আবরিত হইতেছে, এবং উভয় সৈন্যের পরস্পর-সংহারী গুলিগোলার শব্দে কাণ ফাটিয়া যাইতেছে। ঐ দেখ! ইংরাজসৈন্য পরাস্ত হইয়া পশ্চাদ্‌গামী হইল। 'ওয়াসিংটনের জয়, জয় আমেরিকার জয়' শব্দেগগণ বিদীর্ণ হইল। এতদিনে স্বাধীনতা রাজতন্ত্রকে পরাস্ত করিল। এতদিনে জাতীয় দুর্গে জাতীয় পতাকা উড্ডীন হইল। এই স্বাধীনতা সমরের প্রধান নেতা ও প্রাণভূত ওয়াসিংটনের যশঃ আজ সমস্ত আমেরিকায় উদ্ঘোষিত হইতে লাগিল। এখন স্বাধীন আমেরিকা, বিজয়ী আমেরিকা, নির্দ্দিষ্ট নিয়মে ইংলণ্ডের সহিত সন্ধি করিতে প্রস্তুত আছেন—জানাইবার জন্য ইংলণ্ডে কতিপয় ব্যক্তিকে দৌত্য কার্য্যে পাঠাইলেন। যে আমেরিকা ইংলণ্ডের রাশি রাশি ষ্ট্যাম্প ভস্মস্তূপে পরিণত করিয়াছে, ইংলণ্ডের জাহাজ জাহাজ চা সাগরগর্ভে প্রক্ষেপ করিয়াছে, ইংরাজের ভয়-প্রদর্শনে পরিহাস

করিয়াছে, ইংরাজের অভয়প্রদানে তুচ্ছ করিয়াছে যে আমেরিকা ইংরাজ-সেনাকে পদ-দলিত ও ইংরাজ-পতাকাকে অবমানিত করিয়াছে, এবং ইংরাজ-প্রভুতাকে চিরদিনের জন্য বিসর্জ্জন দিয়াছে, আজ সেই আমেরিক জাতিকে একটী স্বাধীনজাতি বলিয়া ইংলণ্ডের স্বীকার করিতে হইবে। তাহার সহিত সমান ক্ষেত্রে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইতে হইবে, এবং সন্ধিপত্রে স্বাধীন নাগরিকগণের স্বাক্ষর যেন রাজস্বাক্ষর বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে—সন্ততির এ প্রস্তাবে জননী ব্রিটানীয়াকে সম্মত হইতে হইল।

ইংলণ্ডের সহিত সন্ধি হইয়া গেল। কিন্তু ওয়াসিংটনের জীবনের কর্ত্তব্য এখনও শেষ হয় নাই। তিনি আজ পদ-দলিত আমেরিকাকে স্বাধীন জাতিতে পরিণত করিয়া, রণপাণ্ডিত্যে জগৎকে মুগ্ধ করিয়া, জগতের শিক্ষার জন্য আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে চলিলেন। তাঁহার যে সেনা অজেয় ইংরাজসেনাকে রণে পরাস্ত করিয়াছে, সেই সেনার বলে আজ তিনি আমেরিকার সম্রাট হইতে পারিতেন। কিন্তু সেই যোগীর অন্তরে সে নীচভাব লব্ধ-প্রবেশ হইল না। তাঁহার উদার অন্তরে বরং ইহার ঠিক বিপরীত ভাবের উদয় হইল। জাতীয় স্বাধীনতার জন্য তিনি অনিয়ন্ত্রিত জাতীয় সৈনাপত্য স্বীকার করিয়াছিলেন; কিন্তু আজ সে কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, সুতরাং তিনি এক্ষণে সে সৈনাপত্য পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু সে পদ পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে একবার সসৈন্য নিউইয়র্ক নগরে প্রবেশ করিবেন, স্থির করিলেন।

নিউইয়র্কের আজ মহাদিন। নিউইয়র্ক ইংরাজসৈন্যের

সেনানিবাস ছিল। আজ সে ইংরাজসৈন্য স্থলে স্থল না পাইয়া পয়োনিধির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। ঐ দেখ অদূরে ইংরাজ-রণতরি তাহাদিগকে বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। আজ সেদিকে কেহ দৃক্‌পাতও করিতেছে না। ওয়াসিংটন্—বিজয়ী ওয়াসিংটন্—আমেরিকার প্রাণের প্রাণ ওয়াসিংটন—আজ সসৈন্য নগর মধ্যে প্রবেশ করিবেন, তাই আমেরিকাবাসিরা আবাল-বৃদ্ধবনিতা সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নগরাভিমুখে ছুটিতেছে। দেখিতে দেখিতে সমস্ত রাজপথ জনাকীর্ণ হইয়া উঠিল—যেন রাজপথে জীবন-প্রবাহ প্রবাহিত হইল—যেন শির-সমুদ্রে সমস্ত নগর প্লাবিত হইল—যেন তরঙ্গেরউপর তরঙ্গ পড়িতে লাগিল—নবেম্বরের মৃদু মধুর সূর্য্যরশ্মি তাহাতে পতিত হইয়া জল তরঙ্গের অপূর্ব্ব শোভা বিধান করিল। এমত সময় সহসা 'জয় ওয়াসিংটনের জয়, জয় আমেরিকার জয়' ধ্বনি উত্থিত হইল। ধ্বনির উপর ধ্বনি, তাহার উপর ধ্বনিতে আকাশ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। সেই জয়ধ্বনি সঙ্গে করিয়া অশ্ব-সেনা পরিবেষ্টিত, সুসজ্জিত অশ্বপৃষ্ঠে সমাসীন, রণজিৎ, লোক-প্রাণ ওয়াসিংটন নগরে প্রবেশ করিলেন। জয়ধ্বনি ও মঙ্গলধ্বনিতে নগর পরিপূরিত হইল। রাজপথের উভয় পার্শ্বস্থ প্রাসাদাবলীর গবাক্ষমালা হইতে অনবরত পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। এত দিন আমেরিকার জাতীয় জীবন ছিল না, সুতরাং জাতীয় পতাকাও ছিল না। কিন্তু আজ আমেরিকা বিশাল ও প্রবল-পরাক্রান্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিদ্বন্দী অনন্তবলশালী প্রকাণ্ড সাম্রাজ্য। সুতরাং আজ আমেরিকার নবসৌভাগ্যদ্যোতক পতাকা চাই। যে স্তম্ভের

উপর ব্রিটিশ পতাকা উড্ডীন হইত, ব্রিটনেরা নগর পরিত্যাগ কালে তাহা ভাঙ্গিয়া রাখিয়া দিয়াছে। ঐ দেখ! আমেরিক বীরনাগরিকেরা অমিত বলে ও মহোৎসাহে আজ জাতীয় পতাকার স্তম্ভ গাঁথিতেছে। ঐ দেখ! তাহাদিগের ক্ষিপ্রহস্ততায় নিমেষমধ্যে স্তম্ভ নির্ম্মিত হইল। ঐ দেখ! আজ আমেরিক জাতীয় পতাকা সগর্ব্বে ও সহর্ষে গগনে নৃত্য করিতেছে—যেন নৃত্যচ্ছলে সমর বিজয়ী ওয়াসিংটনকে আশীর্ব্বাদ করিতেছে। ঐ দেখ! বীরচূড়ামণি ওয়াসিংটন শিরস্ত্রাণ খুলিয়া নগ্ন শিরে নগর-মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন ও অবনত মস্তকে স্বজাতীয়গণকে নমস্কার করিতেছেন। অনেকে আজও তাঁহাকে দেখে নাই, অথবা দেখিয়াও তত আকৃষ্টচিত্ত হয় নাই। অনেকে আজও ওয়াসিংটনের নামও শুনে নাই। কোন্ দেবতা ছদ্মবেশে তাঁহাদিগের মধ্যে এত দিন বাস করিতেছিলেন, দেখিবার নিমিত্ত আজ সমস্ত আমেরিকা প্রায় সেখানে উপস্থিত। আমেরিকাবাসিগণের সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন আজ তাহাদিগের নয়নে সংক্রামিত হইয়াছে। তাহারা আজ প্রাণ ভরিয়া উপচিত শক্তিতে তাহাদিগের উদ্ধার-কর্ত্তাকে দেখিতে লাগিল। আজ ওয়াসিংটন প্রত্যেক আমেরিকাবাসীর হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। আজ তিনি প্রত্যেক আমেরিকাবাসীর নয়নের অঞ্জন। তাঁহাকে বারবার প্রণাম করিয়া ও অনবরত দেখিয়াও আজ তাহাদিগের তৃপ্তি হইতেছে না। ধন্য ওয়াসিংটন! ধন্য তোমার জীবন! অনাহারে অনিদ্রায় তুমি যে একদিন ঘোর শবসাধনা করিয়াছিলে, আজ তাঁহার সিদ্ধি দেখিয়া না জানি তোমার মনে কি সুখসাগর উথ-

লিয়া উঠিয়াছে! তুমি আমেরিকার যে কাজ করিলে, যতকাল আমেরিকা থাকিবে কখনই সে উপকার ভুলিতে পারিবে না। আমেরিকায় কখনই জাতীয় জীবন ছিল না, সুতরাং তুমি আজ একটী নূতন জাতি সৃষ্টি করিলে। তোমার তপবলে ও চরিত্রমাহাত্ম্যে সেই জাতি একদিন জগতের তীর্থস্থল হইবে। ধন্য তোমার বীরত্ব! তুমি বিনা শিক্ষায়, বিনা অস্ত্রবলে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াও একটী বিশ্ব-বিজয়িনী জাতিকে পরাস্ত করিলে। তোমার অসাধ্য কিছুই নাই।

১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াসিংটন আমেরিকার সৈনাপত্য গ্রহণ করেন। তাঁহার অতিমানুষ বীরত্বে আমেরিকার চরণ হইতে ব্রিটিশ শৃঙ্খল স্খলিত হইল। তাঁহার যত্নে আমেরিকাবাসিগণ পৃথিবীর একটী জাতিমধ্যে পরিগণিত হইলেন। তাঁহার জীবনব্রতের পূর্ণ উদযাপনা হইলে তিনি ১৭৮৩ খ্রীঃ অব্দে জাতীয় সৈনাপত্যের পদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপন গ্রাম্য আবাসে গমন করিয়া সাধারণ লোকের ন্যায় সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অধিক দিন তিনি বিশ্রাম-সুখ ভোগ করিতে পারিলেন না। অচিরকাল মধ্যেই আমেরিকা আবার তাঁহার শরণাপন্ন হইল। তিনি যে শুদ্ধ বীরত্বে অদ্বিতীয় ছিলেন, এরূপ নহে। তিনি অসাধারণ-ধীশক্তি-সম্পন্ন ও প্রগাঢ় রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। বিশেষতঃ নিষ্কাম দেশহিতৈষণার জন্য তিনি আমেরিকাবাসীমাত্রেরই উপাস্য দেবতা ছিলেন। যখন প্রেসিডেন্টের পদ সৃষ্ট হয়, তখন সকলে একবাক্যে তাঁহাকেই ঐ পদে বরণ করিল। তাঁহাকে গ্রাম্য

আবাস পরিত্যাগ করিয়া অগত্যা ঐ জাতীয় অধিনায়কত্ব পদ গ্রহণ করিতে হইল। পাঁচ বৎসরের অধিক এই পদে থাকার কাহার অধিকার নাই। কিন্তু ওয়াসিংটন তিনবার এই পদে মনোনীত হন। অবশেষে ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বের তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন। জাতীয় মহাসভার সভ্যেরা ও দেশের সমস্ত লোক এই শোচনীয় ঘটনায় একমাস কাল শোকচিহ্ন ধারণ করেন।

এই মহাপুরুষের মৃত্যুতে জাতীয় হৃদয়ে শোক উদ্দীপিত করিবার জন্য কোন জাতীয় বিধি-ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় নাই। যে মহাপুরুষের প্রাণোৎসর্গের ফলে আজ আমেরিকা অনন্তসৌভাগ্যশালিনী ও অনন্ত সুখবতী; যাঁহারা বীরত্বে ও ধর্ম্মবলে একদিন আমেরিকা অগণ্য বিপদপরম্পরা হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছিল; যাঁহাকে আমেরিকাবাসীরা এতদিন পিতার ন্যায় ভক্তি করিয়া আসিতেছিল,—সেই পবিত্রহৃদয় মহাপুরুষ আজ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন—বলিয়া আজ আমেরিকার আবাল বৃদ্ধ-বনিতা শোকে অভিভূত। সে গভীর শোক ব্যক্ত করা অসম্ভব। তথাপি যাহার যেরূপ সাধ্য, আমেরিকাবাসীমাত্রেই সেইরূপে তাহা ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। বাগ্মী সভাগৃহে বক্তৃতা করিয়া, যাজক ভজনালয়ে সার্ম্মান (ধর্ম্মনীতিবিষয়ক বক্তৃতা) দিয়া, সম্পাদক সম্বাদপত্রের স্তম্ভে লিখিয়া, জাতিসাধারণ নীরবে অশ্রুজল ফেলিয়া—এই মহাপুরুষের মৃত্যুজনিত শোকপ্রকাশ করিয়াছিলেন।

ওয়াসিংটন যে আমেরিকাবাসিগণের বাস্তব পিতা

ছিলেন, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। বিপদের দিনে যখন আমেরিকাবাসিগণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন তিনি তাঁহাদিগের একমাত্র বন্ধু ও একমাত্র সহায় ছিলেন। অস্ত্র শস্ত্র নাই, শিক্ষা নাই, ধন নাই, অতীত জাতীয় গৌরবের উদ্দীপনা নাই—এরূপ অবস্থায় জাতীয় গৌরবের ভাবে সৈন্যগণকে উদ্দীপিত করা অসাধ্যসাধন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ওয়াসিংটন সেই নিরস্ত্র, বিবস্ত্র অশিক্ষিত সেনাকে আপনার প্রাণোৎসর্গের মোহিনী মন্ত্রবলে অচিরকাল মধ্যে অজেয় করিয়া তুলিয়াছিলেন। এ স্বাধীনতাসমরে জাতিসাধারণ তাঁহাকে অনিয়ন্ত্রিত প্রভুতা দিয়াছিল মাত্র, কিন্তু তাঁহাকে আর কোন প্রকারে সহয়তা করে নাই। তিনি স্বজাতির ধন লুণ্ঠন করিয়া আপনার ও সেনার উদরপূরণ করিতে ইচ্ছা করেন নাই। এই জন্য তিনি ও তাঁহার সেনা পার্ব্বতীয় বৃক্ষ-লতাদির ফলমূল ভক্ষণ করিয়া এই শব-সাধনা করিয়াছিলেন। সেই যোগবলেই এরূপ মহতী সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি আমেরিকাকে পূর্ব্বগৌরবে প্রতিষ্ঠাপিত করেন নাই, কারণ আমেরিকার পূর্ব্বগৌরব ছিল না। তিনি আমেরিক জাতির সৃষ্টিকর্ত্তা, আমেরিকার জাতীয় গৌরবের ও জাতীয় স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠাতা, এবং আমেরিকার জাতীয় জীবন ও জাতীয় ইতিহাসের প্রবর্ত্তয়িতা। এরূপ মহাপুরুষের জন্য শোকচিহ্ন ধারণ করিয়া ও এরূপ মহাপুরুষের নামে তাঁহাদিগের রাজধানীর নামকরণ করিয়া তাঁহারা প্রকৃত সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন।

এই মহাপুরুষের মৃত্যুতে ফ্রান্স ও ইংলণ্ড শোক-

চিহ্ন ধারণ করিয়াছিল। ৯ই ফেব্রুয়ারি এই সংবাদ প্রথমে ফ্রান্সে উপস্থিত হয়। তখন সুপ্রসিদ্ধ নেপোলিয়ন বোনাপার্ট সাধারণতন্ত্রী ফ্রান্সের প্রথম কন্‌সলের পদে অভিষিক্ত ছিলেন; তিনি নিজ সৈন্যগণের প্রতি এই আদেশ প্রচার করেন :—

"সৈন্যগণ! ওয়াসিংটনের মৃত্যু হইয়াছে! এই মহাপুরুষ যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি স্বদেশের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ফরাসী জাতি ও পৃথিবীর স্বাধীন জাতিমাত্রেরই নিকট তাঁহার স্মৃতি অতি প্রিয়। বিশেষতঃ ফরাসি সৈন্যগণের নিকট ইহা প্রিয়তর; কারণ, ফরাসীসৈন্য তাঁহার ন্যায় ও তাঁহার সৈন্যগণের ন্যায় স্বাধীনতা ও সাম্যের জন্য যুদ্ধ করিয়াছিল, অতএব তোমরা সকলেই তাঁহার জন্য শোকচিহ্ন ধারণ করিবে।" তিনি আরও আদেশ করিলেন যে ফরাসি সাধারণতন্ত্রের সমস্ত পতাকায় ও পতাকাস্তম্ভে দশ দিন কাল কৃষ্ণ ক্রেপ সংলগ্ন রাখিতে হইবে। পারিস নগরীর এক হোটেলে (Hotel des Invalides) ওয়াসিংটনের স্মৃতিসম্মানার্থ একটী আন্ত্যেষ্টিক বক্তৃতা করা হইল। সেই সেই বক্তৃতাস্থলে নেপোলিয়ন ও সমস্ত সিবিল ও মিলিটারী কর্ম্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন। ফ্রান্স কোন বৈদেশিকের জন্য আর কখন এরূপ শোক প্রকাশ করেন নাই।

যখন ইংলণ্ডের রণতরী সকল টোর্বে বন্দরে নোঙ্গর করিয়া ছিল, সেই সময় পোতাধ্যক্ষ লর্ড ব্রেডফোর্টের নিকট এইসংবাদ আসিল। এই শোচনীয় সংবাদে শত্রুর মন বিগলিত হইল। তাঁহার আদেশে তদীয় পোতের

পতকা অর্দ্ধ-নমিত করা হইল। অবশিষ্ট উনযাইট্ খানি রণতরী মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তন করিল। ধন্য ওয়াসিংটন! তুমি চরিত্রগৌরবে আজ শত্রুর হৃদয়ও বিগলিত করিয়া তাহার নিকট পূজা গ্রহণ করিলে। তোমার নিষ্কাম স্বদেশহিতৈষণা তোমাকে অনন্ত কাল এইরূপে শত্রু মিত্র উভয়েরই পূজার্হ করিয়া রাখিবে। দেব! আমার হৃদয়-আসনে একবার আবির্ভূত হইয়া আমাকে এইরূপ নিষ্কাম ধর্ম্ম শিক্ষা দাও। একবার আবির্ভূত হইয়া ভারতের দারিদ্র্য-ব্রতের ও নিষ্কাম আত্ম মহিমা প্রচার কর। দেব! একবার দেখা দিয়া জাতিকে স্বজাতিপ্রেম ও স্বদেশানুরাগ শিখা

উপসংহার।

আমারা এই প্রবন্ধে * বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র চৈতন্য, গুরুগোবিন্দ, ওয়ালেস্, টেল, হ্যাম্‌ডেন্, [illegible] উইল্‌বারফোর্স রমিলি, ম্যাট্‌সিনি, গ্যারিবল্ডী, ওয়াসিংটন প্রভৃতি যে সকল * * মহাপুরুষগণের নাম সঙ্কীর্ত্তন করিলাম, তাঁহারা প্রত্যেকেই আত্মোৎসর্গের এক একটী জলন্ত দৃষ্টান্ত। এই জন্য এ প্রবন্ধের নাম প্রাতঃস্মরণীয় চরিত-মালা রাখিলাম। কারণ প্রতিদিন প্রাতে উঠিয়া ইহাঁদিগের নাম স্মরণ করিলে মন স্বর্গীয়ভাব ধারণ করে। এইজন্য আবাল বৃদ্ধ বনিতা, সকলেরই প্রাতে উঠিয়া ইহাঁদিগের নাম স্মরণ করা উচিত। ইহাঁরা প্রত্যেকেই এক একটী গুরুতর ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রত্যেকেই সেই সেই ব্রতের উদ্‌যাপনায় নিজ নিজ জীবন উৎসর্গীকৃত করিয়া-

ছিলেন ।প্রত্যেকেই নিজ নিজ সম্পত্তিতে জলাঞ্জলি দিয়া দারিদ্র্য-ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রত্যেকেই নিজ নিজ জীবনে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া গিয়াছেন যে, ধনস্পৃহা আত্ম-ত্যাগের প্রতিকূল। যিনি পরদুঃখ-কাতর, তিনি পরদুঃখ দেখিয়া কখন ধন পুঞ্জীকৃত করিয়া রাখিতে পারেন না। ধর্ম্ম-জীবনের প্রথম কার্য্য—ধনোৎসর্গ, দ্বিতীয় কার্য্য—প্রাণোৎসর্গ। * * * *

বুদ্ধ ধনোৎসর্গের প্রধানবীর। তিনি রাজপুত্র হইয়াও ভাবী রাজসিংহাসনের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া মানব-হিতব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এই জন্য আজও পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ অধিবাসী বুদ্ধ শাক্যসিংহের উপাসক। হিন্দু-যবন মিশাইতে গিয়া গুরুগোবিন্দও ঘাতক-হস্তে প্রাণ হারাইয়াছিলেন। ওয়ালেস্ স্বজাতির উদ্ধার সাধন করিতে গিয়া ইংরাজ ঘাতকের হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল সজীব অঙ্গের ন্যায় স্থানে স্থানে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল। হ্যামডেন্ও জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষা করিতে গিয়া প্রাণ হারাইয়াছিলেন। ম্যাট্-সিনি ও গ্যারিবল্ডী দিন দিন একটু একটু করিয়া শরীর গলাইয়া স্বজাতি-উদ্ধারানলে আহুতি দিয়াছিলেন। ওয়া-সিংটন ও টেল্ জীবনের মমতায় জলাঞ্জলি দিয়া স্বদেশের উদ্ধারানলে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সৌভাগ্যক্রমে তাঁহারা সে অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। হাউয়ার্ড, উইল্বারফোর্স রোমিলী ইঁহারা মানবপ্রেমে উন্মাদিত হইয়া মানবজাতির দুঃখমোচনে ধন ও প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এই যোগিবৃন্দের প্রত্যেকের জীবনেই

ধনোৎসর্গ ও প্রাণোৎসর্গের বহুল দৃষ্টান্ত উপলক্ষিত হয়। কেহ পূর্ণ যোগী, কেহ বা অর্দ্ধ-সংসারী ও অর্দ্ধযোগী এইমাত্র ভেদ। সকলেরই জীবনের একই লক্ষ্য—মানবদুঃখ-নিবৃত্তি মানব-সুখবৃদ্ধি। দারিদ্র্য এই শব-সাধনার প্রধান উপকরণ-সামগ্রী বলিয়া ইহাঁরা সকলেই দারিদ্র্যকে মিত্রভাবে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। * * ক্যাপ্রেরার মরুভূমিতে গ্যারিবল্ডী, মার্সেলিসের ভূমধ্য-গহ্বরে ম্যাট্সিনি, স্কটলণ্ডের পর্ব্বতগুহায় ওয়ালেস্, কারাগারের অন্ধকারে ও কুষ্ঠরোগাক্রান্তদিগের চিকিৎসালয়ে হাউয়ার্ড, দাসদিগের কুটীরে উইল্‌বারফোর্স, আলিঘানী পর্ব্বতের নীহারিণী অধিত্যকায় ওয়াসিংটন্, সুইজর্লণ্ডের পাষাণে টেল, তপোবনে পর্ণকুটীরে বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র; রোগীর রুগ্নশয্যায় বা মৃত্যুশয্যায় বুদ্ধ; * * বৈরাগীর স্থণ্ডিল আসনে চৈতন্য, কারাগারের তমোময় গর্ত্তে হ্যাম্‌ডেন্, ও অপরাধীর রুধির-কর্দ্দমিত বধ্যভূমিতে রমিলী এবং পিতৃশবোপরি গুরুগোবিন্দ শবসাধন করিয়াছিলেন। রাজপ্রাসাদ শবসাধনার উপযোগী স্থল নহে। ঐশ্বর্য্য শবসাধনার অনুকূল-সাধন-সামগ্রী নহে। পর্ণকুটীর, গৈরিক বসন, কমণ্ডলু, উঞ্ছবৃত্তি প্রভৃতিই শবসাধনার অনুকূল স্থান ও সাধন-সামগ্রী।

আবার ভারতের এই সকলের আবশ্যকতা হইয়াছে। কিন্তু এবার আমাদের শবসাধন লক্ষ্য পরকাল নহে,—ইহকাল। এবার আমরা পরের দুঃখে উদাসীন হইয়া সংসার ছাড়িয়া নির্জ্জন কুটীরে বসিয়া কেবল নিজের পারলৌকিক হিতের চিন্তায় নিমগ্ন থাকিব না। এবার আমরা সে স্বার্থপরতা পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশের মঙ্গলার্থ শব-

সাধনা করিব। এবার আমরা নিজের স্বর্গ নরক লইয়া ব্যতিব্যস্ত থাকিব না। আমি নরকে যাই তাহাতে আমার দুঃখ নাই, কিন্তু আমার দেশ, যেন আমার শবশাধনার বলে নরক হইতে উত্থিত হয়। আমি স্বর্গে যাইতে না পারি, তাহাতেও আমার দুঃখ নাই, কিন্তু আমি যেন অন্ততঃ মৃত্যু-কালেও দেখিয়া যাই যে, আমার দেশ অপূর্ব্ব স্বর্গ-রাজ্যে পরিণত হইয়াছে, অর্থাৎ জাতি, দেবোচিত সৌভাগ্য ভোগ করিতেছে। না জানি সে সৌভাগ্যের দিন কতদিনে আসিবে! কে বলিতে পারে, কতদিনে আসিবে?